

GYAN CHUNDRIKA

OR

A SELECTION OF MORALS

FROM THE BEST ENGLISH AND HENGALTE WORKS,
TRANSLATED AND COMPILED INTO HENGALLO

BY

GOVINDACHANDR

OF

THE HENGALTE PRESS

WITH CORRECTIONS AND IMPROVEMENTS

গ্ৰানচন্দ্ৰিকা ।

অথ

সংস্কৃত-ভাষাৰ উপাখ্যান-প্ৰবন্ধ-সমূহৰ সংগ্ৰহ

• বাংলা-ভাষাৰ লিখিত অনুবাদ

শ্ৰীকৃষ্ণদেৱবোৰোৱাৰ প্ৰভাৱ-প্ৰতিভা-বৰ্ণনাৰ উপাখ্যান-সমূহ

দ্বিতীয় অংশৰ প্ৰথম প্ৰকাশৰ প্ৰতিভা-বৰ্ণনা

বালি-প্ৰতিভা-বৰ্ণনাৰ প্ৰকাশ-কৰ্ম



CALCUTTA

PRINTED FOR GANESH BHOSLA, ROBINSON ROAD, CALCUTTA

Indian Press, Chitragarh

1844.

শ্রবণ	পৃষ্ঠা
অবশ্য দেশ প্রতি দ্রষ্ট	১০২
মাহস বিষয়ক	১০৩
ভৌত বিজ্ঞান	১০৪
মাহস করণ	১০৫
মহাশক্তি বিজ্ঞান বিষয়ক	১০৬
ভাষা/পত্রিকা উপায়	১০৭
মহাশক্তি	১০৮
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১০৯
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১১০
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১১১
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১১২
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১১৩
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১১৪
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১১৫
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১১৬
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১১৭
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১১৮
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১১৯
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১২০
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১২১
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১২২
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১২৩
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১২৪
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১২৫
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১২৬
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১২৭
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১২৮
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১২৯
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৩০
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৩১
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৩২
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৩৩
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৩৪
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৩৫
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৩৬
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৩৭
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৩৮
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৩৯
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৪০
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৪১
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৪২
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৪৩
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৪৪
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৪৫
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৪৬
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৪৭
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৪৮
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৪৯
মহাশক্তি বিজ্ঞান	১৫০

নির্ঘণ্ট

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
বিদ্যাবিষয়ক ।	১
বিদ্যা বিষয়ে অত্যন্ত উৎসুক হইলে	
অবশ্য বিদ্যা হয় ইহার উদাহরণ	৩
বিদ্বানের দোষ গুণ নহে ইহার উদাহরণ	৫
বিদ্বানের প্রশংসা ।	৮
বিদ্বানের প্রশংসা বিষয়ে প্রকারান্তর	১১
যে কণ্ঠে শাস্ত্র বিষয়িকা বুদ্ধি হয় তাহার উদাহরণ	১৩
মেধাযুক্ত মনুষ্যের কথন ।	১৭
মনোযোগ দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি	১৯
বুদ্ধি বুদ্ধির গুণিত পঞ্চ গুণকার উপায়	২২
পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যা দিলাভ	২৪
অলস যুক্তের বিবরণ	২৭
দুঃসাধ্য সাধনে পুরুষার্থ	৩০
যে শাস্ত্র যে ব্যক্তি অধ্যয়ন করে নাই তাহার	
উপদেশ অগুণ্ণ	৩৫
মৃত্যুর বিপরীতাচরণ ইহার উদাহরণ	৩৭
উত্তম ব্যক্তির উত্তম সন্নিধানে সমাগমন	
কর্তব্য ইহার উদাহরণ	৩৮
সময় বিষয়ক	৪০
সত্য বিষয়িকা কথা	৪৬
ঐ প্রকারান্তর	৫১
মিথ্যা কথনে বিবেচনা	৫৫
প্রবঞ্চনা বিষয়ক	৫৯

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
জুয়া খেলা বিষয়ক	৬৯
গৌরী বিষয়ক	৭৪
হিংসা বিষয়ক বিবরণ	৭৮
ঈর্ষ্যা বিষয়ক বিবরণ	৮২
ক্রোধ বিষয়ক	৮৩
প্রতি হিংসা বিষয়ক	৮৭
নির্দয়তা বিষয়ক	৯২
দয়া বিষয়ক	৯৪
অহঙ্কার বিষয়ক	৯৬
উপাসনা বিষয়ক	১০০
ঐশ্বর্য বিষয়ক	১০৫
মাতৃপিতৃ প্রতি অনুরাগ	১০৭
ঐ উদাহরণ	১১১
নেছাচারী	১১২
কৃতজ্ঞ বিষয়ক	১১৪
মান্য ব্যক্তির মান্যতাকরণ	১১৭
গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্তব্য	১২০
জ্ঞানোপার্জন বিষয়ে থরতার আবশ্যিকতা	১১২
উপদেশ তুচ্ছতা প্রাপ্ত শিশুর বয়োধিকে	
দূরবস্থা বিষয়ক	১২৯
দৃঢ়তা দ্বারা কার্য নিষ্কি	১২৯
ভ্যতাবিষয়ক	১৩১

অনুষ্ঠান পত্র ।

পরম্পরাংপর পরমেশ্বরপ্রণীত প্রকাণ্ড বুদ্ধাণ্ড
মণ্ডল মণ্ডিত ক্ষুদ্র বুদ্ধাণ্ডকপ বিগুহ বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিচ্ছ
বিশ রদ ব্যক্তি বর্গ সন্নিধানে বিপুল বিনয় পুরঃসর
নিবেদন এই যে এতদেশীয় বালকাদি সাধারণ জন
সমূহের ১) কিতাবত কিতাবৎ সাধারণ জ্ঞানানুশীলনার্থ
সুশীলিত পুচলিত সাধু সরল শব্দ সম্বলিত কোন বিশেষ
পুস্তক প্রচারিত না থাকাতে ত্রিবিধ দোষেরহেতু হইতেছে
অর্থাৎ পুংমতঃ কিয়দংশ উৎসাহানিত মহাশয়ের
মহাশয়ের প্রতিবন্ধকতা জন্ম আক্ষেপ, দ্বিতীয়তঃ সচ্ছা
স্ত্রানভিচ্ছ জনেরদের সর্বদাই পরাকাত্তাধরামৃত গানে
চ্ছাদি নানাবিধ নিন্দাজনক কর্মে সঙ্গদা পুত্তি, তৃতীয়
তায়া ভূষিত নীতি বিষয়ক গুহ্যবিরহে দেশভাষা ও সভ্য
তার ক্রম বিনাশে সর্বতোভাবে সন্যাসপকার যদি ও
দেশোপকারকক্ষে স্বর্গবাসি গুণরাশি প্রাচীন এসিদ্ধপণ্ডা
পণ্ডিত মৃত মৃত্যুগুণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় কতৃক বির
চিত (প্রবোধচন্দ্রিকা) ইদানীং শ্রীরামপুরস্থ ছাণ্ডায়ন্ত্রে
মুদ্রাক্রিত হইয়াছে তথাপি তাহার প্রথমাংশ অতিশয়
সুকাঠন তন্নিনিত তদভিপ্রেত ভাবার্থ রসাসাদনে রসজ্ঞ
নাই ওয়াতে অনেকের প্রবৃত্তির নিবৃত্তির শরণাগতা হয়েন
এবং বিচ্ছান্তম শ্রীমুতা হরচন্দ্রায় প্রণীত পুরুষপরীক্ষা

পুরুষপরীক্ষার হেতু বটে ফলতঃ বহুকাল পুস্তকটি জন্য
 অধুনা সেই গুস্তের অত্যন্ত অপূর্ণ্য হওয়াতে তত্তাব
 দ্ব্যস্ত দর্শন প্ৰহায় নম্মার্থি ননুষ্য মণ্ডলীর মনের ব্যগ্ৰ
 তাই সৰ্বদা বৃদ্ধি হয় । অতএব আমি দেশ কাল পাত্র
 পুভেদে বিবিধ চিন্তায় জনপদের উপকার নিমিত্ত ভর
 সায় ভর করত যথা সাধ্য বিদ্যা বুদ্ধি ক্রমে পুচুর পুষত্ব ও
 পরিপূর্ণ পূৰ্ণক বহুবিধ ইংরাজী নীতি বিষয়ক গুস্ত ও
 সংস্কৃত হিতোপদেশ হইতে উত্তমোত্তম পদার্থের তাৎ
 পৰ্য্য সমুদয় সংক্ষেপে সার সংকলন দ্বারা সংগ্রহ করি
 য়া মুক্তি যুক্ত যুক্তিমতে পুস্তক পুস্তক অতিনব রচিত রচ
 নার (জ্ঞানচন্দ্রিকা নামিকা) এই ক্ষুদ্র পুস্তক পুস্তক করি
 লাম বিদ্যানুশীলনোৎসাহি হিতার্থি বিচক্ষণেরা অনু
 কম্পা পুরঃসর এতশুস্ত্রে নলিননেত্রান্তঃপাত করিয়া এ
 অকিঞ্চনের শ্রম সাফল্য সাফল্য করিবেন ॥

অপিচ ভরসা যে এই পুস্তকে বর্ণবিব্রাসাদি ভাবার্থের
 কোন ব্যত্যয় থাকিলেও তাহাতে গুণাকর পাঠক মহা
 শয়েরা কদাচ ক্রোধাকর হইবেন না যেহেতু বিচক্ষণদি
 গের এই এক বৈচক্ষণ্য নামক গুণ যেতাহারা নীর পরি
 ত্যাগ পূৰ্ণক ক্ষীরগুহি মরালের ন্যায় দোষ পরিত্যাগ
 দ্বারা গুণ গৃহণের অগু হইবেন ॥

পরমেশ্বরো

জয়তি ।

জ্ঞানচন্দ্রিকা॥

অনরব্ন্দকহৃৎ স্তব ব্রহ্মা যাঁহাকে স্তব করেন এবং দেবতাদিগের পূজিত চন্দ্রশেখর যাঁহাকে পূজা করেন ও নারায়ণ দেবগণের ধ্যান প্রাপ্ত হইয়াও যাঁহাকে ধ্যান করেন এতাদৃশী যে পরম দেবতা তাঁহাকে আনি কোটিং প্রণাম করি ।

পাণ্ডিত্যেরা কহেন, বিদ্যা হইতে বাকপটুতা ও নীতি জ্ঞান জন্মে, বিশেষতঃ সকল দুর্ব্যের মধ্যে বিদ্যা অতুল্য দুর্ব্য, এবং তদ্বারা ক্রোধাদি রিপু বশীভূত থাকে ও কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান হয়, আর অর্থ ও ধর্ম পাওয়া যায়।

বিদ্যা পিতৃতুল্য হিতকারিণী, ও মাতৃবৎ প্রতি পালন করেন, এবং প্রেয়সীন্যায় সুখদান করেন, বিদ্যা কম্পলতাতুল্য সর্বাভিলাষ প্রদান করেন । সর্বাধন মধ্যে বিদ্যাধন শ্রেষ্ঠ, কারণ অন্যকে প্রদান করিলে দিনে বৃদ্ধি পায় কোন পুকারে বিদ্যা হইলে তাহা নষ্ট হয় না, রাজ্য

রাজদণ্ডে লইতে পারেন না, তৎকরকর্তৃক অপহৃত হয় না অগ্নিতে দধি হয় না জ্ঞাতিরা বিভাগ করিয়া লইতে পারে না, ভৃত্যেরা ভক্ষণ করিতে পারে না, কোথাও অপু-
কাশিত থাকে না। মনুষ্যের বিদ্যাই অধিক রূপ, অথচ
গুপ্তধন এবং সুভোগ্য ও শুভকারিণী হয়েন, তথা বিদ্যা
গুরুর গুরু এবং বিদেশ গমনে বিদ্যাই পরম বন্ধু। আর
বিদ্যারাজকর্তৃক পূজ্যা হয়েন অতএব জগতে বিদ্যার
সমান কোন ধন নাই, যে ব্যক্তি বিদ্যাহীন সেই পশুর
ন্যায়। বিদ্যাভ্যাস ব্যতিরেকে ধর্ম'ধর্ম' জ্ঞান হয় না, অত
এব হে বালকগণ তোমরা বিদ্যাভ্যাসে নতন যত্ন কর
এবং বিদ্যাভ্যাস পুতিবন্ধক যে সকল কর্ম' তাহাতে হয়
জ্ঞান কর। বিদ্যাভ্যাসের পুতিবন্ধক, বহুজন সহবাস,
উত্তম মিষ্টান্ন ভোজনাভিলাষ, গন্ধপুষ্প বনিতাদির উপ-
ভোগ, ইত্যন্ততো নিরর্থক ভ্রমণ নৃত্যগীত বাদ্যে অনুরাগ,
পাশকাদি ক্রীড়া, বুদ্ধি ভ্রংশকারি মাদকদ্রব্য পানাদি।
যদি নীচলোকের ও বিদ্যা হয় তবে সেই মনুষ্যকে রাজা
আদর করেন, রাজার সঙ্গে মেলন হেতুক বিদ্যা উৎকৃষ্ট
ভাগ্যকে পাওয়ান। বিদ্যা বিনয় দেন, বিনয়েতে
যোগ্যতা জন্মে, তাহা হইতে ধন হয়, ধনহইতে ধর্ম', হয়,
ধর্ম' হইতে সুখ পায়। অতএব হে বালকেরা বিবেচনা
করিয়া এই বাক্য নিরন্তর স্মরণ করত এবং ইহার তাৎ-
পর্য্য অবধারণ করহ। যে পুত্র পণ্ডিত ও ধার্মিক না

হয়, সে পুত্র হওয়াতে কি প্রয়োজন, বরং অনর্থ হয়, যেমন কাণ চক্ষুতে কিছু প্রয়োজন নাই কেবল পীড়াদায়ক হয় । এবং গর্ভসুখ, ও স্ত্রী অভিগমন না করা, ও পুত্র জন্মিয়া মরা ও কন্যা হওয়া ও ভাব্যা ও বন্ধা হওয়াও, পুত্র গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট না হওয়াও ভাল, তথাপি কপ ও ধন সমূহ বিশিষ্ট মূর্থ পুত্র কিছু নয় । এবং যে পুত্র জন্মিলে বংশ উন্নতি পায় এমন পুত্র হউক, নতুবা জন্ম মরণ ধর্ম শালি সংসারে কে বা মরিয়া না জন্মে । অপর গুণিগণের গণনা সময়ে যাহার নামোল্লেখ না হয়, সে পুত্রে নাতার কোন প্রয়োজন নাই এবং দান ও শৌর্য ও ধনার্জনে মন যাহার চোঁষ্ট না হয়, সে পুত্র নাতার বিষ্টানাত । এবং গুণ বান এক পুত্রেও সুখ্যাতি হয়, কিন্তু শত ২ মূর্থ পুত্রে প্রয়োজন করে না, যেমন একচন্দ্র অন্ধকার নষ্ট করেন তারা সমূহ কিছু করিতে পারে না । অতএব হে বালকেরা পুণিধান করিয়া বুঝহ, মূর্থ হইলে অশেষ দোষ জন্মে, তাহার এক উদাহরণ কহা যাইতেছে ।

বিদ্যা বিষয়ে অত্যন্ত উৎসুক হইলে অবশ্য

বিদ্যা হয় ইহার উদাহরণ ।

নীতি ও কাব্যাদি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিতা এক কন্যার সহিত এক মূর্থের বিবাহ হইলে নিশাযোগে বরকন্যাতে এক স্থানে বসিয়া আছে ইতিমধ্যে ঐ কন্যা এক উষ্ট্রের শব্দ শ্রবণ করিয়া পতিকে জিজ্ঞাসা করিবে যে এই শব্দ কে

করিল। বর তাহার উত্তর দিলেন যে উষ্ট্র, ইহা শ্রবণে কন্যা
 কহিলেন যে কি বলিলে পুনর্বার কহ, তাহাতে বর কহি-
 লেন যে উষ্ট্র কন্যা ইহা শ্রবণ করিয়া কপালে করাঘাত
 পূর্বক আপনার রূপ লাভ্যাদি বৃথা জ্ঞান করত ঐ পতিকে
 বহু ভৎসনা করিলেন তৎপরে ঐ পতি ঘৃণা ও লজ্জা দ্বারা
 অত্যন্ত বিবেকী হইয়া আপনাতে দিক্কার করিয়া পুণ
 পরিত্যাগে নিশ্চয় করিয়া ঐ রজনীতে বন পুস্থান করি-
 লেন। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে বহুতর সিংহ ব্যাঘ্রাদি
 হিংস্রজন্তু ও নিবিড়াক্ষকারে ব্যাপ্ত মহারণ্যে প্রবিষ্ট
 হইয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করত একপত্র কুটীরে এক ব্যক্তিকে
 দর্শন করিয়া তন্নিকটে গমন করিলেন, পরে ঐ কুটীর
 স্থিত পণ্ডিত ঐ বিবেকীকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করি-
 লেন যে তুমি কে এই নিবিড় বনে একাকী, কিনিনিভ
 ভ্রমণ করিতেছ, তাহাতে বিবেকী উত্তর করিলেন যে
 আমি মুখ, আমার স্ত্রী পণ্ডিতা, তাহার ভৎসনার অত্যন্ত
 অপমানগুস্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগে নিশ্চয় করিয়া এখানে
 আগমন করিয়াছি, ইহা শুনিয়া ঐ পণ্ডিত কহিলেন যে
 তুমি প্রাণত্যাগ করিও না, সর্বদা বিদ্যা বিষয়ে পরিশ্রম
 করহ অবশ্য তোমার বিদ্যা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই,
 দেখ গর্ভ মধ্যে যে বালক থাকে তাহার কি বিদ্যা হয়
 কিম্বা ভূমিষ্ট হইবা নাত্র বিদ্বান হয় কেবল বিদ্যা বিষয়ে
 যে ব্যক্তি যে প্রকার চেষ্টা ও পরিশ্রম করে তাহ র তদনু

রূপ বিদ্যা জন্মে তদনন্তর ঐ বিবেকী পণ্ডিতবাকে। শুদ্ধ
কূপস্থিত প্রোক্ষীমৎস্য যেমন প্রথম জল পাইলে আত্মা-
দিত হয়, তাহার ন্যায় আত্মাদিত হইয়া ঐ পণ্ডিতের
নিকটে সর্বদা শাস্ত্র চিন্তা করত অত্যন্ত পণ্ডিত হইলেম
তদনন্তর আপন গৃহে আগমন করিয়া দেখেন যে স্ত্রী
অত্যন্ত মলিনা, ও কৃশা স্বামীর অপমানে ক্ষুধা, এইরূপ
দর্শন করিয়া সৎস্কৃত বাক্যদ্বারা ঐ পতি কহিলেন যে
পুিয়ে মদীয়জ্ঞান জননে ভ্রমেবহেত্তঃ, অতোভবতীং বিনা
কোপিমম পরমবন্ধুনাস্তি ইত্যাদি নানা সৎস্কৃত বাক্য শ্রবণ
করিয়া ঐ স্ত্রী অত্যন্ত আত্মাদিতা হইলেন এবং পরস্পর
আত্মালোচনাদ্বারা পরম সুখ পাইলেন অতএব মূখ্য
ব্যক্তি যদি বিজ্ঞের সহিত বাস করে ও বিদ্যাবিশয়ে
পরিশ্রম করে তত্রাপি সে ব্যক্তি পণ্ডিত হয় এবং বিদ্যা-
হীন ব্যক্তি স্ত্রী সমীপে তুচ্ছতা প্ৰাপ্ত হন।

বিদ্বানের দোষ গ্রাহ্য নহে ইহার উদাহরণ।

কোন উত্তম বিদ্বান ব্যক্তির যদি দোষ থাকে তথাপি
বিদ্বার গৌরবে সর্বজনসমীপে মর্যাদাভাষী হয়েন।
তাহার দৃষ্টান্ত এই যে মহামহোপাধ্যায় মহাকবি কালি-
দাস বেশ্যাসক্ত হইয়াও বিশিষ্টজন ও পণ্ডিত সমীপে
সর্বদা মান্য ছিলেন কারণ গুণ সন্মুহ মধ্যে এক দোষ
গণনীয় হয় না যেমত চন্দ্র বহুগুণ মধ্যে কলঙ্ক একদোষ
গ্রাহ্য নহে। অতএব বিদ্বানের দোষ গুহণ না করিয়া তন্মুখ

নির্গত কথা মূত পান করা কর্তব্য। যেমত বিষ্ঠাভোজন করে
 যে গরী বিশিষ্ট লোকেরা তাহার দুগ্ধ পান করেন । এবং
 নির্দোষ মূথের কথা শ্রবণও করিবেনা যেমন কুশমূল
 ভক্ষক বন্য শূকরীর দুগ্ধপান যোগ্য নহে । অতএব বান
 কেরা বিবেচনা করহ মূর্থ হইলে তাহার অশেষ দোষ জন্মে
 তাহার উদাহরণ । যেব্যক্তি বিদ্যাভ্যাস না করে সে সৰ্ব
 জন কতর্ক নিন্দনীয় হয় এবং সেইব্যক্তি যদি সপ্তদীপা
 দিপতি হয় তথাপি সকল লোকে তাহাকে মূর্থ বলিয়া
 অবজ্ঞা করেন । এবং মূথের সম্পত্তি দর্শন করিয়া পুরুষ
 বিদ্যাতে উদাসীন হয় না এবং নানা রত্নযুক্ত মূর্থব্যক্তি
 কদাচও যশস্বী হইতে পারে না । তাহার দৃষ্টান্ত তীর
 ভুক্তি নামে এক রাজধানী তন্নিকটে একগ্রামে রবিধর
 নামক অত্যন্ত ধনী এক মূর্থ ব্রাহ্মণ বাস করেন
 তাহার বাক্য শ্রবণে সৰ্বলোকে উপহাস করেন । তাহাতে
 ঐ ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বিবেচনা করিলেন যে মনু
 যোরা কহেন মূথের ভূষণ ভাসূল কিন্তু আমার বোধ হয়
 যে সংস্কৃত বাক্যই মূথের ভূষণ কারণ মূথের নিরন্তর
 অশুদ্ধ কথনকথন খণ্ডন হয় না এই নিমিত্ত সাধুজন সম
 পে সৰ্বদা উপহাস পায় । এবং যে ব্যক্তি বিদ্যাভ্যাস
 যশঃসঞ্চয় না করে সেব্যক্তি জনক এবং জননী ক্লেশজনক
 মাত্র আর তাহার জন্ম বৃথা আমি পুণীচীন এক্ষণে আমার
 বিদ্যাভ্যাস অধিক উপহাসার্থ হইবে অতএব আমার মঃ

ধর নামক পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করাই ইহা বিবেচনা করিয়া ধন ব্যয়দ্বারা স্বীয় পুত্রকে পাণ্ডিত সমীপে শাস্ত্রাভ্যাস করণে সমর্পণ করিলেন। তৎপরে ঐ মলধর কিছু কাল শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলে তৎসহাধ্যায়িরা তাঁহাকে বৃহৎ পণ্ডিতহীন করিলেন। মলধর তদ্ব্যর্থজন্য পিতাকে দোষারোপ করিয়া ঐ দূঃখ শাস্ত্রার্থ অতিশয় যত্নপূরঃসরে সকল শাস্ত্রে পারদুশী হইলেন। অনন্তর ঐ রবিধর আপন পুত্রের গুণদ্বারা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার সহিত রাজ্য সন্নিধানে সমাগমন করিলেন। পরে রাজা, জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার কুশল। ঐ বুদ্ধ রাজার উত্তর কথ্যতে তুষ্ট হইয়া আপনার পাণ্ডিত্য প্রকাশার্থ সংকৃত করিলেন যে জ্ঞানোনাস্তিমেব এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কিঞ্চিৎ হাস্যমুখ হইলেন কারণ মম জ্ঞানো নাস্তি এই পুকার বাক্য হইতে পারে এবং সাধুলোকেবা অধো মুখ হইলেন খলেরাও পরিহাস করিতে লাগিল এবং মলধর লজ্জিত হইয়া উপহাসকের দিগের পুতি ঐ করিলেন যে তোমারদ্বিমৈত্র অজ্ঞানতা প্রযুক্ত উপহাস করহ কারণ আমার জনক যে বাক্য করিয়াছেন তাহার অর্থ তোমরা বুঝিতে পার নাই, জ্ঞানোনাস্তি মেব এই বাক্যের অর্থ জ্ঞা শব্দের অর্থজ্ঞান নো শব্দের অর্থ আমারদিগের নাস্তি শব্দের অর্থ নাই না শব্দের অর্থ দক্ষী ইব শব্দের অর্থ সদৃশ ইহাতে সমূদায়ের অর্থ আমার

দিগের জ্ঞান নাই লক্ষীর ন্যায় অর্থাৎ যেমত লক্ষী নাই তদ্রূপ জ্ঞানও নাই। অতএব আমার জনক আপনার দিগের নিকট নির্ধনতা পুকাশ করিয়াছেন। তৎপরে সভাপ্তেরা ঐ অর্থ শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঐ মনধরকে সাধু কহিলেন। এবং রাজা অতিশয় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক ধন দিলেন আর অনেকাংক ধন্যবাদ করিলেন কিন্তু অর্থদ্বারা মনধরের পাণ্ডিত্য ও তজ্জনকের মূখ্যতা পুকাশ হইল। অতএব পুত্র যশস্বী হইলেও পিতা যশস্বী হয় না এই হেতু নিজগুণের নিমিত্ত যত্নযুক্ত হও।

বিদ্বানের প্রশংসা।

যেজন মেধা ও বুদ্ধিযুক্ত এবং সন্দেহ ভঞ্জন যোগ্য হয় সেইজন সর্বজনসমীপে সুখ্যাতি পায় ইহার উদাহরণ মিথিলা নাম নগরে কণাটবংশ জাত পুত্র পুতাপানিত হরসিংহ নামক এক ভূপতি তাঁহার সভাপতি মন্ত্রী সাংখ্য ও নীতি পুভূতি শাস্ত্র পারদর্শী দ্বিতীয় গণপতির ন্যায় গণেশ্বর নামক এক পণ্ডিত ছিলেন দেবগিরির অধিপতি রামদেব নামক এক ভূপতি তিনি সতত সুস্থমতি ও জ্ঞানী এবং বিজ্ঞপরিবৃত ছিলেন ঐ গণেশ্বর মন্ত্রীর নানা প্রকার গুণ ও বুদ্ধির নানাবিধ কৌশল শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিলেন যে বহুকালকধিবহু রত্নাদি পরীক্ষা করিয়াছি কিন্তু বৃহস্পতি তুল্য গণেশ্বর নামক পণ্ডিতরত্ন অতি আশ্চর্য্য ইহার পরীক্ষা করা হয় নাই অতএব এই রত্ন

পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মহাশূণ্যে মহীপাল হরসিংহ সহ মিত্রতা করা কর্তব্য এবং মহাত্মা ব্যক্তির কথা ও ক্রিয়াদি স্থিরতা এবং এইপুকারসদৃশ ব্যক্তির পরস্পর কল্পনাতর ন্যায় রীতি ও ব্যবহার এবং কোষ ও সৈন্য ও ভৃত্যাদি কয় হইলে সম্বৎসর জাত সকল ব্যক্তি পরস্পর মিত্রতা প্রযুক্ত স্বীয়কোষ ও সৈন্যাদি দ্বারা উপকার করেন ইত্যাদি বহুবিধ বিবেচনা দ্বারা পরস্পর মিত্রতা হইয়া বহুবিধ উপচোকনদ্বারা সৌহৃদ্যকরিয়া রাজা রামদেব হরসিংহ ভূপতি সম্মিথানে স্বীয় সন্দেহ ভঞ্জনার্থে লিখিলেন যে এক বুদ্ধিমান ও এক মূর্থ এই দুই ব্যক্তিকে আমার নিকটে ভ্রমায় পুরণ করিবেন এইরূপ পার্থনাতে হরসিংহ নরপতি সেই লিখন সন্দর্শন করিয়া চিন্তাতে চঞ্চলচিত্ত হইলেন কারণ মিত্রের পার্থিত বিষয় অবশ্য দেয় অতএব কোন বুদ্ধিমানকে পুরণ করি মূর্থই বা কে এইরূপ চিন্তাদ্বারা ব্যাকুল চিত্ত রাজাকে দর্শন করিয়া গণেশ্বর মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে রাজন তোমার কি চিন্তা তাহাতে রাজা উত্তর করিলেন আমার মিত্র এক মূর্থ ও এক পাপিত পাঠাইতে লিখিয়াছেন তাহা পুরণ করিতে না পারিয়া অতিশয় লজ্জিত হইয়া চিন্তা করিতেছি মন্ত্রী কহিলেন যে হে মহারাজ তোমার মিত্রের পার্থিত বিষয় যদি পুরণ না কর তবে মিত্রের পার্থিত অপুদান জন্য যে দোষ তাহা হইবে কারণ দেবগিরিতে

কি পণ্ডিত ও মূর্খ নাই বহু পণ্ডিত ও মূর্খ আছে তথাপি যে মহাশয় সমীপে মহারাজ রামদেব প্রার্থনা করিয়া ছেন সে কেবল তিনি পণ্ডিত অতি নম্র গুণগ্রাহক অতএব ছলদ্বারা তোনার মন্ত্রী যে আমি আমার বুদ্ধির তাৎপর্য জানিবেন নতুবা পণ্ডিত ও মূর্খের কি অভাব এবং ইহাতে তাহার কি অভিলষিত সিদ্ধি হইবে অতএব মহারাজ এই উত্তর প্রদান করুন যে বুদ্ধিমান মনুষ্য আমার নাই এবং আপনার রাজ্যে ও নাই কারণ তত্ত্ব বিযয়ে যে জ্ঞান তাহার নাম বুদ্ধি এইবুদ্ধি যেব্যক্তির আছে তাহার নাম বুদ্ধিমান অতএব যিনি বুদ্ধিমান হইবেন তিনি এই সতত বিকারময় ইন্দ্রজাল সদৃশ ও মহাগোহদায়ক সংসারে কি নিমিত্ত স্থিতি করিবেন অতএব আমি বোধ করি যে বারাণসী ও অন্য অন্য স্থানে ও গিরিগহ্বরে ও মহারণ্যে মহারাজ অনুেষণ করিলে পাইবেন অপর যে মূর্খ প্রার্থনা করিয়াছেন তাহার উত্তর মূর্খ সর্বত্র সুলভ তাহার পুরণে কি কল মূর্খের চিহ্ন এই যে ব্যক্তি সর্বজন কর্তৃক নিন্দনীয় যে মনুষ্য জন্ম পাণ্ড হইয়া জ্ঞান ও যশ উপার্জন না করে সেইব্যক্তি মূর্খ। রাজা হরসিংহ এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আত্মাদিত হইয়া ঐরূপ লিপি পুরণ করিতে অনুমতি করিলে মন্ত্রী গণেশ্বর সেই পুকার লিপি পুরণ করিলেন। অনন্তর মহারাজ রামদেব ঐ লিপি সন্দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ হর

সিংহ ও মন্ত্রী গণেশ্বরের অনেক পুশংসা করিলেন এবং আরো কহিলেন যে মহারাজ হরসিংহের রাজনীতি রূপ যে পারাধার ইহাতে কর্ণধার স্বরূপ গণেশ্বর, অতঃপর রাজা সাধু, মন্ত্রী ও সাধু, এবং গণেশ্বর মন্ত্রির পুশংসার নিমিত্ত মহারাজ রানদেব এক শ্লোক পাঠ করিলেন সে শ্লোকের অর্থ এই যেমন কেহ সমুদ্রের জল সেচনে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কদাচ সকল জন সেচন করিতে পারে না সেইরূপ এই গণেশ্বর মন্ত্রির গুণসমূহ বর্ণনে কেহ সমর্থ হয় না এই প্রকার যে সকল মনুষ্যের নৌকিক ব্যবহারে ও সকল শাস্ত্রার্থে নিপুণতা সেই ব্যক্তি জয়যুক্ত হউন।

বিব্রাণের পুশংসা বিষয়ে প্রকারান্তর।

মহারাজাধিরাজবিক্রনাদিত্যের রাজ্যান্তর্গত এক নিবিড় মহারাণ্যে এক মাংস ভক্ষক বন্য মনুষ্য স্ত্রীসহ বাস করে ইতমধ্যে ঐ বন্য রমণীর গর্ভ হওয়াতে ঐ রমণী স্বীয়পতিকেকে কহিলেন হে নাথ মহারাজ বিক্রনাদিত্যের অতি সুকোমল মাংস অতএব ঐ মাংস ভক্ষণে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা তুমি আনায় ঐ নরপতি মাংস ভক্ষণ করাইতে পার তাহা শ্রবণ করিয়া ঐ বন্য ব্যক্তি বিবেচনা করিল যে ইনি আমার স্ত্রী এবং গর্ভবতী ইহাকে যদি ঐ ভূপতির মাংস না দান করি তবে স্ত্রীসমীপে তৃষ্ণতা প্রাপ্ত এবং সঙ্গাতিয় সম্মিথানে নিম্ননায়ে হইবে কিন্তু মহারাজ বিক্রনাদিত্য পুতাপে আদিত্য তুল্য

নবরত্নযুক্ত বিশেষতো মহাকবি কালিদাস সভাসদ অতঃ
 এব এই অভিনায সিদ্ধ কদাচ হইবে না তথাপি চেষ্টা
 কতব্য ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ মনুষ্য ভক্ষক যাত্রা পূৰ্ব্বক
 রাজসভাতে উপস্থিত হইয়া শ্রবণ করিলেন যে মহাকবি
 কালিদাস ঐ রাজসভাতে দিগ্বিজয়ি এক ব্যক্তি কতক
 পরাজিত হইয়া স্বীয়াপমানে সভাহইতে প্রস্থান করি
 য়াছেন ইহা শুনিয়া রাক্ষস অত্যন্ত আহ্লাদপূৰ্ব্বক মহা
 রাজকে সম্বোধন করিয়া কহিল যে মহারাজ মক্ষিকা পদা
 ঘাতে ত্রিজগৎ কম্পান্বিত হয় কি না সম্ভাহ মধ্যে ইহার
 উদাহরণ দর্শন করাইতে হইবেক ইহার মধ্যে উত্তর না
 করিলে তোমার স্বীয়মাংস প্রদান করিতে হইবে এই
 বাক্য শ্রবণে মহারাজ অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া স্বীকার
 করিলে ঐ মনুষ্য ভক্ষক স্বীয় স্থানে প্রস্থান করিল তদনন্তর
 মহারাজ বিক্রমাদিত্য স্বীয় সভাসদ সহিত সমূহ বিবে
 চনাদ্বারা উত্তর নিরূপণে অসমর্থ হইয়া মহাকবি কালি-
 দাসকে আনয়নের নিমিত্ত বহু প্রযত্ন করতঃ কালিদাসকে
 স্বীয় সভাতে আনাইয়া পরমাহ্লাদ পূৰ্ব্বক ঐ মনুষ্য ভক্ষ
 কের বাক্য অবগত করাইলেন তাহাতে কালিদাস কহি
 লেন যে মক্ষিকার পদাঘাতে ত্রিজগৎ কম্পান্বিত ইহা
 কহিব তদ্বাকে মহারাজ বিক্রমাদিত্য মৃত শরীরে প্রাণ
 প্রাপ্তির ন্যায় বোধ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদযুক্ত হইলেন অন
 ন্তর কালিদাস বিবেচনা করিলেন যে মক্ষিকা পদাঘাতে

ত্রিজগতের কম্পন অসম্ভব অতএব অসম্ভব বাক্য কদাচ
বক্তব্য নহে, তাহা শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে যদি পাষণ্ডমর্দী
তে ভেষে যায় ও বানরে সঙ্গীত করে ইহা আপনি প্রত্য
ক্ষে দর্শন করিলেও অন্তর প্রযুক্ত কহিবেনা বিশেষত এই
বিষয় অবশ্যসে ব্যক্তি জানে যেহেতুক একপ বাক্য তৎক
ত্বক কথিত হইয়াছে এইকপ নানা প্রকার তর্কদ্বারা মহা
কবিকালিদাস বিবেচনা দ্বারা নিশ্চয় করিলেন যে কোন
শিল্প গুণযুক্ত গুণবতী রমণী চিত্র পটে ত্রিজগৎ লিখিয়া
দ্বারদেশে স্থাপন করিলে তাহার উপরি মক্ষিকার উপ
বেশন হেতুক ঐ পটের কম্পনদ্বারা ত্রিজগৎ কম্পন সিদ্ধ
হইল, ইহা ঐ মনুষ্য ভক্তকের প্রতি উক্তি করাতে ঐ খল
লজ্জাদ্বারা অধোগুথ হইয়া বনে পুস্থান করিলেন অতএব
বিদ্বান ব্যক্তিবিদ্যা দ্বারা সকল কার্যোদ্ধারে যোগ্য হয়েন
বিদ্বান কোন বিষয়ে পরাভব পায়েন না।

যেহেতু শাস্ত্র বিবরিকা বুদ্ধি হয় তাহার উদাহরণ ॥

এক পরম সুন্দরী রমণী স্বীয়সৌন্দর্য্যে গর্বিতা হইয়া
ছিল, তাহার পতি তাহা হইতে অপমান গুস্ত হইয়া বিবে
কে বারানসী গমন করিয়া এক পরি বুজক নিকটে অধ্যাত্ম
শাস্ত্রাধ্যয়নে পুস্ত হইলেন কিন্তু পরম পুস্ততম। পুয়সী
পুত্র নিত্র ক্ষেত্র ভ্রাতৃবর্গ গো গবয় মহিষাদি নানা বিষয়
চিন্তায় সন্মর্দা চঞ্চল চিত্ত থাকিতেন তন্নিমিত্ত শাস্ত্র
চিন্তা করিতে পারিতেন না এবং শাস্ত্রার্থানুজ্ঞানে অস

মর্থ ছিলেন এই প্রকারে বহু দিবসানন্তর তাঁহার অধ্যাপক
 অন্যচিত্ত সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি সর্বদা
 অন্যচিত্ত শাস্ত্রার্থানুসন্ধানাক্ষম ইহার কারণ কি তাহাতে
 ঐ শিষ্য বহুতর বিনয়পূর্বক নম্র হইয়া উত্তর করিলেন
 যে হে মহাশয় আমি স্বীয় বিষয়ে বিরত হইয়া বি-
 বেক হেতুক অব্যয়নর্থ এখানে আগমন করিয়া অধ্য-
 যনে পুৰুষ হইয়াছে তথাপি আমার সেই স্ত্রী পুত্রাদি
 বিষয়ে সর্বদা চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে মনকে সে বিষয়
 হইতে নিবারণ করিতে পারি না ইহা শ্রবণ করিয়া অধ্যা-
 পক ঐ ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার কি সর্বদা
 স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়ে মতি হয় তাহাতে শিষ্য উত্তর করি-
 লেন যে আমার গৃহে একবহু দুঃখবতী মহিষী আছে আমি
 পুতিদিন তুপরি স্বহৃদে আরোহণপূর্বক বন মধ্যে গম-
 নানন্তর উদর পূরণ করিয়া দুঃখপান করিতাম ঐ মহিষী
 সতত আমার চিত্তে উদয় হয় আর অন্য২ বিষয় মধ্যে২
 চিত্তে উদয় পায় । ইহাতে গুরু উত্তর যে তাহাতে হানি
 নাই যেহেতু তোমার স্ত্রী বিষয়ে মন সতত হয় না যদি
 স্ত্রীতে মন হইতো তবে তোমার বিদ্যা কদাচ হইতো না
 কারণ বিষয়ুক্ত সর্প সহিত বাসে যে পুকার ভয় সেই পুকার
 জনতা সহিত স্থিতিতে ভয় হয় যার উত্তমাত্তম ভঞ্জে বিষয়
 ভোজন তুল্য জ্ঞান হয় সেও রাজসী ন্যায় স্ত্রীদের হইতে
 ভয় পায় এবং সাধু পুরুষেদের দেবতাতে যাদৃশী শঙ্কা

সেই পুকার ভক্তি অধ্যাপকেতে যেমহাশ্রয়ার করেন তাহা
রাই বিদ্যাপ্রাপ্ত হইলেন। যদি ও বিদ্যাপ্রাপ্তিতে কারণ
সমূহ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তথাপি জীতে বিরতি শাস্ত্রানু-
শীলনে যেপুকার উপকারিণী সেই প্রকার অন্য আর কিছুই
আমার মনেতে উদয় হয় না। কেননা যে ব্যক্তির বুদ্ধি
তুল্যা পতিত ভূমিতে স্ত্রী চিত্তনকপ বহ্নিজ্বালা নিরন্তর
জ্বলে সেই প্রকার ভূমিতে গুরু কর্তৃক বাণিত উপদেশ
কপবীজের অঙ্কুর হইতে পারে না বরং পতিত হইবামা
ত্রই দগ্ধ হয়। অতএব শাস্ত্রে কামিনী জ্ঞান বিদ্যার প্রতি
প্রতিবন্ধক করিয়াছেন তাহা তোমার কদাচ মেননা হয়
ইহাতে তুমি সর্বদা যত্নশূন্য হইবে। কিন্তু আমি তোমাকে
সম্পূর্ণ এক উপদেশ করি তাহাই করহ। তোমার
অন্তঃকরণে যদি সর্বদা মহিষী উদয়পায় তবে তাহা
কেই সর্বদা ভাব। কেননা চিত্ত যে বিষয়ে পতিত হয়
তাহাতে প্রতিপক্ষে এক পদার্থ ভাবিলে তাহার পরি-
ণাম দ্বারা চিত্ত একত্বপাইয়া শাস্ত্র ও তত্ত্বার্থ ধারণাতে
যোগ্য হয় আর যদি একপ না করে তবে হয় না। যেমত
গো শূদ্রে শর্যপ একক্ষণ মাত্র স্থির হয় না, সেইরূপ বিষয়
চিত্ত শিষ্যের চিত্তে গুরুর উপদেশ একক্ষণ মাত্র স্থির হয়
না শিষ্য গুরুহইতে এই রূপ উপদেশপ্রাপ্ত হইয়া তদবধি
সর্বদা গমন ও ভোজন ও শয়ন ও স্নানাদি কালীন ঐ
মহিষীর প্রতি চিন্তা করিতে লাগিল যেমন সতী যুবতী
পত্নীর প্রবাসস্থ পতির প্রতি ভাবনা তাহার ন্যায়। এই

প্রকারি বহু দিবসাবধি চিন্তা করিলে এক দিবস কুটীর
 মধ্যস্থিত ঐ শিষ্যকে ঐ অধ্যাপক ভোজনার্থ আহ্বান
 করিলে শিষ্য উত্তর করিলেন যে আমি এই কুটীর হইতে
 কিরূপে নির্গত হইব কার্য্য আমার দুই শৃঙ্গ কুটীরে বদ্ধ
 হইবে ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ অধ্যাপক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া
 কহিলেন যে হে শিষ্য তুমি আইসহ । মনুষ্য কি কদাচ
 শৃঙ্গযুক্ত হয় তুমি শৃঙ্গী নও । অতএব শাস্ত্রে মনুষ্যশৃঙ্গ,
 গগনপদ্ম, বক্ষ্যাপুঞ্জ ইত্যাদি পদার্থকে মিথ্যা কহিয়াছেন ।
 মিথ্যা পদার্থ তাহাকে কহা যায় যে যে২ পদ সে সকল
 অর্থ যুক্ত হয় না যেমন গবাদি পদ গল কম্বলাদি যুক্তকে
 বুঝায় তাহা গবাদিতে আছে । কিন্তু মনুষ্য শৃঙ্গাদি পদ
 আপাতত বোধ হয় যে ইহর কিছু অর্থ আছে যথার্থত
 মনুষ্যতে শৃঙ্গ নাই । এবং আকাশাদিতে পদ্মাদি নাই
 অতএব দর্শন করহ ভাবনার শক্তি এই প্রকার যে মিথ্যা
 পদার্থকে সত্য বোধ করিয়া দেয় । অতএব শাস্ত্র কথিত
 যে সকল পদার্থ তাহা ভাবনা দ্বারানিদ্ধ হয় ইহাতে কি
 আশ্চর্য্য অদ্যাবধি শাস্ত্র এইরূপ চিন্তা করহ যে শাস্ত্রার্থকে
 সাক্ষাৎকার করিবে । অতএব শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে
 যাদৃশী ভাবনাময় সিদ্ধির্ভবতিতাদৃশী । এইরূপে মহিষী
 চিন্তারনায়কর্ণপ্রভৃতি ধনুর্বিদ্যাশাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা বিদ্যা
 উপার্জন করিয়াছেন । অতএব তোমাদিগের প্রতি কহি
 তেছি যে সকলে বিদ্যা বিষয়ে সর্বদা চিন্তা করহ অবশ্য
 বিদ্যা হইবে ।

মেধাযুক্ত মনুষ্যের কথন ।

যে মনুষ্য অন/কতৃক কথিত বাক্য একবার শুবণ মাত্র গৃহণ করিতে সমর্থ হইলেন এবং যে বৃত্তান্ত একবার শুবণ করেন তাহা কদাচ বিস্মৃত হইলেননা এইকপ ধারণাবত্তী বুদ্ধি যুক্ত ব্যক্তিকে মেধাবী জ্ঞানিবে ইহার উদাহরণ । গৌড় দেশে নিবাসি শ্রীহর্ষ নামক এক পণ্ডিত নলরাজার চরিত্র যুত এক গুহু রচনা করিয়া চিত্তে আলোচনা করিলেন যে সুললিত ও উত্তম রস ও গুণানন্সাদি সমন্বিত কাব্য কবি দিগের প্রশংসার্থ উক্ত গুণহীন হইলে কেবল উপহাসার্থ হয় যেমন অগ্নিতে স্বর্ণ পরীক্ষা এই প্রকার সভাতে পণ্ডিত কপ বহিতে কাব্যরূপ স্বর্ণের পরীক্ষা কর্তব্য তাহাতে উত্তীর্ণ হইলে কাব্য কর্তার পরিপূর্ণ সার্থক নহুৎ কেবল শুনমাত্র ইহা বিবেচনা করিয়া বহু পণ্ডিত সমাগমস্থান বারানসীতে গমন পূর্বক সর্ব পণ্ডিতের মধ্যে উত্তম সংসার সুখাভিলাষ রহিত সতত বুদ্ধিনিষ্ঠ তপস্যাদিরত কক্কোক নামক পণ্ডিত সমীপে শ্রীহর্ষ স্বীয়াভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গুহু সন্দর্শনকরাইতে সম্মত না পাইয়া ঐ কক্কোক পণ্ডিত যে সময়ে গঙ্গামানার্থ গমন করেন ঐ সময়ে পথিমধ্যে শ্রীহর্ষ স্বীয় কৃত কাব্য প্রতিদিবস শুবণ করান কিন্তু এক দিবসেও তিনি কোন উত্তর দেননা তাহাতে শ্রীহর্ষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া ঐ পণ্ডিতকে কহিলেন যে হে পণ্ডিতবর মহাশয় সমীপে আনিদূর দেশ হইতে বহু অর্থ ব্যয় ও বহুক্লেশ পাইয়া আগমন করিয়া বহুদিবসাবধি পথি গমনা গমন

সময়ে কাব্য শ্রবণ করাইতেছি কিন্তু মহাশয় আমার আ-
 কাঙ্ক্ষা পূরণদূরে থাকুক এতদ্বিষয়ে নিন্দা কি প্রশংসা
 কিছুই কর না অতএব আমি বোধ করি যে মহাশয় এই
 বিষয়ে কণাপণ ও করেন না ইহা শ্রবণ করিয়া কক্কোক
 পাপ্তিত কহিলেন যে শুন আমি তোমার কৃত কাব্যের এক
 দেশ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়াছি ইহাতে যে তোমার
 কাব্যের উত্তমতা কি অগকৃষ্ণতা কিরূপে বিবেচনা করি
 দেখ সমুদ্র মধ্যে বহু২ রত্ন আছে এবং নানা প্রকার জন্তু
 ও বাড়বাগ্নি প্রভৃতি বহু বিধ দ্রব্য আছে সেসকল কি সমু-
 দ্রকূলদর্শনেতে দৃষ্ট হইতেপারে অতএব তোমার কাব্য
 সকল শ্রবণ করি, পরে সদসদ বিবেচনা করিব। এবং
 যদিও তুমি ইহা বোধ করহ, শ্রবণ করি না তন্নিমিত্ত তুমি
 যতশ্লোক আমাকে শ্রবণ করাইয়াছ তাহা পাঠকরি শ্রবণ
 করহ, এই বাক্য শুনিয়া ঐ শ্রীহর্য কতক কথিত সকল
 শ্লোক কক্কোক পাপ্তিত পাঠ করিলে শ্রীহর্য অত্যশ্চর্য্য
 জ্ঞানকরিয়া ঐ পাপ্তিতকে অত্যন্ত মান্য করিলেন, এবং
 পরমাচ্ছাদে কক্কোক পাপ্তিতের চরণ গৃহণ পূর্ব্বক পুণতি
 ও স্তুতি করিয়া কহিলেন যে হে মহাশয় আমি তোমার
 মেধামহত্ত্ব অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম। তদনন্তর কক্কোক
 পাপ্তিত ঐ কাব্য সমস্ত শ্রবণ করিয়া কাব্যের পুশংসা ও
 দোষের পরিহার ও বিশেষ২ অর্থ কথনে শ্রীহর্যে হর্যযুক্ত
 করিয়া গৃহ গমনার্থ অনুমতি দিলেন। শাস্ত্রে কহিয়াছেন
 যে গুণিব্যক্তি দোষ গৃহণ করেন না কেবল গুণই গৃহণ করেন

তাহার দৃষ্টান্ত ভ্রমর যেমন কণ্টক যুক্ত যে পুষ্প তাহার
মধু গৃহণে অসমর্থ হইয়া গন্ধ গৃহণ করে, এবং হংস
বিশেষ জল মণ্ডোদুখ গৃহণ করে, হে বালকেরা তোমারা
সতত শাস্ত্র চিন্তা করহ যে তাহাতেই মেধাবুদ্ধি হইবে।

মনোযোগ দ্বারা কার্যাসিদ্ধি।

মনুষ্যদিগের সকল কার্যে মনঃসংযোগ করা অবশ্য
কর্তব্য। বিশেষতঃ বিদ্যাবিষয়ে বালকদিগের সতত
মনোযোগ করা, যেহেতু চিত্ত নিরন্তর চঞ্চল নানাবিষয়ে
গমন করে কিন্তু ঐ মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে কোন বিষয়
বোধ হয় না। অতএব উচিত যে মনঃসংযোগ দৃঢ়রূপে
করিতে হয়, আরো দেখ কারণ ব্যতিরেকে কদাচ কার্যের
উৎপত্তি হয় না যেমন কারণ সমূহ থাকিলেও এক কারণ
ভাবে বস্তু হয় না, সেই প্রকার জ্ঞানের প্রতি প্রধান কারণ
যে মনঃসংযোগ তদ্ব্যতিরেকে কদাচ কিছুই হইতে পারে
না। অতএব শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে পুথমতঃ চিত্তকে এক
বিষয়ে রাখিবে, তদ্বারা চিত্তের নৈমল্য হয় পরে জ্ঞানো
দয় হয়। যেমন দর্পণ দ্বারা মুখ পুতিবিশ্ব দেখা সম্ভাব সিদ্ধ,
কিন্তু মলীন হইলে দেখা যায় না পুনর্বার দর্পণ মল নাশক
দ্রব্য দ্বারা মাজ্জন করিলে উত্তমরূপে দৃষ্ট হয়। আরো
দেখ উত্তম দূর দৃষ্টীয়ুক্ত পুরুষের সংমুখে যদি বৃহৎ বস্তু
থাকে কিন্তু তদন্ততে সেই ব্যক্তির যদি বিলক্ষণ মনঃসংযোগ
না থাকে তবে ঐ ব্যক্তির উত্তম দৃষ্টি হইলেও ঐ বৃহৎ
বস্তু দেখিতে পায় না এবং অন্য২ লেহ্যাদি বিষয়ে এই

প্রকার বোধাদি হয় না । ইহার এক উদাহরণ সুনমু ররব বংশী প্রভৃতির শব্দে মগ্ন যে মগ্ন তাহার সন্মুখস্থিত ব্যাধকে দর্শন ও তদ্বিন্দুকারাদি শ্রবণ হয় না ।

এবং মনঃসংযোগ দ্বারা সকল বিষয় প্রকাশ পাইলেও মনুষ্যদিগের কর্তব্য যে উত্তম বিষয়ে মনঃসংযোগ করা কিম্বা বিদ্যা হইতে আর উত্তম বিষয় নাই বিদ্যার উত্তমতা পূর্বে উক্ত হইয়াছে আর বহু গুলে বিস্তৃত আছে অতএব বিদ্যাপাঠন বিষয়ে সতত মনঃসংযোগ করহ কারণ তদ্বারা যথার্থ তাৎপর্য্য বোধ হইলে অদৃষ্ট পদার্থ দেখিতে পাইবে অন্যত্বে দৃষ্ট পদার্থের কি কহিব । দেখ দৃষ্ট পদার্থ প্রায় মুচেরা ও দেখিতে পায় । আর পাঠকালীন তদ্বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলে অতি শীঘ্র অভ্যাস ও চিরকাল স্বরণ হয় । তদ্ব্যতিরেকে বহুতর প্রয়াস করিলে অভ্যাস যদিও হয় তথাপি স্মরণ থাকে না । ইহার উদাহরণ এক বিষয়ে মনঃসংযোগ আছে যেজনের তাহার নাম গৃহণ পূর্ব্বক কেহ সম্বোধন করিলে প্রায় শুনিতে পায় না যদি পি শ্রবণগোচর হয় তবে বিশেষরূপে বোধ হয় না যে আনাকে সম্বোধন করিতেছে ।

বিদ্যাভ্যাস ও অন্যত্বে বুদ্ধিসাধ্য কর্ম্ম করণের এমন স্থান যে স্থানে মনোহারক দ্রব্যাদি ও সুগন্ধি ও শুশোভন মৌকুন্ডার্য্যাদি সুভোগ্য সামগ্ৰী ও উত্তমা স্ত্রী ও প্রবন্ধাদি না থাকে । শ্রবণ ঘ্রাণ চক্ষুঃ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু যে

স্থানে থাকে সেই স্থানে বুদ্ধিসাধ্য কৰ্ম কৰ্তব্য নহে । কারণ আশু মনোহরণ যোগ্য বস্তুতে মনঃপতন হইলে সেইবিষয় হইতে পতন হয় ॥

আর বিদ্যার্থী ব্যক্তির প্রতি এক উপদেশ কহি যে তাঁহারা অতিশয় প্রবল কাম ক্রোধ মোহ মোহ মদমাশ্চর্য্য ভয় ক্ষোভ দুঃখাদির পরিত্যাগ করিবেন । যদি পরিত্যাগ না কর তবে শীঘ্র প্রবৃত্তিজনক উক্ত কামাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণ বলক্রমে চিত্তকে হরণ করিবে । তাহাতে চিত্ত হত হইলে অনিবার্য্য চিত্তকে কদাচ কেহ কোন বিষয়ে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিবেনা । তাহাতে বিপরীতচার সহকারে সকল সুপদার্থ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক অযথার্থ ঘটিবে পরে পরম পীড়া দায়ক পদার্থ আশু আত্মদজনক পদার্থে নিবেশ দ্বারা সতত সৰ্ব্বকালে সকলজন সমীপে অসুখ প্রাপ্ত হইবে । কিন্তু ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত কাম ক্রোধাদির প্রাবল্য সংস্কারা যথার্থ পদার্থ জানিলে সকলার্থ তন্নিকটে উপস্থিত হয় যেমন বিষ সংযুক্ত কুপিত সর্পনুখে বালক বালকতা পুয়ুক্ত আত্মদার্থ অঙ্গুলি প্রদান করতঃ পরম ক্লেশ পায় কিন্তু সর্পের যথার্থ বোধ হইলে কদাচ অঙ্গুলি প্রদান না করিয়া জীবন রক্ষা করে । অতএব সৰ্ব্বদা সকল সদ্বিষয়ে মনঃসংযোগ করহ তাহাতে মঙ্গল হইবে ॥

বুদ্ধিবুদ্ধির প্রতি পঞ্চপ্রকার উপায় ।

বুদ্ধি বর্দ্ধক পঞ্চ প্রকার উপায় এইঃ পুথন স্বভাব সিদ্ধ সংস্কার । দ্বিতীয় অধ্যয়ন । তৃতীয় উপদেশ । চতুর্থ আলোচনা । পঞ্চম চিন্তন । ইহার মধ্যে প্রথম উপায় যে সংস্কার তাহার নির্গম । সংস্কার অদৃষ্ট পদার্থ কিন্তু স্বভাব সিদ্ধ অর্থাৎ অন্যত উপদেশাদি কারণ ব্যতিরেকে দুক ও গুণ প্রভৃতি সকল পদার্থ সকল ব্যক্তির বুদ্ধিতে প্রকাশ পায় । ইহার উদাহারণ বালকদিগের কিছুই বিশেষ বোধ থাকে না যে অগ্নির দাহিকা শক্তি ও জলের শীতলত্ব ইত্যাদি কিন্তু স্বভাব সিদ্ধ সংস্কার দ্বারা তত্ত্ব শক্তি প্রকাশ পায় । যেনন সূর্য্য উদয় মাত্রে ও বর্ত্তিকাতে আলোক যোগ মাত্রে স্বভাব সিদ্ধ সংস্কার দ্বারা তমো বিনাশ পূর্ব্বক প্রকাশ হয় ॥

দ্বিতীয় অধ্যয়ন । ইহার দ্বারা গুহ্যকর্ত্তার রীতি ও যুক্তি ও ভাবাদি পাওয়া যায় । দেখ অধ্যয়নে নিপুণ হইলে পূর্ব্বঃ গুহ্যকর্ত্তাদিগের সংস্কার ও গুহ্যের তাৎপর্য্যার্থ ও কালত্রয় ও তদ্রূপ পদার্থ ও নানাগুণ ও নানা রস ইত্যাদি বুদ্ধিতে প্রকাশ পায় এবং অর্থ ও মান ও সুখ ও পরম সুখ ও দৃশ্য অদৃশ্য পদার্থ সাক্ষাৎ কারকরা পরম জ্ঞান ও বিজ্ঞানাদি সকলি লাভ হয় । এবং পুনঃ গুহ্য দর্শন ও চিন্তন ও দোষ গুণ বিবেচনাইত্যাদি হয় । আর নির্জনস্থ হইলে কিংবা দুঃখ সময়ে পাঠ করিলে দুঃখাদি দূরীকরণ পূর্ব্বক পরমাত্মা প্ৰাপ্ত হয় ॥

তৃতীয় উপদেশ । গুরুগৃহ মধ্যে কিংবা বহিঃস্থানে শিষ্যদিগের পুতি যে গুহের তাৎপর্যাদি বলেন তাহার নাম উপদেশ এই উপদেশ পাঠ হইতে উত্তম, আর ইহাতে অধিক লভ্য হয় । তাহা এই২ কল যন্ত্র পুত্তি বোধকে বল পাঠদ্বারা হয় না কিন্তু উপদেশ দ্বারা নির্মানে পারগ হয় আর কঠিন ভাবার্থ বোধ ও সন্দেহ ভঞ্জন হয় । এবং যাহা অতি উপকারক, অবশ্য কর্তব্য তাহা শিষ্যদিগের পুতি কহিলে তাহার। বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারে । আর উচ্চারণ স্বর ও বাঞ্ছনাদি ভেদ উপদেশ দ্বারা বোধ গম্য হয়, তাহা পাঠদ্বারা হইতে পারে না ॥

চতুর্থ আলোচনা । পরস্পর শাস্ত্রাদি বিষয়ে যে কথোপকথন তাহার নাম আলোচনা । ইহারদ্বারা উত্তমরূপে বুদ্ধি বৃদ্ধি হইতে পারে । পরস্পর কথোপকথনে তাহার যেমন ভাবার্থ জানা যায় এবং বিস্মৃত হইলে জিজ্ঞাসাতে পুনঃ স্মরণ হইতে পারে আর তাহার মনোগত জানিতে পারা যায় কিন্তু পাঠদ্বারা এই সকল হয় না । গুহে কোন সন্দেহ কিংবা দুসাহ্য বোধ হইলে কথোপকথনদ্বারা উদ্ধার হয় কিন্তু পুস্তকদ্বারা হয় না কারণ পুস্তকের বাক্য পুয়োগ শক্তি নাই । আরো অন্য২ মনুষ্যের রীতি ও বস্তুপুত্তি পরস্পর কথোপকথনজন্য সংস্কারদ্বারা বোধ হয় না । যেমন যোগীচরকাল যোগ করিলেও তত্ত্বপায় না কিন্তু আলোচনাতে দ্বারায় পায় ॥

পঞ্চম চিন্তন । উক্ত পুকার চতুষ্টয়াস্তর্গত সকল তাৎপর্যার্থ চিন্তে যে দৃঢ়তর স্থাপন তাহার নাম চিন্তন । এই চিন্তনদ্বারা উপদেশাদি হইতে প্রাপ্ত যে পদার্থ তাহার সতত স্থাপনহেতু সকল নিকৃষ্টার্থ ও দোষ গুণ ইত্যাদি প্রকাশিত ও জ্ঞানের দূঢ় ও বৃদ্ধি হয় ! আর সকলপদার্থের সাক্ষাৎ ইয় এবং যে পদার্থ চিন্তাকরা যায় সেই পদার্থের অভ্যাস হেতু বোধ হয় যে ইনি আমার কিছু তাহা না করিলে কদাচ আয়ত্ত হয় না তাহাতে বোধ হয় যে আমার নহে ॥

উক্ত এই পঞ্চ পুকার উপায়ে উচিত হয় যে নিরন্তর স্থিতি করে । কেননা এই উপায় পঞ্চক ব্যতিরেকে কদাচ বুদ্ধিবৃদ্ধি হয় না এবং বুদ্ধি ব্যতিরেকে সকল কার্য্য ও সকল লসাধু সমীপে সতত নিন্দনীয় হয় । আর পরাধীন এবং উপহাসের পাত্র হইতে হয়, তাহাতে নানাক্রোশে নগ্ন হইতে হয় । আর সর্বশাস্ত্রে ও সর্বলোকে সদা কথিত আছে যে বুদ্ধিহীনজন শূকরাদির সমান ইত্যাদি । অতএব এই পঞ্চোপায়ে সততরত হইলে সদা সুখী হয় ।

পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যা দি লাভ ॥

বিদ্যা বিষয়ে ও অন্য যে উদ্যোগ তাহাকেই লোক পরিশ্রম কহে বাল্যাবস্থা ও যৌবনাবস্থায় মনুষ্য সকল সতত সকলবিষয়ে অবশ্য পরিশ্রম করিবে যেহেতু পরিশ্রমেতে বিদ্যা ও ধন ও মান্যতা ও সুখাদি হয় পরিশ্রম ব্যতিরেকে ইহার কিছুই হয় না অদৃষ্ট দ্বারা যে সুখাদি হয়

সেকাপুরুষের কথামাত্র । যদ্যপি চেষ্টা করিলে কার্য্য সিদ্ধ না হয় তাহাতে হানি নাই । ইহার দৃষ্টান্ত কুস্তকার এক মৃত্তিকাপিণ্ডে ঘট ও স্থান্যাদি যাহা২ চেষ্টা করে তাহা২ নির্মাণ করিতেছে এবং দেখ নানাবিধ দ্রব্য সংমুখে আছে বটে কিন্তু ভোজনার্থী ব্যক্তির মুখে কি অদৃষ্ট অন্নাদি প্রদান করে উদ্যোগব্যতিরেকে সেই দ্রব্যভক্ষণ করিতে পারেনা । এবং আরো দেখ বনমধ্যে মুখব্যাধান করিয়া নিদ্রাপ্রাপ্ত যে সিংহ তাহার মুখমধ্যে মৃগাদি কি আপ নারা প্রবেশ করে । অতএব বাল্যাবস্থায় বিদ্যা বিষয়ে অত্যন্ত চেষ্টা করিবে যদ্যপি বাল্যাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস না করে তবে বৃদ্ধাবস্থায় কি অভ্যাস করিতে পারে তৎকালে ইন্দ্রিয়সকল শিথিল হয় সুতরাং অভ্যাসে অত্যন্ত ক্লেশ জন্মে অভ্যাস করিলেও স্মরণ থাকে না । এবং যৌবনাবস্থায় সমস্ত সকল বিষয়ে চেষ্টা করিবে ইহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে । আরো কহিয়াছেন যে চেষ্টাব্যতিরেকে কদাচ কার্য্যাসিদ্ধ হয় না দেখ যেনন বীজ ও বর্ষাদিকাল সহযোগে কৰ্ষণ ব্যতিরিক্ত ক্ষেত্র কি ফলপ্রদ হয়, কদাচ হয় না ইহার উদাহরণ ॥

অবন্তিকা নগর নিবাসি রাজকুলোদ্ভব মহাবলপরাক্রান্ত সপ্তদ্বীপাধিপতি বহু২ রত্ন ও অসীমধনসম্যুক্ত কমলাপতি নামক একব্যক্তি তাহার ধরনীধর নামক এক পুত্র সতত সকল বিষয়ে চেষ্টারহিত পরিপ্ৰমকরণে অসমর্থ কিছু

কালপরে তৎপিতা কমলাপতির মৃত্যু হইলে ঐধরনীধর কেবল অমাত্যসহ মিথ্যাকল্পিতকথায় কালযাপন করে কিন্তু কোন বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম করে না তদনন্তর ঐ ধরনীধরের পিতৃমন্ত্রী ও অমাত্য ও অন্য২ ভৃত্যাদি সকলেই ধরনীধরের এতাদৃশী রীতি সন্দর্শন হেতুক বিরক্ত হইয়া কার্য্যপরিচ্যাগ পূর্ব্বক আপন২ গৃহে পুস্থান করিলে কএকব্যক্তি ধূর্ত ও প্রভুবঞ্চক মন্ত্রী প্রভৃতির কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে অসংখ্য ধন ও রত্নাদিযুক্ত কোষ প্রায় শূন্য করিল এবং তৎকালে সতত চেষ্টাশীল পরিশ্রমশালি ও নানাশাস্ত্রে পারদর্শি এক দারিদ্রব্যক্তি স্বীয়পরিশ্রমদ্বারা ঐ ধরনীধরের সৈন্যসহ সংপ্রীতি হেতুক ক্রমে২ ধরনীধরের রাজ্য প্রায়হস্তস্থ করাতে ও ধরনীধর স্বীয়সৈন্যের পুতি অনুমতি পুদানে অত্যন্তপরিশ্রম জ্ঞানকরিয়া উপেক্ষা করিলেন পরে ঐদরিদ্রের বশীভূত হইয়া অতিশয় ক্লেশে কালযাপন করিতে লাগিলেন । অতএব ওহে বালকেরা তোমরা সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে পরিশ্রম করহ । দেখ যিনি এই জগতের কর্ত্তা তাঁহারো চেষ্টা দ্বারা সৃজন হয় । আর তিনি চেষ্টাহীন হইলে দ্বিজগৎ লয়পায় । আরো দেখ রাবণ প্রভৃতি ধনহীন মূনির সন্তান হইয়াও স্বীয়২ পরিশ্রমদ্বারা সকল রাজ্যাধিপ হইয়া কিঞ্চিৎ সুখভোগ করিয়াছেন ॥

অলস যুক্তের বিবরণ ।

সকল কার্য বিষয়ক যে উদ্যোগ তাহার কারণের নাম উৎসাহ ইহারহিত যেব্যক্তি তাহাকে অলসযুক্ত বলিয়া ছেন । ইহার উদাহরণ মিথিলা নাম নগরীতে অতিদান শীল ও দয়ালু ও অনাথপালক বীরেশ্বর নামক এক রাজ মন্ত্রী তিনি বিশেষরূপে অলসযুক্ত ব্যক্তিদিগের পুতি পুতিদিন অন্ন বস্ত্রাদি পুদান করেন যেহেতু অলসযুক্ত ব্যক্তিরা সম্রাট ক্রোধেতে অত্যন্তপীড়িত ও সকলকার্যে অক্ষম ও দুর্গতিযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে পুদান । কেহ অলসযুক্তব্যক্তিকে পরম সুখী কহেন যেহেতু অলসযুক্তজনের কোভ ও আকাঙ্ক্ষা নাই তাহার কেবল ক্রোধেতু নিদ্রাচ্ছন্ন্যে সুখ তাহা হয় না । তদনন্তর লোভাকুণ্ঠচিত্ত অনেক কৃত্রিম অলসযুক্তজনের সুখশ্রবণ করিয়া কৃত্রিম অলসান্বিত হইয়া অলসযুক্ত জনসহ বাস করে যেহেতু সজাতীয় সহ বাস সকলের সুখদায়ক ও সজাতীয়সুখ সন্দর্শনে সেস্থানে গমনে সতত নতি হয় পরে ঐ বঞ্চকের কৃত্রিম আলস্য পুকাশ পূর্বক সেস্থানে পরমসুখে কাল যাপন করে । তদনন্তর ঐ মন্ত্রী কতক নিযুক্তব্যক্তির বিবেচনা করিলে বোধ হইল যে আশাদিগের পরস্পর অবধান গুন্যতা প্রযুক্ত অনেক দ্রব্যব্যয় হইতেছে ইহ আশাদিগের গর্হিত কারণ আশাদিগের স্বামীর এই অভিলাষ যে যথার্থ অলসযুক্ত জনদিগের অত্যন্ত

ক্লেশ অতএব তাহারদিগকে দান করিবেন তদ্ভিন্ন
কৃত্রিম অলসযুক্তজনকে অন্নাদি দান সম্মত নয় অত
এব আশাদিগের উচিত যে এতদ্বিষয়ে পরীক্ষা কর্তব্য
এবং এই লোকেরা পরস্পর মন্ত্রণা করিল যে এই গৃহে অগ্নি
পুদান করা কর্তব্য তদনন্তর এই গৃহে অগ্নিপুদান করিয়া
তন্নিরূপে অবস্থিতি করত দর্শন করিল যে অগ্নি অত্যন্ত
পুজ্বলিত হইল পরে কৃত্রিম জনগণ অগ্নিপুজ্বলিত দেখিয়া
ও উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া সকলে পলায়ন পরায়ণ হইলেন এই
শয়নাগারে পুস্প পুস্ত অলসযুক্ত জনেরা পরস্পর স্বীয়
বস্ত্র গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কহি
তেছে যে ও হে অত্যন্ত কলরব কি নিমিত্ত হইতেছে। দ্বিতী
য় জন উত্তর প্রদান করিল আমার এই বোধ হয় যে এই
গৃহদাহ হইতেছে। পরে তৃতীয় ব্যক্তি কহিতেছে যে
এস্থানে এমন কোন জন ধান্মিক নাই যে অগ্নির উত্তাপ
নিবারণার্থ আদু বস্ত্র কিংবা আদু শয্যা দ্বারা আমা
দিগের শরীর আচ্ছাদিত করে। পরে চতুর্থ ব্যক্তি ইহা
শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল যে আঃ তোমারা
। কি বাচাল জগৎকর্তা কি তোমারদিগের মৌনী হইতে
। দেননাই আর মুখে বেদনা ও হয় না। তদনন্তর তৎপ্রতি
। পালনার্থ নিযুক্ত পুরুষেরা অতি যত্ন পুষ্কক ক্লেশ না হয়
এতদ্রূপে অলসযুক্ত জন চতুষ্টয়কে এই গৃহ হইতে নিঃসারণ
করিয়া পরস্পর চিন্তা পুষ্কক এক শ্লোক পাঠ করিল।

তাহার অর্থ যেমন রমণীগণের পতি গতি এবং বালকাদি
গের জননী তদ্রূপ অলসযুক্তজন দিগের দয়ালুই গতি
তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য গতি নাই। পারে ঐ নিযুক্তজনেরা
শুদ্ধা পূৰ্ব্বক উত্তম২ দ্রব্য প্রদান করিতে লাগিল। অত
এব হে বালকেরা যদি তোমারা অলসের বশীভূত হইয়া
অনর্থক কালযাপন করহ তবে ইহার পারে এই দূতর অল
সের সংস্কার দ্বারা কার্য্য নাহে অক্ষম হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ
ভাগী হইবে। এবং অলসের এই ধৰ্ম্ম যে মনুষ্যদিগের
অন্তরে জলের ন্যায় প্রবেশ পূৰ্ব্বক চিত্তের উদ্ভোমন্তম সং
স্কার সকলকে ক্রমে২ নষ্ট করে। যেমন অতি মৃদুগতিজল
নদীর কুলকে ক্রমে২ মৃত্তিকা খনন দ্বারা ভঞ্জন করে। অপর
কালবশত গতিরোধজন্য জলদুর্গস্কাদি হেতু বহুতর বাষ্প
দ্বারা লোক সমুহের পুণ্যবিয়োগ হয় সেই পুকার অলস
যুক্তজনেরা অলসদ্বারা সকল পুৰ্ব্বি বিঘ্নে নিবৃত্ত হইয়া
বাহ্যেন্দ্রিয় গৃহ্য সকল সুখ বিনষ্ট করে। এবং অলস
দ্বারা মনুষ্যের অতুল্য অমূল্য যে ধৰ্ম্ম তাহারও মূলোৎপা
টন হয়। আর অশেষক্লেশ ও মনঃপীড়া ও মান হানি ও কু
কৰ্ম্মে মতি ইত্যাদি দুর্গতি মনুষ্যের হয়। এবং মিথ্যা কথা
কথনে অতিশয় রত হয়। ইহার পুথন পুমাণ অলসযুক্ত
জনকে যদি কোন জন সমীপে কোন কার্য্যার্থ নিয়োজন
কর তবে সেই জন সৰ্ব্বজ্ঞের ন্যায় কহে যে আমি তন্নিকটে
গমন করিয়া দেখিলাম যে তিনি গৃহে নাই। দ্বিতীয়।

সকল কার্যে অযোগ্য অথচ সতত সুখাভিলাষী! তৃতীয়।
সর্বদা পরাধীন কারণ স্বীয় সন্নিধানে সামগ্ৰী থাকিলে ও
অন্যের সহকারিতা ব্যতিরিক্ত তত্তদুপা পূর্ণ হয় না।
অতএব এতাদৃশ দুর্ভাগ্যাদি দায়ক অনসকে ভরায় বিষের
ন্যায় পরিত্যাগ করা মনুষ্যদিগের অবশ্য কর্তব্য।

দুঃসাধ্য সাধনে পুরুষার্থ॥

কোন কর্ম যদি অত্যন্ত ক্লেশজনক হয় তবে সেই কর্ম
দুঃসাধ্যবোধ করিয়া পরিত্যাগ করিবে না বরং তৎপর
হইয়া বহু যত্ন দ্বারা তৎকর্ম নির্যাস করিবে কারণ দুঃসাধ্য
সাধনই পুরুষার্থ, সুসাধ্য সাধন কাপুরুষ হইতে ও হয়।
ইহার বিবরণ সাগর কুলস্থ এক গুল্ম বৃক্ষোপরি জটায়ু
পুথান কতক গুলি পক্ষী বহুকালাবধি থাকে ইতিমধ্যে
একদিবস ঐ পক্ষিসকল আপানতঃ শাবকগণকে স্বীয় বাস
স্থানে রাখিয়া তাহারদিগের আহারার্থ বহুতরদূরদেশে
ইতস্ততো ভ্রমণ করতঃ ক্ষুধাতে অত্যন্ত पीড়া মান তথাপি
স্বাদরপূরণ না করিয়া স্বীয় শাবকগণের উদরপূরণার্থে
বহুতর তপ্পুলকণা চঞ্চু দ্বারা পারণ পূর্বক অতিশয় বেগে
উড়িয়া সাগরতীরে উপস্থিত হইল। পরে উপরিভাগে
দৃষ্টিপাতে স্বীয় শাবক ও নীড় ও অণ্ডাদি দেখিতে না
পাইয়া বিস্ময় ও শোকাদি হেতু অত্যন্ত पीড়াতে আকাশ
মণ্ডলে মগ্নীকৃত হইয়া কলত ধ্বনিতে বিলাপ করিতে
লাগিল, তাহাতে জটায়ু কহিলেন যে আপদকালে ধৈর্য।

বলম্বনে উপায় চিন্তা কর্তব্য কিন্তু বিশ্বাস ও বিবাদ ও ভয় ও শোক কর্তব্য নহে । যেহেতু শোকেতে মনের বৃত্তি পুঙ্খাকে নষ্ট করে । যেমন সমুদ্রে পুচপুতরবায়ু দ্বারা যান সমূহের নাশ হয় অতএব তোমরা সকলে শোকসাগরে নম্রহইয়া সকল কাষ্যের হানি করিওনা স্বস্থচিন্তকে ধৈর্য্য পক্ষ তাকট করিয়া সুস্থির করহ । চিত্ত বৈক্রম্য অকর্তব্য যেহেতু বৈক্রম্য ক্রীব্যক্তির অনুস্মরণীয় । এবং বিশ্ব নানাপুকার বিবেচনা করতঃ পক্ষিসমূহ নিজ্জনস্থানে বসিয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিল যে আবাদিগের নীড় ও অণ্ড ও শাবক সকলকে কোন জন নষ্ট করিল । বায়ুযোগে কিংবা মনুষ্য দ্বারা নষ্ট হয় নাই তাহা হইলে অবশ্য পক্ষ কিংবা ডিম্বাদির কিঞ্চিৎ চিহ্ন থাকিত । অতএব এই অনুমান হয় যে মহোদরসাগর স্বীয় কল্লোলদ্বারা ডিম্বাদি স্বেদরে পুরণ করিয়াছে । হায় লোকে কহে যে বড়র বড় পেট অপরিমিত মহতঃ মীন ও মকর ও কুন্ডীর ও কচ্ছপ ও তিমিচ্ছিল ও তিমি ও শিশুমার ও শকর ও রাঘবাদিতে ও উদরপুরণ হয় না । আমরা সতত পুতিবাসি আশ্রিত আবাদিগের পুতি ইহার উচিত এই যে স্বীয় ক্লেশদ্বারা শত্রুসমূহ ইহাতে রক্ষা করা তাহা দূরে থাকুক স্বয়ং ইহা রক হইল । আমরা ইহাকে জ্ঞান করিয়াছিলাম যে ইনি মহত সজ্ঞদা আবাদিগের রক্ষা করিবেন । আর মহতের এই ধর্ম্ম যে পরিপুতিপালক আশ্রিত সুখদায়ক এবং ইহা

আমরা অনিষ্টমাত্র কিছুই করিনাই দূরহইতে আহারীয়
 দুব্য আনায়েন করি কেবল জল মাত্র পান করি। আর
 ইহাতে আমাদিগের অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল কিন্তু সে বিশ্বাস
 সে সর্বনাশ হইল। অতএব নদী জাতিকে কদাচ বিশ্বাস
 করিবে না এই নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণে ফল প্রত্যক্ষ
 হইল। যদ্যপি সমুদ্র নদী পতি তথাপি নদীজাতি বটেন
 যেমন পশুপতি সিংহ তথাপি পশুজাতি কি নয়। ইহা
 শ্রবণ করিয়া অন্য এক পক্ষী কহিল যে এই প্রকার সম্ভব
 হয় না কারণ সূর্য্যবংশীয় মহারাজাধিরাজসগর হইতে
 ইহার উৎপত্তি অতএব ইনি সদংশজাত ইহার যদি কেহ
 শরণাগত হয় তবে তাহার প্রতি অত্যন্ত মনতা হয় এবং
 ধন ও প্রাণ প্রদানপূর্ব্বক পারোপকার করেন। দেখ পক্ষি
 গণ অতি মহতঃ যে বৃক্ষ ইহার শাখাদি ভগ্ন ও তদুপরি
 মলত্যাগাদি করেন তথাপি ফলাদি দ্বারা ঐ পক্ষিগণকে
 প্রতিপালন করেন। ইহা শ্রবণ করিয়া সেই পক্ষী কহিল
 যে ওহে ভাই পিতৃগুণ ও বংশগুণ কি সম্ভ্রানের হয় তাহা
 হয় না দেখ যে কিটের লাল দ্বারা পট্ট অর্থাৎ তসর ও
 গরদ প্রভৃতি হইতেছে সেই কীটহইতে প্রজাপতি হই
 তেছে কিন্তু তাহার লালহইতে কিছুই হয় না অতএব সর্ব
 জন নিজগুণে প্রকাশ পায়। এই দুরাত্মা লবণ সমুদ্র আ
 স্রাকে রত্নাকর মানিয়া গর্বে গর্ষিত হইয়া জ্ঞান শূন্যতা
 হেতুক কৰ্ত্ত্যাকৰ্ত্তব্য বিবেচনা করেন না। যাহার ঐশ্বর্য্য

শাক্তরা দর্শন করিতে পায় না এবং মিত্রদিগের ভোগের নিমিত্ত হয় না এমনতু দুষ্টের ঐশ্বর্য্য না হওয়াই ভাল যে হেতু দুষ্টের সম্পত্তি মত্ততার জন্য হয় এবং শক্তি পরণীড়নার্থ ও বিদ্যা পরের পরিভবার্থ হয় আর সাধুর ঐশ্বর্য্য দানার্থ এবং বিদ্যা জ্ঞানার্থ ও সামর্থ্য পর বিপদ পরিব্রাণার্থ হয় । অতএব সাধুর ঐশ্বর্য্য ও সামর্থ্যাদি হউক আর দুষ্টের ঐশ্বর্য্য ও সামর্থ্যাদির সমূহোৎপাটন হউক । তদনন্তর জটায়ু সকলপক্ষিগণের অনুরোধে সর্বদা স্বীয়চক্ষু দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত করতঃ সমুদ্র গর্ভ হেতু যে অত্যন্ত জনবৃদ্ধি দ্বারা তীরস্থ ব্যক্তিদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ দিতে লাভাহা নিবারণ করিলেন । অতএব অদ্যাপি সমুদ্রতীরে যেপর্য্যন্ত জনবেগ হয় তাহার অধিক উচ্ছ্বাসে উঠে না । অতএব জটায়ু অত্যন্ত দুঃসাধ্যকে সাধন করিলেন । আরো এক উদাহরণ ॥

উজ্জয়নীনগর নিবাসি অত্যন্তধনি বীরজয়নামক এক ব্যক্তি ইহার বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হয় সেইহেতু তৎকালে বিদ্যাপার্জন করিতে পারেন নাই এবং ঐ ব্যক্তির ধনরক্ষার্থ নিযুক্ত ব্যক্তিরা ঐ সকলধন নষ্ট করিল । পরে ঐ বীরজয়ের কিঞ্চিৎ বোধোদয় হইলে ঐ ধনরক্ষার্থ নিযুক্তব্যক্তিদিগের প্রতি আবেদন করণার্থ বক্তৃতা ইচ্ছা হেতু স্বীয়াজ্ঞাভঙ্গীপূর্ব্বক বক্তৃতাতে প্রবৃত্ত হইলে যেহেতু কথাতো যেহেতু প্রকার ইন্তু পাদাদি ভঙ্গ্য করিতে হয় তদ্রূপ না

হইয়া অন্য২ প্রকার হয় এবং অতি মৃদু স্বর উচ্চ ও ক্ষুণ্ণ কথনে অসমর্থ এই হেতু তাহার সমবয়স্ক ও সভ্যগণ সকলে পরিহাস করিলে ঐ বীরজয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বন মধ্যে এক গহ্বর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মস্তকের অর্দ্ধমুগুন অর্থাৎ কেশ বপন পূরক বাস করিতেন । গহ্বর মধ্যে স্থিতির কারণ এই যে কোন মনুষ্য সহসন্দর্শন ও আলাপাদি না হয় তাহা হইলে আলাপাদি দ্বারা বৃথা কাল গত হইবে । এবং মূক তর্থাৎ তোতলা ভদ্রোষ পরীহারার্থ মুখমধ্যে সর্বদা কঙ্কর রাখিয়া বাক্যপ্রয়োগ করিতেন । আর স্বরের মান্দ্য নিবারণার্থে অতুচ্চপর্দাতোপরি সর্বদা অতুচ্চ রব ও সদা উচ্চনীচ গমনাগমন করিতেন তদ্বারা শ্বাসের বহুকালাবধি স্থিতি হেতু স্বরের উচ্চতা হইল এবং বক্তৃতা সময়ে হস্তপদাদির ভঙ্গীর ব্যতিক্রম বিনাশার্থ আদর্শ অর্থাৎ আয়নাদ্বারা স্বীয় বক্তৃতা কালীন হস্ত পদাদির ব্যতিক্রমদর্শন করিয়া যথাযোগ্য ভঙ্গী শিক্ষা করিতেন আর রজ্জু দ্বারা উপরিদেশে কেশ বন্ধন করিয়া রাখিতেন যে তদ্বারা নিদ্রাভঙ্গ হইত । এবং সর্বদা শিল্প ও অন্য২ শাস্ত্র চিন্তাপূরক অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ববিদ্যা ও বক্তৃতা দিতে নিপুণতর সংস্কার হইল যে এই প্রকার বক্তা ও শিল্পাদি নানা বিদ্যায় পারগ প্রায় হয় না অতএব দেখে যে বিষয়ে দৃঢ়তা যে ব্যক্তির হয় অত্যন্ত দুঃসাধ্য কথ্য তাহাও সাধ্য হয় ॥

অপর । সূর্য্যবংশ প্রসূত শাস্ত্রদানন্ত ও নানাগুণযুক্ত
মহারাজাধিরাজ অযোধ্যাপতি দশরথসূত শ্রীরামচন্দ্র
অতিপ্রতাপান্বিত রাবণাদি বধের নিমিত্ত অতিশয় প্রবল
তর দুর্নিবার সগুদ্রমধ্যে সেতু অর্থাৎ রাস্তাবন্ধন করিলেন।
এইরূপ দুঃসাহ্য কৰ্ম্ম সাধন সমর্থ যে পুরুষ সেই উত্তম
জানিবে ॥

যে শাস্ত্র যে ব্যক্তি অধ্যয়ন করে নাই তাহার

উপদেশ অগাধ ।

যাহার যে শাস্ত্র কিঞ্চিৎও অধীত নহে সে শাস্ত্রে
তাহার উপদেশাদি গৃহ্য নহে । ইহার উদাহরণ ।

এক রাজসম্মিধানে বিপ্রাভাসনামক উত্তম এক চিকিৎ
সক থাকেন তাহার মৃত্যু হইলে পর তৎপুত্র রামকুমার ঐ
রাজসম্মিধানে ব্যাকরণ ও সাহিত্য বিদ্যাদ্বারা প্রস্তুত হই
য়াছিলেন । পরে একদিবস এক নেত্ররোগযুক্ত ব্যক্তি ঐ
রামকুমার বৈদ্যের নিকটে গমনপূৰ্ব্বক কহিল যে আমার
নেত্ররোগ হইয়াছে ইহার শাস্তির নিমিত্ত মহাশয় সমীপে
আসিয়াছি আমার অতিশয় নয়নপীড়া হইয়াছে ইহার
এমত ঔষধ দেও যে তদ্বারা শীঘ্র শাস্তি হয় । ইহা শ্রবণে
বৈদ্যরামকুমার এক পুস্তকা নয়ন করিয়া দেখিবামাত্র এক
বচনের কিঞ্চিৎ ভাগ পাইলেন তাহা এই যে নেত্ররোগে
সমুৎপন্নে কণোচ্ছিন্ন পরদেহে ইহার অর্থ নেত্রের রোগ
হইলে কর্ণদ্বয়চ্ছেদন ও পশ্চাদ্দেশে তপ্তলৌহদ্বারা দাগ

দিবে । তদনন্তর বৈদ্যরামকুমার নেত্ররোগিকে কহিলেন যে তুমি স্বীয়কর্ণদ্বয় ছেদন করহ ও পশ্চাদ্দেশে তপ্তলোহ দ্বারা দাগ দেহ । নেত্ররোগী ইহা শ্রবণে তদ্রূপ ব্যবহার করাতে এক নেত্ররোগ ছিল পরে আরো রোগদ্বয় কর্ণ ও পশ্চাদ্দেশের রোগ উৎপন্ন হইল । পরে ঐ নেত্ররোগী বৈদ্যরামকুমারসন্নিধানে গমন পূর্বক কহিল যে হে মহাশয় আমি কর্ণ ও পশ্চাদ্দেশের জ্বালায় অত্যন্ত পীড়া পা ইতেছি । তাহাতে বৈদ্য উত্তর করিলেন যে ওহে বাপু শাস্ত্রে ইহা লিখিয়াছেন তাহাতে ক্লেশ হইলেও পরে রোগ হইতে মুক্ত হইবে । পরে ঐ নেত্ররোগী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পুনর্বার কহিলে বৈদ্য উত্তর করিলেন যে নহি সুখ দুঃখে বিনা লভ্যতে দুঃখব্যতিরেকে সুখ লাভ হয় না এই প্রকার কথোপকথন কালীন এক বিজ্ঞ সেইস্থানে আগমন করিয়া দর্শন করিলেন যে ছিন্নকর্ণ ও দধ্মগুহ্য একব্যক্তি অত্যন্ত কাতর । তদনন্তর ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর করিল যে আমার এই চিকিৎসক রামকুমার নেত্র রোগনিবারণার্থ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে কর্ণছেদন ও তপ্ত লোহদ্বারা পশ্চাদ্দেশে দাগ তাহা করাতে অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে ঐ বিজ্ঞচিকিৎসক ইহা শ্রবণে রামকুমারের প্রতি কহিল যে ওরে মূর্থমনুষ্য হননে প্রবৃত্ত হইয়াছ কোন জ্ঞান নাই তুমি যে শাস্ত্র দেখিয়াছ সে অশ্বচিকিৎসাপর সে মনুষ্যপর নহে । দেশ কাল জাতি ব্যক্তি সমর্থ অসমর্থ

রান। যৌবন বান্ধক্যাদি বিশেষে ব্যবস্থা বিশেষ হয়।
কিঞ্চিৎ ব্যাকরণজ্ঞানদ্বারা যে শাস্ত্র অধীত নহে তাহার
ব্যবস্থা দেও সম্প্রতি সন্তুর্ন সমীপে সমাগমনপূর্বক চি
কিৎসাশাস্ত্রাধ্যয়ন করহ ইত্যাদি অনেক প্রকার ব্রাহ্মকুমা
রকে ভিরঙ্কার করিয়া ঐ রোগীর যথাশাস্ত্র চিকিৎসাদ্বারা
রোগশান্তি করিল। অতএব কিঞ্চিজ্জ ব্যক্তির সকল উপ
দেশ গৃহ্য নহে ॥

দুঃখর বিপরীতাচার্য উক্ত উদাহরণ ॥

মূর্খজনের ব্যবহার বিপরীত্য অতএব তাহার বিবে
চনায় কস্মাৎচরণে বিপরীতাচরণ হয়। হরিহরনামক এক
সদৈদ্য তিনি একদিবস এক মূর্খের পুত্রের পাঁড়োপনক্ষে
তদগৃহ গমনপূর্বক রোগিদর্শন করিয়া ব্যবস্থা করিলেন
যে শুষ্ঠী গোক্ষুরির পাচনদ্বারা রোগশান্তি হইবে ইহা বলিয়া
স্বীয় গৃহে গমন করিলে ঐ রোগীর পিতা মূর্খতা তেজ
গোর খুরছেদন করিয়া পাচন প্রদান করিলে ঐ বালকের
অত্যন্ত রোগ প্রবৃদ্ধ হইলে তৎপিতা সদৈদ্য হরিহরসমীপে
নিবেদন করিল যে আমার পুত্রের পাঁড়া প্রবৃদ্ধ হইয়াছে।
তদনন্তর বৈদ্য জিজ্ঞাসা করিল যে রোগ প্রবৃদ্ধির পুতি
কারণ কি কুপথ্য দিয়াছ। তাহাতে মূর্খ উত্তর করিল যে
কিছুই কুপথ্য প্রদান করি নাই। পুন বৈদ্য কহিলেন যে
পাচন কি প্রকারে দিয়াছিল। তাহাতে মূর্খের উত্তর যে

গোয়ের খুর ও শুষ্ঠী প্রভৃতি মিশ্রণ পুষ্করক পাক করিয়া
 দিয়াছি। তাহাতে বৈদ্য এক শ্লোক পাঠকরিল। তাহার
 অর্থ এই যে শুষ্ঠী ও গোক্ষুরীর পাচন মনে বিচার করিয়া
 তোমাকে যাহা কহিয়াছি তাহার বিপরীত করিয়াছ একি
 আশ্চর্য যে গোক্ষুর শব্দার্থ ভ্রমে গরুর খুর দিয়াছ অত
 এব নুর্থ নিকটে অর্থ ও সুখ ও যশ আদি কিছুই লাভ হয়
 না যেহেতু সন্ধ্যাপে সন্ধ্যা সূখ্যাত যে হরিহরনামক বৈদ্য
 আমি আমার লাভের মধ্যে গোবধমাত্র হইল। অতএব
 নুর্গের সতত বিপরীতাচরণ তমতানুসারে ব্যবহার তাহা
 বিপরীত হয় ॥

উত্তমব্যক্তির উত্তম সমীপানে সন্ধ্যাপম

কণ্ড সা ইহার উদাহরণ ॥

উত্তমব্যক্তি উত্তমসমীপে গমন করিবেন যেহেতু অধম
 মহৎসংসর্গ করিলে কেবল উপহাসার্থ হয়। ইহার বিব
 রণ এক স্থানে বকসনুহ উপবেশনপুষ্করক পরমজ্ঞানদে চরণ
 করে এমত কালীন অকস্মাৎ এক রাজহংস সেইস্থানে উপ
 স্থিত হইল। তদনন্তর বকেরা লোহিত লোচন ও চরণ
 এবং মধুর বচন শ্রুত শরীরহংসকে দর্শন করিয়া কহিল
 যে ওহে তুমি কে। হংস উত্তর করিল আমি রাজহংস
 বকু বহিন কোথা হইতে আগমন করিল।। মানস সরো
 বর হইতে। সেইস্থানে কিং বস্তু আছে। সুবর্ণ বর্ণ অনেক
 পদ্ম পীতুবসন পানীয় তীরস্থ রত্ননিবন্ধ আলবালনুত বৃক্ষ

বহুবিধমণি খচিত হিরন্ময় সোপান পুভূতি বস্তু আছে ।
এবং পুকারে উত্তরপুত্যান্তরানন্তর বক কহিল সেস্থানে
শয়্যুক আছে । হংস কহিল না । ইহা শ্রবণে বকেরা হী
হী শব্দাদিদ্বারা হংসকে পরিহাস করিল অতএব অপকৃষ্ট
সংসর্গ কদাচ কর্তব্য নহে ॥

এবং ভারতাদিতে বর্ণিত আছে একদিবস মানসসরো
বরে এক মনুষ্য মনহর মধুর কলরবপূর্বক অনেক রাজ
হংস অতি সুশোভিত পদ্মবন মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে
তাহা দর্শন করিয়া কাকেরা কহিলেন যে দিক ২ উড্ডীন
পোড্ডীন সংড্ডীনাদি উডন কিছুই জানেন না এই পুকার
নানা উপহাস পূর্বক কাকেরা উড্ডীনাদি কিরূপে উড়ি
তে হয় তাহা দর্শন করাইল তাহার পুকার এই যে উড
ডীন উদ্ধে উড়া । পোডডীন কিঞ্চিৎ বক্র উড়া সংড্ডীন
মস্তক বক্র পূর্বক উড়া ইত্যাদি দেখ অতি অপকৃষ্ট কাক
সঙ্গীপে সুরাসুর মূনিমানব মনো হর মানস সরোবরস্থ
রাজহংস উপহাসপুষ্ট হইল ॥

আরো দেখ কঙ্কমধ্যে ক্রীড়াকরে সর্পশাবক সে
ভেককর্তৃক ভক্ষিত হয় । এবং সর্বলোকের হিতকর
সূর্য্যের প্রচণ্ডকিরণদ্বারা অতিকোমল কমল পুফুল হয়
কিন্তু অতিশীতল সুকোমল হিমসহ সংযোগ নাহেই দিনা
শ পুষ্ট হয় । আর দেবদানব কিন্নর নাগ গন্ধর্ব্ব রমণী

ধনের অল্প সংযোগে হীরক পরম শোভাকর হয় এবং অন্য২ অঙ্গদ্বারা দুঃসুখ তথাপি মেঘ শূন্য সহসংযোগ নাহি চূর্ণ হয় ॥

পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে মনুষ্য আপন যত্নপূৰ্ব্বক গুরুনিকটে অধ্যয়ন করে নাই সে সভান্ধো শোভা পায় না যেমন গন্ধরহিত পুষ্প এই হেতু মূৰ্খতা যদ্বারা দূর হয় এমত করহ । প্রাচীন জ্ঞানিরা বিদ্যা উপার্জনের উণায় করিয়াছেন সেই প্রকার পণ্ডিতের সংসর্গ এবং সুরীতি অভ্যাস করিতে কহিয়াছেন যে তদ্বারা যেমত কাঞ্চন সংসর্গেতে কাচ রকমতমণির আভাকে ধারণ করে তাহা ব্রন্যায় পণ্ডিতের সহিত বাসকরণে মূৰ্খ ও প্রবীণ হয় । আরো কহিয়াছেন যে হীন লোকেরদের সংসর্গে নীচ হয় এবং আপনারসমান লোকেরদিগের সহিত বাসে উত্তমতা পায় এবং উত্তম ব্যক্তির সহিত বাসে মন উত্তম থাকে ॥

সময় বিষয়ক ॥

সময়ের অপ্পতা নিমিত্ত সৰ্বদা আমরা বিলাপ করিয়া থাকি অধিকসময় পাইলে ভাল ইহিত ইত্যাদি কিন্তু যে সময় আছে ইহাকে উত্তমরূপে ব্যবহার করণে সকলেই অক্ষম যেহেতু মনুষ্যদিগের জীবনের অধিককাল বৃথা কন্মে ক্ষেপণ হয় এবং অতাপ্পকাল সংকল্পে ব্যয় হইয়া থাকে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সময়ের অপ্পতাও

তাহার বায়ুর ন্যায় গতি বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া ও
 আনন্দা সময়কে বৃথা কার্য্যে ব্যয় করি এবং বোধ করি
 যে তাহার শেষ নাই । আর অনুমান করি যে মনুষ্যেরদের
 ইহা অতি অসংগত যেহেতু আনাদিগের সকলাবস্থার
 শেষ আছে তন্নিদর্শন আনাদিগের বাল্যকাল অতি শীঘ্র
 গত হইয়া যৌবনাবস্থা হয় এবং ঐ যৌবনাবস্থা গত হই
 লে মনুষ্যের সময় হয় তৎপরে বৃদ্ধাবস্থা তাহার পরেই
 পৃথিবীহইতে পুস্তান করিতে হয় । অতএব আনাদিগের
 সময় যে সকলবিষয়ে ক্ষেপণ করা উচিত এমনত বিষয়েতেই
 প্রবৃত্ত হওয়া শ্রেয়ঃ । আর আমাদের সুখের সময় অতি
 শীঘ্র গত হয় এবং দুঃখসময় শীঘ্র যায় না । মনুষ্যদের
 জীবনকালকে যদি বিংশতি অংশে বিভাগ করা যায়
 তবে দেখা যায় যে বিংশতি ভাগ ব্যর্থ ক্ষেপণ হয় যে ব্য
 ক্তির। অনবরত অতি ক্রত কন্মে নিযুক্ত হয়েন তাহাদের
 বিষয় এস্থলে কহিতে আমার বাসনা নহে কিন্তু যে ব্যক্তি
 রা কেবল নিষ্ফল কন্মে সতত রত থাকেন তাহাদিগের
 বিষয় কহিতেছি অতএব তাহাদিগের আশু উপকারার্থে
 যে কন্মে সময়কে ব্যয় করা কর্তব্য তাহা নিম্ন লিখিত
 হইল । প্রথমতঃ পরোপকার করণ দ্বিতীয় মুখের পুতি
 সদুপদেশ তৃতীয় পরদুঃখে দুঃখী হওয়াও অনাথকে সনা
 থকরা চতুর্থ মানীর মানরাখা পঞ্চম হিংসকের হিংসা
 নিবারণ করা ষষ্ঠ রাগীর রাগ শমতা করা । এই সকল কন্ম

সম্যাক্রিয় অতি আবশ্যিক কারণ তদ্বারা তিনি জগৎ সম্বন্ধীয় লোকের মঙ্গল করিতে পারেন । আর আমাদিগের এমনত ক্রীড়ায় সময় ব্যয় করা উচিত যাহাতে কোন দোষ স্পর্শ না হয় এবং যাহাতে তাঁহাদের কোন শারীরিক ব্যামোহনা হয় । অতএব কোনক্রীড়াতে কালক্ষেপকরা কৰ্ত্তব্য তাহা অনুসন্ধান করা উচিত । এবিষয়ে আশ্চর্য্য এই যে জ্ঞানিব্যক্তির ও তাস লইয়া কাল খেতও রক্তবর্ণ চিহ্ন সকল গণনা করিয়া থাকেন কিন্তু তদ্বারা তাঁহাদের কি সুখোৎপত্তি হয় তাহা আমি বুঝিতে নিতান্ত অক্ষম । তাহাতে তাহারা অনেক সময় নষ্ট করেন এবং এতদ্রূপ সময়ক্ষেপণ করিয়া ও কহিয়া থাকেন যে আমাদিগের পরনায়ু অত্যপ ইহা শুবণে তাহাদিগকে আনরা অবোধ ব্যতিরিক্ত অন্য কি বলিতে পারি ॥

মনঃ সন্তোষের নিমিত্ত উত্তম ব্যক্তির সহিত কথোপকথনে আনরা যে সময় ব্যয় করি এবং তাঁহাদের সহিত নানারূপ বাককৌশল করণে যে সুখোৎপত্তি হয় তাহাকে ই সৎসুখ বলা যায় এবং তাহাতে যে সময় ব্যয় হয় তাহা কেই সহায় কহিতে হইবেক । কারণ তাহাতে আনাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও সুশীলতার বৃদ্ধি হয় । এই সকল ভিন্ন আনাদিগের মনঃসন্তোষের আরও অনেক উপায় আছে তাহা এখানে লিখনে প্রয়োজনাতাব । অতএব সময়কে সৎকৰ্ম্মে ব্যয় করিতে সকলে সৰ্ব্বক্ষণ নিযুক্ত হও তাহাকে

অপব্যয় কদাচ করিও না কেননা সে অতিদুষ্ক্ৰাপ্যধন
তাহাকে একবার হারাইলে আর পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায় না
এবং সে সতত গমন করে কাহারো অনুরোধ অপেক্ষা
করে না । যে মনুষ্যেরা সংগীত ও কাব্য এবং নানাপ্র-
কার শিল্পকর্ম ও চিত্রকার্য্য করিতে সতত অতিলাষ করে
ন এবং তাহাতেই যদি তাঁহারা সময় ব্যয় করেন তদ্বারা
তাঁহাদের অতিশয় আনন্দ উৎপন্ন হইতে পারে আর
অন্য সকলে তাঁহাদের কর্ম্মের প্রশংসা করেন অধিকন্তু
তদ্বারা শিল্পবিদ্যার বিশেষ আধিক্য জন্মিতে পারে ।
এই সকল বিষয়ে আগরা বিশেষ পরিতৃষ্ণ হইবটে কিন্তু
উত্তমগুণকর্ত্তাদের পুস্তকাদি পাঠ করিলে যেহেতু অপার
সুখোৎপত্তি হয় নেকপ কদাচ অন্যকর্ম্ম হয় না যেহেতু
তদ্বারা আশাদের মনের মালিন্য দূর হয় এবং কারণের
উৎকৃষ্টতা ও বুদ্ধির প্রাথর্য্য হইতে পারে এবং রিপুদিগের
বসক্ষয় এবং সুখ্যার সঞ্চারাদি অনায়াসে হয় ॥

ইহা সর্ব্বশাস্ত্রেতেই বর্ণিত আছে যে সাধনা করিলেই
সকল অসাধ্যকর্ম্মাদি সুসিদ্ধ হইতে পারে কিন্তু সেই সাধ-
না সময়কে ব্যয় না করিলে কদাচ সুসিদ্ধ হয় না যেমন
কারণব্যতিরেকে কাব্যের উৎপত্তি হয় না ইহাও তদ্রূপ
জানিবে ॥

গুস্তাদিপাঠকরণে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমতঃ তাহাতে আ-
মাদিগের সময় ব্যয় করণে সুখজনক হয় না কিন্তু ক্রমশঃ
তাহাতে পরিণুগ করিলে তাহার দৃঢ়মত বোধগম্য হয়

তৎপরে সেই পুস্তক পাঠ করিলে অতিথীতি জন্মে আর তদ্বারা আমাদের যে সময়ক্ষেপণ হয় সে অত্যন্ত সুখ জনক ও পুয়োজনকারি অতএব সময়কে সন্ধ্যায় করিতে সকলে সতত নিযুক্ত হও । দেখ নিদ্রাতে যে সময় ক্ষেপণ হয় ও আহাৰাদিতে ও পরিচ্ছেদাদির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে ও পরস্পর সন্ধ্যায় করণে আর পীড়াতে শারীরিক অবসন্নতা ও ঔদাস্য জন্মে অধিকন্তু অতিতুচ্ছ কর্ম্ম করণে আশাদিগের কালক্ষেপণ হয় এই সকল সময় পরিত্যাগ করিলে আশাদিগের জীবনকাল অত্যন্ত অবশিষ্ট থাকে । অতএব সময় ব্যবহার বিষয়ে পরিমিতাচারি হওয়া আশাদিগের সর্ব্বতোভাবে এবং যুক্তি মতে কর্তব্য । ধন রক্ষা বিষয়ে যেমত অত্যন্ত পরিমিতা চারি মনুষ্য দেখা যায় সময়কে পরিমিতরূপে ব্যয় করিতে তদপেক্ষা অত্যন্ত ব্যক্তি দৃষ্ট হয় কিন্তু ঐ সময় ধনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যেহেতু সময়ের মূল্য নাই । যেমত বহু ধনাধিকারিব্যক্তিরা আশাদিগের ধন অপব্যয় করিয়া থাকেন তদ্রূপ যুবাব্যক্তিরা ইহা মনে বিবেচনা করেন যে আশাদিগের প্রচুর সময় আছে ইহা জানিয়া তাহারা কেবল আসনে নিষ্কন্মে বসিয়া হাই তুলিতে থাকেন এবং ধূম পানাদি দ্বারা সময়কে অকুতোভয়ে অপহেলা পূর্ব্বক ক্ষেপণ করেন কিন্তু তদ্বারা তাহাদিগের জীবন কালের যে হ্রাস হয় তাহা বিবেচনা করিতে মনে কণিকামাত্র স্থান প্রদান করেন না । মনুষ্যের

সকল মন্দ স্বভাবাপেক্ষ। ইহা অতিশয় অনিষ্টকারি হয় জ্ঞান বিষয়ের এবং কার্য্যবিষয়ের এই স্বভাব অতিশয় প্রতিবন্ধক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥

অতএব এনত কদর্য্য স্বভাব যে ব্যক্তির আছে তিনি তাহা পরিত্যাগ করুন কারণ যুবাব্যক্তির আনন্দ্য করণ কোনমতে উপযুক্ত হয় না জ্ঞানিবা ভ্রিয়া এই স্বভাব সম্বাদা নিষেধ করিয়া থাকেন । যুবারা সকলকন্মে প্রগল্ভ ও পরিশুনি এবং অক্লান্ত হও । আর অদ্য যে কন্ম সম্পূর্ণ করণে ক্ষম হও তাহা পর দিনে করিব এনত কিলম্ব কদা চিৎ করিও না ॥

এইক্ষণে সময়বিষয়ক পরমোপকারি এক উপায় কহি তেছি যদ্বারা আশাদিগের জীবনকাল অধিক বৃদ্ধিশীল বোধ হয় তাহা এই প্রথমত যদ্যপি কোন কার্য্যোপাসকে অধিকরাত্রে শয়ন করহ তথাপি প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গাত্রোত্থান করিবে এনত প্রকার অভ্যাস দ্বারা অনেক সময় পাইয়া অনায়াসে কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারিবে । দ্বিতীয়তঃ প্রতিদিবসের সময় বিভাগ করিয়া প্রত্যেক কন্মে নিকৃপিত কার্য্যানুসারে কন্ম করিবে এবং প্রকার নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে কোন প্রকারে সময় নষ্ট হইতে পারিবেক না এবং কার্য্যের হানি না হইয়া শৃঙ্খলা পূর্ক অতিনুগম বোধ হইবে ।

সত্যবিষয়িকা কথা ॥

যথার্থ যে পদার্থ তাহার নাম সত্য এতদ্বিষয়ক যে স্বল্প
পকথা তাহার নাম সত্যকথা। এই সত্যকথা সাধুজনদিগে
র অভিলষিত সত্য সুখকরী আর ইহার দ্বারা নিত্যজ্ঞান ও
নিত্যবস্তু পাওয়া যায় কিন্তু ইদানীন্তন ভ্রান্ত ও ক্ষণিক সুখা
ভিলাষি মনুষ্যদিগের সুখবিরোধি হয় অর্থাৎ মিথ্যাবাদি
দিগের তজ্জন্য কিঞ্চিৎ সুখ সন্ময়ে সত্যকথা উপস্থিত হই
লে সেই সুখ হইতে পারে না অতএব পারে পরমপীড়াদায়
ক ক্ষণিক সুখজনক পদার্থ পরিত্যাগ পূর্বক পরমসুখদা
য়ক সত্যপরায়ণ হও। এবং দণ্ড যোগ্য জনদিগের তদোষ
পরীহারার্থ আশুসুখজনক সত্যের বিপরীত কদাচ কহি
বে না যেহেতু তদুদোষজন্য যে দণ্ড তাহা সেই সেই ব্যক্তি
র প্রতি উচিত হয় ॥

ইহার বিবরণ। অতিশয় পুবল পুতাপানিত নর
রাজ্যাধিকারি মহারাজাধিরাজ মনোনামক একব্যক্তি
ইহার দুই পুত্র তাহার মধ্যে ধর্ম্ম নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র আর
অধর্ম্ম কণিষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মের স্ত্রী সত্যকথা অধর্ম্মের স্ত্রী মিথ্যা
কথা। কিয়দ্বিবসানন্তর মনো রাজা পুতীনত্ব প্রযুক্ত উক্ত
দুইপুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন এই পুত্রদ্বয় স্বীয় ২ অংশ
শানুসারে রাজ্য করতঃ পুজা পুতিপালন করেন। সত্য
কথার স্বামী নিমিত্ত নামক অন্যতম সহ দেশে ২ ভ্রূণ
পূর্বক সকল পুজাদিগকে বশীভূত করিলেন ইহাদিগের

যেহ স্থানেগমন হয় সেইহ স্থানস্থ পুজারা পুণবিরোগ
 হইলেও ঐ সত্যাদিকে পরিত্যাগ করিন না। মিথ্যাদি
 ইহা সন্দর্শন করিয়া সপরিবারে সত্যাদির সনবেশধারণ
 পূর্বক কল্পনা অর্থাৎ ভাঁড়ের ন্যায় গৃহেহ পুনঃহ ভ্রমণেও
 কোন জনকত্ব আদৃত হইল না। আর যদ্যপি কেহহ ভ্রম
 হেতু মিথ্যাদিকে আশ্রয় করে তথাপি সত্যাদি সহ সন্দর্শন
 হইলে ঐ মিথ্যাদিগকে নেশান হইতে দূরদেশে তাড়িয়া দে
 য় অর্থাৎ তাহাদিগের মুখদর্শনও করেননা। কিন্তু এপুকার
 আচরণ দ্বারা ঐ মিথ্যাদি অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া স্বীয় সৈন্য
 ষড়্রিপু ও নিলজ্জা ও অহঙ্কার পুভৃতিকে কহিলেন যে
 সত্যাদির পুাবল্য হেতু আমার সকল রাজ্যধ্বংস হইল এক
 গৌতমরাবৃহৎ অর্থাৎ সৈন্যের গড় রচনাপূর্বক আগাকে
 রক্ষা করহ তাহাতে ঐ সৈন্যরা বাহরচনাদ্বারা মিথ্যা
 দিগকে রক্ষা করিতে লাগিল এবং মধ্যেহ মিথ্যাদির
 আচ্ছাপাইয়া ঐ সৈন্যরা সত্যাদির পুতি আক্রমণ করি
 লে সত্যাদির যে দয়াদি সৈন্য তাহাদিগের জ্ঞান পুভৃতি
 অস্ত্র সন্দর্শনে পলায়ন করে এইকপে ক্রমেহ পরাভব
 হইলে মায়া নাগ্নি রাক্ষসীকে পুরণপূর্বক কল্পিত সুখ
 দায়ক দ্রব্য ও ভাব ও কথাদি ও মিথ্যার আশ্রয় থাকিলে
 উত্তমহ রত্নাদি লভ্য হয় ইত্যাদিলোভ জনক বাক্য দ্বারা
 অজ্ঞান রজ্জ্বতে বন্ধন পূর্বক অনেকহ পুজাদিগকে বশী
 ভূত করিল। তদনন্তর ঐ সত্যাদির সৈন্যরা স্বীয়হ অস্ত্র

শাস্ত্র ধারণ করত গমন করিয়া অজ্ঞানরজ্জু পুতৃতিকে ছেদন করিলে মায়াকম্পিত মৈন্য সকলেই পলায়ন করিল। এইরূপে অত্যন্তক্ষীণ হইয়া ঠক ও গাঞ্জাভক্ষক ও মদ্যপ পুতৃতি কতকগুলি পুজার উপর মিথ্যাদি আধিপত্য করিতে লাগিল। এবং ঠগাদি পুজা সকল মিথ্যার পক্ষ হইলে সত্যাদি পরমাঙ্গাদে অন্য সকল পুজা পুতিপালন করিতে লাগিলেন ॥

সত্য রাজাধিকারে সকল জন সর্বদেশে সকল কতৃক মান্য ও সকলের বিশ্বস্ত হইলেন তাহাতে পরম সুখ ও অর্থ প্রাপ্তি ও দয়াদি হইল দয়াদিহইতে চিন্তনৈমল্য তদদ্বারা চিন্তের একাগ্রতা তজ্জন্য জ্ঞান পুতৃতি উদয় হইল ॥

ইহার উদাহরণ । হস্তিনাপুর নিবাসি মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির থাকিয়া চিরকাল সত্যে সত্যত সত্যকথা এবং সত্যবাদি আদর ও সত্য পুতিজ্ঞাইত্যাদি ছিল। ঐ মহা রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের এমত পুকার সত্যতে দৃঢ়তা যে একদিবস কুরুরাজ দুর্যোধন পুতৃতির সহিত পুতিজ্ঞাপুর্নক পাশক্রীড়াতে পরাজিত হইলে ঐ পুৰন পুতাপান্বিত বীর যুধিষ্ঠিরের সঙ্গমুখে তৎপত্নী দ্রোণদীর বস্ত্রহরণে দুর্যোধনাদি প্রবৃত্ত হইলে ও যুধিষ্ঠির সত্য প্রতিজ্ঞ প্রযুক্ত মৌনী হইয়া স্থিতি করিলেন কিন্তু যুধিষ্ঠির আপ নি অতিশয় পরাক্রমশালী এবং ভ্রাতৃবর্গ অত্যন্ত বলবান্

ও যোদ্ধা তত্ সহায়ে তৎক্ষণাৎ দুর্যোধনাদির প্রাণ বিয়োগ করিতে সমর্থ হইলেও প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ অতি অসহ্য স্বীর বিবস্ত্রকরণ তাহাও সহ্য করিলেন । এবং ঐ ভূপতি অতিশয় সুখী তথাপি বনবাসজন্য সতত বহু ক্লেশ ভোগ স্বীকার করিয়া অজুন প্রভৃতি দ্রোপদী ও আনাতাদি সহ গমন পূর্বক অনেকদিবস তৎস্থানে থাকিয়া একবর্ষ বিরাট নগরে তন্নগরাধিপতি সমীপে পঞ্চভ্রাতা দাসত্ব ও দ্রোপদীর দাসীত্ব স্বীকারপূর্বক তজ্জন্য অতিশয় অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন ।

আরোদেখ এইপ্রকার সত্যবাদী যে উক্ত ও তদ্বিত্ত কষ্ট দায়ক অহিতমতি দুর্দান্ত অতিশয় প্রবল রিপু দুর্যোধনাদি যদি কোনসময়ে উৎপাত গুপ্ত হইয়া ঐ যুধিষ্ঠিরাদি সমীপে আগমন পূর্বক পরামর্শ জিজ্ঞাসাকরিলে এমত পরামর্শ দিতেন যে তদ্বারা আপনাদিগের অনিষ্ট জন্মা ইতে পারে তথাপি মিথ্যা কদাচ প্রয়োগ করেন নাই তাহার মধ্যে এক এই যে যৎকালীন ভীষ্মজননীগজা দুর্যোধন কেসংদর্শনার্থ আস্থান করিলেন তৎকালীন কৃপাচার্য্যোদির অনুমতানুসারে ঐ দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে ঐ আচার্য্যাদির অনুমতি ও গজার আস্থানজানাইলেন এবং যুধিষ্ঠির ইহাও জ্ঞাতছিলেন যে ভীষ্মজননী সংদর্শন করিলে দুর্যোধনের বস্ত্রহীন শরীরে দূশ্ছেদ্যও অভেদ্য বস্মদিবন এবং স্বীয়শত্রুশরীরদূশ্ছেদ্যও দূর্ভেদ্য হইলে আপ

নাকে পরাভবপাইতে হইবে তথাপি ঐ দুর্যোধনকে পরামর্শ প্রদান করিলেন যে তুমিনথ অর্থাৎ উলঙ্গ হইয়া ভীষ্ম জননী সন্মুখে গমন করহ তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে কিন্তু কদাচ বস্ত্রাদি দ্বারা শরীর আচ্ছাদন পূর্বক গমন করিবে না ইহাতে দুর্যোধন বিবেচনা করিলেন যে আমাদিগের পূজ্য ও মান্য পরমতত্ত্ব যে পিতামহ ভীষ্ম তজ্জননী সমীপে মগ্ন হইয়া গমন কর্তব্য নহে। অতএব বস্ত্র পরিধান পূর্বক গমন করা উচিত। কিন্তু ক্ষুদ্রবস্ত্র দ্বারা কটিদেশাবধি উরুদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত করিয়া গমন করি অধিকশরীর আচ্ছাদন কর্তব্য নহে যেহেতু গুরু কৃপা পার্য্য প্রভৃতি যুধিষ্ঠিরের পরামর্শ পূর্বক গমন করিতে অনুমতি করিয়াছেন অতএব ঐ পরামর্শই উত্তম ও হিতকারক হইবে ইত্যাদি বিবেচনা দ্বারা দুর্যোধন ক্ষুদ্রবস্ত্র পরিধান পূর্বক ভীষ্ম জননী গঙ্গা সন্মুখে গমনানন্তর ঐ ভীষ্ম জননী দুর্যোধনকে সন্দর্শন করিলেন তাহাতে দুর্যোধনের বস্ত্রাচ্ছাদিত শরীর ব্যতিরিক্ত সকল দেহাচ্ছাদন যোগ্য দূর্শে দৃশ্য ও অভেদ্য বস্তু প্রদান করিলেন। দেখ সত্যের এই প্রকার প্রতাপ যে শত্রু দুর্যোধনকে সত্য কহিলেও তাহা গ্রাহ্য না করাতে বিপরীত হইল। তাহা এই যে সমুদ্র সম সৈন্য যুক্ত ঐ দুর্যোধনসহ যুধিষ্ঠির যুদ্ধানন্তর তদুরুদেশে প্রহার করত বধ করিয়া সত্য পরাক্রমে সকলরাজ্যধিপতি হইলেন। অতএব মনষ্যাদিগের কর্তব্য যে সর্বদা সত্য কথা

ও সত্যোতে থাকা ও সত্যস্বরূপ ইত্যাদি তাহাতে সুখ ও
মান্যতা ও বিজ্ঞতা ও বিশ্বাস প্রভৃতি জন্মে ইহা মহাভার
তাদিগুণে বিস্তার আছে ॥

প্রকারান্তর ॥

সত্যবাদী সুধনানামক রাজকুমার তৎপিতার সহিত
মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা মহাবলপরাক্রান্ত বীরবর অ
জ্ঞানের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ঐ রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে
তৃতীয়বার তুরীধনি হইলে যেই ব্যক্তি রণস্থানে আগমন
না করিবেন সেইই ব্যক্তিকে দৃঢ়তর দণ্ড প্রক্ষেপ করিব ।
তদনন্তর ক্রমেই সকল সৈন্য তৃতীয় তুরীধনির মধ্যে
মিলিত হইল কিন্তু চতুর্থবার তুরীরশব্দ হইলেও তৎপুত্র
সুধনা আগমন করিলেন না কারণ সুসজ্জীভূত সুধনা
যুদ্ধে যখন আগমন করেন সেই সময়ে তৎপত্নী সুধনাকে
সমাদরপূর্ব্বক করিলেন আমার মানসপূরণ করিয়া যুদ্ধে
প্রস্থান করহ । তাহাতে সুধনা ঐ পত্নীকে অনেক বুঝা
ইলেও তৎকথোপকথন দ্বারা সুধনা উত্তর প্রদানে অসমর্থ
হইয়া রমণীর মানস পূরণপূর্ব্বক রণস্থলে প্রস্থান করিলে
তৎপিতা জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি নিমিত্ত তোমার বিলম্ব ।
তাহাতে সুধনা সত্যবাদিত্ব পুয়ুক্ত স্বীয় রমণীর রমণবিষ
য়ক সত্য কথনে তৎপিতা মৌনী হইলে সভ্যগণের ব্যঙ্গ
বাক্যদ্বারা রাজা সুধনাকে স্নেহ পুয়ুক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন
যে আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়াছ তৃতীয় তুরীধনি মধ্যে

ব্রহ্মস্থলে গমন না করিলে দৃঢ়তর দণ্ড নিক্ষেপ করিব !
তৎপিতার তাৎপর্য্য এই সুধনা যদি কহেন পুতিজ্ঞাবাক্য
শ্রবণ করি নাই তবে ভ্রাণ পায়েন। কিন্তু সুধনা পুণ্য বি
য়োগ ও পিতার অভিপ্রেত হানি ইত্যাদি ভয়ে স্বীকার
করিলেন না। তদনন্তর সুধনাকে দৃঢ়তর দণ্ড নিক্ষেপ
করিলেও কোন কারণবশত সত্যবাদি সুধনার দৃঢ়তর
দণ্ড পুহারদ্বারা পুণ্য পরিত্যাগ হইল না। তদদর্শনে সভ্য
গণ কহিলেন যে সন্মুক্ত দণ্ড হয় নাই এই সন্দেহ নিবার
ণার্থে দণ্ডের পরীক্ষার উদ্যোগে সভ্যগণের অনিপুণতা
হেতু তাঁহাদিগের শরীরে আঘাত হইল পরে সুধনা সুস
জ্জীভূত হইয়া যুদ্ধে গমনপূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন
তাহাতে অজুনের পরাজয় হইল। অতএব দেখ সত্যের
এই পুকার পরাক্রম সত্য থাকিলে তাহার কোন বিষয়ে
কোন স্থানে কদাচ পরাভব হয় না ॥

প্রকারান্তর ।

মিথিলানগরীতে সত্যপরায়ণ সত্যবাদী নামক এক
ব্রাহ্মণ বসতি করেন তিনি মিথ্যা কথা শ্রবণও করিতেন না
এবং মিথ্যাবাদি সহ কথোপকথনে বিরক্ত হইতেন কেবল
সত্যবাদি সহ সংসর্গ ও ভাষণাদি করেন। ঐ ব্যক্তি সকল
জনকর্তৃক সমাদৃত পরমসুখী পরমতত্ত্বনুেষী রাজ
পুত্র্য ও সম্মান্য। কিন্তু আহাঃ দুব্যাভাবে উপবাস
করেন তথাপি যাচঞা ও মিথ্যা ও পুণ্যনাদি করিতেন

না। তদগরাধি পতি উমেশনামক মহারাজ অতিশয়
পুতাপানিত শিষ্টপুতিপালক রাজনীতি ও রাজধর্মাক্রান্ত
ও মান্যজনের মানপদ বিজ্ঞ ও দয়ালু দানরত ছিলেন।
তাঁহার গৃহে একদিবস দস্যুসমূহ আগমনপূর্ব্বক কোষহ
ইতে বহু রত্ন লইয়া পুস্থান করিল। পরে পরদিবসায়
পুভাত সময়ে মহারাজ উমেশ গাত্রোথান করিয়া শুবণ
করিলেন যে রত্নাগার হইতে বহুরত্ন দস্যুরাগৃহণ পূর্ব্বক
পুস্থান করিয়াছে তাহাতে রাজা পুহরি ও গুামরক্ষকের
পুতি আছা করিলেন যে শীঘ্র দস্যুদিগকে আনয়ন করহ
নতবা তোমাদিগের শিরশ্ছেদন করিব। ঐ দস্যুর অংশ
ভোগি পুহরি ও গুামরক্ষক পরামর্শ করিল যে আনাদি
গের বশীভূত গুামস্থ বহুলোক আছে ইহারদিগের পুতি
কিঞ্চিদর্থ পুদানপূর্ব্বক মিথ্যাসাক্ষ্যদ্বারা সত্যবাদীকে চৌ
রাপবাদে বন্ধ করিয়া রাজসম্মিধানে আনায়ন করিলে
আমরা ত্রাণ পাইব ইত্যাদি মন্ত্রণা করিয়া পুহরি পুভাত
সত্যবাদির গৃহে কিছু রত্ন পুক্ষেপ করিয়া সেইরত্নসহ সত্য
বাদীকে বন্ধ করিয়া রাজসম্মিধানে আনায়ন করিলে
মহারাজ উমেশ সত্যবাদীকে বন্ধ দেখিয়া বন্ধনমোচনার্থ
অনুমতি করিয়া চিন্তাসাগরে মগ্ন হইলেন এবং মানসে
বিবেচনা করিলেন যে সত্যবাদী সত্য সত্যপরায়ণ ইনি
কদাচ রত্নহরণ করেন নাই তাহা হইলে সর্ব্বজনের পূজ্য
ও বিশ্বস্ত হইতেন না। আর যদিও ইনি চুরি করিয়া

থাকেন তথাপি ইহার দণ্ড বর্জ্য নহে কারণ সর্বজন মান্যের পুতি দণ্ড করিলে আমি সর্বকর্তৃক অজ্ঞতরূপে নিন্দনীয় হইব। আর শাস্ত্রে কথিত আছে যে দণ্ডাহঁজনে দণ্ড ও মান্যব্যক্তিরমান হানি ও পূজ্যের অপূজন ও সত্যবাদিতে মিথ্যাবাদিত্বের আরোপ করিলে অনিষ্ট জন্মে। আরো কহিয়াছেন যে নীচের বাক্যে বিশ্বাস দুষ্টের বাক্য দ্বারা শিষ্টের পুতি দণ্ড অশোচ্যে শোক আদরের অযোগ্য আদর ইত্যাদি কর্তব্য নহে। অতএব দুষ্ট পুহরিকাদির বাক্যে বিশ্বাস অকর্তব্য। ভূপতি বিবেচনাপূর্বক পুহরি ও গ্রামরক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইহার সাক্ষী আছে। তাহাতে তাহার উত্তর করিল মহারাজ আছে এক্ষণে এইরূপ সত্যবাদীর গৃহস্থে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে রাজা বিবেচনা করিলেন যে অপুস্ততাভিধান অর্থাৎ যাহা জিজ্ঞাসা করিনাই তাহার উত্তর করিল এবং সাক্ষী সমূহের কিঞ্চিৎ বাক্যের বৈপরীত্য বোধ হওয়াতে রাজা পুনর্বার কহিলেন যে আমার গৃহে চুরি হইয়াছে ইহারা কিপুকারে জানিল রক্ষকেরা তাহার উত্তর করিলে পুনর্বার কথার বৈপরীত্য হওয়াতে রাজা সত্যবাদিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সত্য কহিলেন সত্যবাদিত্বপুষ্ট সত্যবাদিকে মোচন করিয়া দুরাত্মা গ্রামরক্ষক ও পুহরির প্রতি পুহার করাতে রত্নচোর ও রত্ন আনিয়া ঐ রক্ষকেরা রাজাকে সমর্পণ করিল। দেখ সত্য দ্বারা মিত্র ও

মান্যতা এবং আপদহইতে মোচন আর ধন ও জ্ঞান ও বুদ্ধি ও সত্যস্বরূপ বুদ্ধি প্ৰাপ্তি ইত্যাদি হয়। আরো দেখ সত্য অমূল্যধন সৰ্বদৈশে সৰ্বকল জন কৰ্তৃক সতত মান্য এবং সত্য পরায়ণ জন ও সকল কৰ্তৃক মান্য হয়েন। অতএব পুনঃ কহিতেছি তোমরা সৰ্বদা সত্যেরত হও ॥

মিথ্যা কথনে বিবেচনা ॥

সত্যাব্যব অর্থাৎ তদ্বিরোধির নাম মিথ্যা এই মিথ্যায় পত্নির পুতি কারণ ভীকৃত্য ও দ্বিষা ও আত্মশ্লাঘা ইত্যাদি। যে ব্যক্তি এক জনের ভয়ে মিথ্যা পুয়োগ করে তাহার অসাধ্য কি আছে অর্থাৎ সেব্যক্তি সকল নিন্দনীয় কৰ্ম করিতে পারে যেহেতু সকল সাধু সংগৃহীত ও চিরকাল ব্যবহার যোগ্য যেবস্তু তাহাকে অন্যথাকরে আর তাহাতে সত্যের হানি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধাচরণ হয় তৎপুয়ুক্ত সৰ্বসাক্ষী ও সৰ্বজ্ঞ ও সকলান্তর্কর্ষী যে পরমাত্মা তিনি স্বকলের অন্তরে থাকিয়া মিথ্যাজ্ঞাতা হওতঃ ক্রোভযুক্তের ন্যায় হয়েন তাহাতে সেই মনুষ্যের অনিষ্টোৎপত্তি হয়। আর মিথ্যা এই পুকার কুৎসিত সতত মিথ্যা পুয়োগ করে যে জন সেও অন্য মিথ্যাবাদি সন্দর্শনে অত্যন্ত ক্রোধপূৰ্ব্বক তাহাকে ভৎসনা করে যেহেতু সত্যের এইরূপ মৰ্যাদা যে মিথ্যাতৎপর জনকে ও সত্যকে মানিতে হয় এবং কেহও রিপূর সুখার্থ মিথ্যাচরণ করে কিন্তু সেই রিপুগণ অতিশয় পুৰল হইয়া সেই ব্যক্তিকে পীড়াদেয় মিথ্যা

কদাচ সঙ্গোপনে থাকে না। অবিলম্বে কিংবা বিলম্বে পুকাশ পাইয়া মিথ্যাবাদির মানহানি করে আর যে কাল পর্য্যন্ত মিথ্যাবাদির মিথ্যা পুকাশ না পায় সেই পর্য্যন্ত তাহার গৰ্ব্ব পুৰ্দ্ধিত হয় কিন্তু মিথ্যা পুকাশিত হইলে অনৃতবাদির গৰ্ব্ব থক্স হয় আরো বিদ্ধ ও ধনি ব্যক্তির। ও যদ্যপি অনৃত কথনে অনিন্দনীয় জনকে মিথ্যাবাদির দোষার্পণ করেন তবে সময়ান্তরে তাহা পুকাশ পাইলে তাহারাই নিন্দাম্পদাভূত হয়েন। মিথ্যাবাদির ইহাও প্রত্যক্ষ হইতেছে যে কোন কার্য স্বিক্ত হয় না বরং মিথ্যা বাদী যদ্যপি স্বীয় বিষয় রক্ষার্থ যথার্থ বাক্য প্রয়োগ করে তথাপি মিথ্যাজাত যে অবিস্থান তদ্বারা তাহার সেই যথার্থ বিষয়ের হানি হয়। মিথ্যার পর নীচ ও হাস্যাম্পদ কারক আর কিছুই নাই। এবং মিথ্যাতে মানস সিদ্ধ কদাচ হয় না যেহেতু শীঘ্রই প্রকাশ পায় আর মিথ্যাকথা বুদ্ধিভ্রংস করে আরো যদি কোন ব্যক্তির মানহানির নিমিত্ত কেহ মিথ্যাকহে তবে সেই মিথ্যা তদ্যক্তির কিঞ্চিৎকাল দুঃখপ্রদা হয় বটে কিন্তু পরে তাহা প্রকাশিত হইলে ঐ মিথ্যা বাদির ক্লেশদায়িক হয়। কেহ যদি মিথ্যা প্রয়োগ করিয়া লজ্জাভয়ে মিথ্যা প্রকাশ না করে তবে সেই মিথ্যা প্রকাশ পাইলে সেই ব্যক্তির অধিক লজ্জা ও মনস্তাপ ও মানহানি হয় আর তাহাকে সকলেই নীচ জ্ঞানপূৰ্ব্বক হয় করেন। যদ্যপি আপ

দাদি প্রযুক্ত কেহ মিথ্যা কহে তবে তাহার স্বীকার করাই কর্তব্য কারণ মিথ্যাকথন স্বীকার করাই মিথ্যার দোষাপহারক হয় আর স্বল্পদোষ পরীহারার্থ মিথ্যা কহিয়া অতি বৃহদোষ আনয়নের কি প্রয়োজন। আরো দেখ মিথ্যা কথা কি ঘৃণার বিষয়, যে বাহ্য মিথ্যা কথাতে সেই ব্যক্তির অন্তঃস্বভাবোপ্তিবাৎসল্য হইয়া যায় এবং ইহাতে বাকিসুখহইতে পারে অর্থাৎ কিছু সুখ হয় না কেবল সতত মিথ্যা চরণের দূতরাভ্যাস হয় তদ্বারা সচ্চরিত্রকে অসচ্চরিত্র ও অবিশ্বস্ত করে। আর যদি কেহ প্রবঞ্চনা করে তবে তাহাকে সকলে ঘৃণা করেন কিন্তু মিথ্যাবাদির প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাবাদিত্ব এই উভয় আছে অতএব সেই ব্যক্তি কিরূপ ঘৃণার স্থল, তাহা বিবেচনা করহ। এবং মিথ্যাবাদি সত্য কহিলেও কদাচ বিশ্বাস হয় না, যেহেতু তাহার আন্তরিক্যে পুকার, বাহ্যে অন্য পুকার কিন্তু সাধুদিগের আন্তরিক্যে একপ বাহ্যেও পুকাশিত সেই পুকার হয়। অতএব সাধুবাক্যে সকলে বিশ্বাস করে মিথ্যাবাদী ঐ সাধুর বিশ্বাসজনক বাক্যকে মিথ্যা কহেন, আর সেই মিথ্যাবাদির আন্তরিক্যকে মিথ্যা বাক্যে আঘাত করে এইহেতু অন্তত্ববাদিকে বিশ্বাস যাতক ও আত্মঘাতী বলা যায়। অতএব মিথ্যা কথার পর আর কুৎসিত কিছু নাই এবং মিথ্যাবাদিকে কেহ কদাচ বিশ্বাস করিবে না। অপর আত্মশ্লাঘা জন্য যে

মিথ্যা, সে পরের অনিষ্ট কারক হয় না। কিন্তু আপনান্ন-
নানাপ্রকারে অনিষ্ট পুদান করে। হে জনগণ তোমরা
বিবেচনা করহ যেনীচন্দ্র ও বুদ্ধি ভ্রুংস ও মনস্তাপ ও
মানহানি ও অবিশ্বাস এই সকল করে যে মিথ্যা তাহাতে
পুস্ত্র হইও না।

ইহার উদাহরণ। কাশ্মীরদেশ নিকাসি ধনিবংশ
পুস্ত্র ও ধনাঢ্য নন্দনন্দননামা এক বণিজ্ঞনন্দন ছিলেন
তিনি পুতিদিন রাত্রিযোগে অতিশয় চীৎকার ধ্বনি
করেন, আর বলেন, যে দস্যুরা আগমনপূর্ব্বক আমার
ধন গৃহণ করে এবং আমাকে অত্যন্ত পুহার করে ওহে
পুতিবাসিগণ তোমরা আমার ধন ও পুণ রক্ষা করহ
ইত্যাদি বাক্য পুতিবাসি সকল শ্রবণ করিয়া সকলে
আশ্বীয়সহ অস্ত্র ও শাস্ত্রাদি গৃহণপূর্ব্বক ঐ বণিজ্ঞ
নন্দনন্দন ভবনে গমন করিয়া দর্শন করেন যেকবাট
রুদ্ধ ও বণিজ্ঞ নন্দন দ্বিতন অট্টালিকোপরি স্বহস্তে
শয়নাগত হইয়া উচ্চৈশ্বরে উক্ত ধ্বনি করিতেছে, এবং
দস্যু কিম্বা তচ্চিহ্ন কিছুই নাই তথাপি পুতিবাসিগণ সাধু
স্বভাবহেতু মনে করিলেন যে দস্যু আগমন করিয়া
ছিল কিন্তু আমাদিগের আগমনানুসন্ধান পাইয়া পু
স্থান করিয়াছে, যাহা হউক বণিজ্ঞ নন্দনের যে অনিষ্ট
বারণ হইল, ইহাই ভাল, অনন্তর পুতিবাসিগণ বণি-
জ্ঞনন্দনকে অভয় পুদান করিয়া তৎস্থান হইতে স্বস্থানে পু

জ্ঞান করিলেন পরে ঐ বণিজ নন্দন প্রতিদিন নিশি সময়ে
 ঐ রূপ ধ্বনি করে, পুতিবাসিগণ ও উক্করূপে বণিজ
 ভবনে গমন পূৰ্ব্বক তাহাকে অভয় পুদান করিয়া
 স্বীয় সদনে সমাগমন করেন এই পুকার কিছু দিন
 গমনদ্বারা পুতিবাসিগণ জানিলেন যে বণিজ নন্দন
 কেবল মিথ্যা চীৎকার করে, তবে আশাদিগের বণিজ
 ভবনে রজনীসময়ে আর গমনের আবশ্যকতা নাই,
 ইহা মন্ত্রণাপূৰ্ব্বক বণিজ গৃহে চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করি
 লেও নিবৃত্ত থাকেন এবং ঐ বণিজনন্দনকে সকলেই
 অগুরু করেন। পরে এক দিবস রজনীতে যথার্থ দস্যু
 কতক গুলি অস্ত্র গুহণ পূৰ্ব্বক বণিজ সদনে গমন করিয়া
 বণিজ নন্দনকে বন্ধন ও পুহার করত গুপ্তধন পুকাশ
 পাইলে ঐ গুপ্ত ও বাহ্যধন লইয়া পুহান করে, অন্যত
 সময়ে ঐ বণিজ নন্দন স্বীয় রক্তকমণ সহ দস্যুগণদি
 গকে রোধ করণার্থ প্রবৃত্ত হইলে ঐ দস্যুরা অস্ত্রদ্বারা
 বণিজনন্দনকে খণ্ডিত করিল ঐ বণিজ নন্দন পূৰ্ব্বের
 ন্যায় অত্যন্ত ধ্বনি করিয়াছিল তথাপি প্রতিবাসিগণ
 ঐ ব্যক্তির মিথ্যাস্বভাব বোধ হেতু সেই স্থানে গমন
 করেন নাই। দেখ মিথ্যাদ্বারা ঐ বণিজ নন্দনের ধন
 ও মান ও পুণ্য সকলই নষ্ট হইল অতএব যদ্যপি বহু
 ধন ও সুখলাভ বোধ হয় তথাপি মিথ্যাতে মতি
 হ্রাস কৰ্তব্য নহে যেহেতু মিথ্যায় কালবশত যদিও

সুখোদয় হয় কিন্তু সেও কিঞ্চিৎকাল জানিবে শেষে দুঃখভোগ অবশ্যই করিতে হইবে ।

সামান্য মিথ্যাপেক্ষা মিথ্যাশপথে আরো বিশেষ দোষ জানিবে যেহেতু মিথ্যাতে পুৰুষানা ও মিথ্যা কথন হয়, ও বিশ্বাস ঘাতি আত্মঘাতি বিশ্বাস রহিত হইতে হয় তাহাতে স্বকার্য হানি ও অপমান ও সৰ্বজন কর্তৃক অনাদর ইত্যাদি আছে বটে কিন্তু মিথ্যাদিবো উক্ত দোষাপেক্ষা অধিক দোষ জানিবে, সেই দোষের মধ্যে পুথন আত্মীয় কিংবা পরই হউক যে ধনস্বামী তাহার ধননাশ ঐ ধনকে সৰ্বশাস্ত্রে ও সকল লোকে প্রাণ হইতেও গুরুতর বলেন আর দৃষ্টও হইতেছে যে ধন ক্ষয় হইলে যদ্যপি বিজ্ঞও হয় তথাপি তাহার বুদ্ধি র হ্রাসতা জন্মে তাহা বিজ্ঞের মরণ তুল্য ক্লেশ এবং অল্প ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হয় অতএব এতদপেক্ষা বরং মৃত্যু ভাল দ্বিতীয় একজন অন্যের ধন অপহরণ করে মিথ্যাশপথ কারিব্যক্তি তাহার সহকারি হয় ইহা শাস্ত্রে ও সৰ্বলোকে নিন্দনীয় এবং চোরের সহকারিজন রাজদণ্ডার্থও বটে । তৃতীয় মান্য যে ধনস্বামী তাহার মানহানি ইহা প্রাণবিনাশাপেক্ষা অধিক ক্লেশজনক যেহেতু প্রাণবিয়োগকালীন কেবল ত জ্ঞান্য হয় দুঃখ প্রাণবিয়োগানন্তর থাকেনা কিন্তু অপমানে জীবনকাল যাবৎ তাবৎ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় চতুর্থ ধনাপহারকতাপ্রযুক্ত নীচ জনের বুদ্ধি হয় সেই বুদ্ধি হেতু

তন্নগরস্থ সকলেরি ক্রেশ জন্মে পঞ্চম মিথ্যা শপথ দ্বারা রাজবুদ্ধিভ্রংশ হয় তাহাতে প্রজাদিগের অনিষ্ট ও রাজ্য র নিন্দা ও রাজ্য নাশ পায় যঃ রাজসমক্ষে দিব্য পূর্কক মিথ্যা কথনে অধিক নিন্দা যেহেতু প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা ও দিব্য ইহার প্রত্যেকেই নিন্দনীয় আর ঐ তিনের একত্রযোগ হইলে তাহার কি লিখিব বিবেচনা করিবে আর এই তিন যদি গুরু ও রাজার সমক্ষে হয় তাহা ইহাতে যে দোষ তাহা বর্ণনে লোক সকল স্মরণ করেননা যাহাতে শাস্ত্র সমূহ পরাভূত হইয়াছেন সপ্তম প্রাণদণ্ডযোগ্য যে ব্যক্তি নয় তাহারও মিথ্যা শপথ দ্বারা প্রাণ বিনাশ হই তেছে তাহাতে মিথ্যাশপথকারি ও অভিযোগকর্তা ও রাজা সকলেই দোষভাগী হয়েন। আর অন্য২ দোষ মিথ্যাকথন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে এতদ্ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র২ দোষ আছে অতএব তোমরা এই প্রকার দোষজনক যে মিথ্যাশপথে কদাচ মন দিবে না।

ইহার উদাহরণ। মগধদেশনিবাসি মহারাজাধিরাজ সন্ধিচারক শিষ্টপ্রতিপালক দুষ্ট প্রহারক সর্বধনা নামক একব্যক্তি ছিলেন তিনি সতত সুনীতিদ্বারা সকল প্রজাদি গের প্রতিপালন করেন ইতিমধ্যে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা শপথকারী সূদীননামক একব্যক্তি উক্ত রাজার রাজ্যে বস তি করিতে বাধ্যকরিলে রাজাবিবেচনা করিলেন এইব্যক্তি উদাসীন অতএব ইহার স্বভাব না জানিয়া বাসদেওয়া

কর্তব্যানুসারে অনন্তর এই ব্যক্তিকে বসতিস্থান পুদান না করিলে এই সুদীন এক করুণাগক চাণ্ডাল তৎসহ মিত্রতা করিয়া তাহার গৃহেবাস করে। পরে এই চাণ্ডালকে সুদীন কহিল যে নিত্র তুমি অতিশয় ক্লেশ পাইতেছ তোমাকে এক পরামর্শবলি তাহাই করছ তদদ্বারা তোমার ধন ও ভূমি হইবে তাহাতে অতিশয় সুখজন্মিবে চাণ্ডাল সুদীনকে জিজ্ঞাসাকরিল যে সেপরামর্শ কি সুদীন কহিল যে সুবর্ণানক যে ধনী আছে তাহার নামে তুমি রাজসম্মিধানে অভিযোগ অর্থাৎ নালিশ করছ এই অভিযোগ দেয় যে ইনি আমার সহস্র মুদ্রা ঋণ অর্থাৎ কজ্জলইয়াছেন তাহার বৃত্তি অর্থাৎ সুদ পুদান করেন না এবং মূলধনও দেন না ইহার কারণ কি। তাহাতে সুদীনকে এইচাণ্ডাল কহিল যে নিত্র মিথ্যা পুয়োগ কি পুকারে করিব সুদীন কহিল সখে হানি কি এক মিথ্যা কহিলে সহস্র মুদ্রা পাইবে তাহাতে পরম সুখ হইবে তথাপি এইচাণ্ডাল মিথ্যাভিযোগে পুবৃত্ত না হইলে তাহার জীকে উক্করপ পুণ্ড্রিজনক বাক্য দ্বারা পুবৃত্ত করাইয়া তদদ্বারা চাণ্ডালকে পুবৃত্ত করাইল অনন্তর চাণ্ডাল জিজ্ঞাসা করিল যে মিথ্যা যদি পুকাশ পায় তবে রাজা অত্যন্ত পুহার করিবেন তাহাতে সুদীন কহিল নিত্র ভয় কি আমি সাক্ষা তোমার কোন আপদ হইবে না। পরে এইচাণ্ডাল উক্ত পরামর্শানুসারে রাজসম্মিধানে সুবরে বরিক্রন্দ অভিযোগ করিল রাজা সুবরকে দূতদ্বারা আ

নাইলেন এবং তাহাকে মুদ্রার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে সুবর কহিল আমি মুদ্রা লইনাই অনন্তর রাজারা জনীতানুসারে বাহিপ্রতিবাদির সাক্ষ্যাদি লইয়া বিনক্ষণ রূপে বিচার করিলেনও কালবশত মিথ্যা সাক্ষ্যই প্রবল হইল সুতরাং সুবর পরাজয় হইলেন এবং সর্বাঙ্গিক সহস্রমুদ্রা চাণ্ডালকে পুদান করিতে হইল । এইরূপে ঐ সুদীন ও চাণ্ডালের মিথ্যা অভিযোগে ক্রমশঃ সকল প্রজাই ধন হীন হইতে লাগিল রাজারও রাজ্য অর্থাভাবে বিনষ্ট হইল । অতএব উক্তদোষদায়ক মিথ্যাশপথে কেহ কদাচ নতি করিবেনা ।

প্রবঞ্চনা বিষয়ক ।

সত্য কিংবা মিথ্যা বিষয় দ্বারা পরের চিত্তাপহরণের নাম প্রবঞ্চনা এই প্রবঞ্চনাকারকে প্রবঞ্চক কহা যায় কুক্রিয়াতে রুতি পুত্তি পুবঞ্চনার পুতি কারণ হয় পুবঞ্চনায় সর্বত্র নিন্দা ও মান্যতার হানি ও অবিশ্বাস জন্মে পুবঞ্চক ব্যক্তি সকল বিষয়ে আপনাই বঞ্চিত হয় যেহেতু মনুষ্যবিষয়ে সর্বদা তাহার নতি ভ্রমণকরে তাহাতে শিল্প ও শাস্ত্রাদিজ্ঞান কিছুই হইতে পারে না আর যে লোক একবার বঞ্চকের সহিত ব্যবহার করেন তিনি পুনর্বার বঞ্চক পুবঞ্চনায় পরাভব পায়েন না এবং কোনও ব্যক্তি একবার ও পুবঞ্চনাক্রমে জালে বদ্ধ হয়েন না তাহাতে পুব

ঋকের ধনলাভ দূরে থাকুক মনস্তাপ মাত্রই লাভ
 হয় দেখ যে ব্যক্তি পুৰুষনা কার্যে বিরত সে সক
 লের মান ও পুয় হইতে পারে এবং তাহার অনা
 য়াসে ধনলাভ ও সুখোদয় হইতে থাকে পুৰুষক
 দুইপুকার পুথম সত্যপুৰুষক বঞ্চনাকারক দ্বিতীয় নিথ্যাপু
 রুষক বঞ্চনাকারক ইহার মধ্যে পুথম বঞ্চক দুজ্জৈয় দ্বিতীয়
 সূজ্জৈয়। পুথম যে দুজ্জৈয় তাহার পুতি কারণ এইযে
 ঐ পুৰুষক সত্য কহে তাহাতে সাধুদিগের কোন
 কার্য সিদ্ধি হইতেও পারে আর কোন কার্য
 ধুসহয় এবং এই পুৰুষক শিষ্টে সনীপে শিষ্টের
 ন্যায় ধীরে নিষ্ট কথা কহে সাধুদিগকে মুখ করিয়া
 পুৰুষনা করে দ্বিতীয় বঞ্চক সূজ্জৈয় ইহার পুতিকারণ
 নিথ্য কথা কহিয়া বঞ্চনাকরে পরে নিথ্যকথাও
 পুৰুষনা অবশ্য পুকাশ পায় তাহাতে পরের কার্য
 হানি এবং বঞ্চকের অভিলষিতের অসিদ্ধি ও অপ
 মান হয় কিন্তু দুজ্জৈয় পুৰুষকের দোষের অস্পতা
 কহিতে হইবে কেননা তাহারা সত্য কহিয়া বঞ্চনা
 করে আর সূজ্জৈয় বঞ্চকের পুৰুষনা ও নিথ্য এই
 উভয় দোষ ঘটে অতএব দুজ্জৈয় বঞ্চক অপেক্ষা সূজ্জৈয়
 বঞ্চক অতিশয় ঘৃণাপাত্র হইয়া থাকে যাহা হউক
 বঞ্চকসহ বাস ও আলাপাদি কদাচ কৰ্তব্য নহে
 কেননা তাহাতে ধনহানি ও সুখনাশ ও মানহানি
 ও বুদ্ধিহাস ও জ্ঞাননাশ হয়।

ইহার উদাহরণ। তিরটদেশে মথুরাপুর নগরে মথুরানাথনামা এক রাজা রাজ্য করিতেন তিনি অত্যন্ত সরলচিত্ত সতত সদালাপরত পর পীড়ায় পীড়িত ছিলেন কিয়ৎকালান্তর এক পুৰুষক ঐ রাজাকে সৎ স্বভাব জানিয়া ধনাপহরণ মানসে বিবেচনা করিল যে ব্যাঘ্রের ভক্ষ্য মৃগ ও গরুড়ের ভক্ষ্য সর্প ও শ্যোন পক্ষির ভক্ষ্য অন্য পক্ষী ও কুলোকেব ভক্ষ্য সাধুলোক অতএব রাজা অতি সাধু ইহার ধন আমি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিব কিন্তু উপাসনা ভিন্ন ইহার নিকট প্রতিপন্ন হওনের অন্য উপায় নাই এই স্থির করিয়া উক্ত বধক সৰ্বদা রাজার সেবা করিতে লাগিল দুর্জনদিগের এমত স্বভাব তাহার। আপনাদিগের কার্য সাধনার্থ বাহ্য সারল্য ব্যবহার ও সতত আনুগত্য তোষামোদ এবং কাৰ্পনিক আশ্রয়িতা দেখাইয়া সরল ব্যক্তিদিগকে মুগ্ধ করে কিন্তু পরিণামে অতিশয় কৌশল পুদ হয় সুতরাং ঐ পুতারক। কিয়দ্বিবস পর্য্যন্ত ছায়ার ন্যায় অনুগত থাকিয়া না নাবিধ কাৰ্পনিক সম্পূর্ণ দ্বারা ভূপতিকে বশীভূত করিয়া অতিশয় প্রতিপন্ন হইল অনন্তর অন্তরে চিন্তা করিল যদি কোন কৌশলে এই নরপতিকে দেশান্তর করিতে পারি তবেই আমার ইষ্টসিদ্ধি হয় ইহা ভাবিয়া ধূস্ত রাজনানাদেশীয় কথা দ্বারা ভূপালের মন স্তুষ্টি করিয়া কহিল মহারাজ এই রাজ্যে নিত্য উপভুক্ত বস্তুর ভোগে

কি সুখ হইতে পারে যে দেশে অনুপভুক্ত জীর ভোগ ও
অদৃষ্ট বস্তুর দর্শন ও অভুক্তদ্যবোর ভোজন হয় এমন
স্থানে কিয়দ্বিবস বাস করিলে সুখী হইতে পারিবেন অ
তএব সেই স্থানের বৃত্তান্ত শ্রবণ করাই অবধান করুন।

সংকুল সরসীরূপ শোভিত সরোবর ও সমটপদ পুষ্প
শোভিত লতা রূপ বন এবং সুবর্ণ ময় ঠৈল সমুহ র
ম্যা অটালিকা, ও মনোরমা রমণী পুভূতি নানাপুকার
সুখাবহবস্তু দেশান্তরে গমন ব্যতিরেকে কদাচ উপভো
গ্য হইতে পারে না ইহা শুনিয়া নৃপতি দেশান্তর গম
নোৎসুক হইয়া বলিলেন সখে দেশ ভ্রমণে আমি গমন
করিব কিন্তু তোমাকে আমার সহচর হইতে হইবে
তাহাতে বঞ্চক বলিল মহারাজ যদ্যপি আপনার ইচ্ছা
হইয়া থাকে তবে এই কথা পুকাশ করিবেন না তাহা হই
লে দেশান্তরে ভ্রমণ হইবে না অপর বহুমূল্য রত্ন পাথেয়
লইবেন অর্থাৎ রজনীর শেষভাগে যাত্রা করিব নরপতি
তাহাই স্বীকার করিলেন ইহাতে ঐ বঞ্চক মনোরথ সিদ্ধি
র সোপান দেখিয়া স্বীয় বাসস্থানে যাইল এবং স্বীয় ভ্রাতা
কে সংগোপনে কহিল যে রাজার সহিত রাজপ্রিশেষে আ
নি বনে যাত্রা করিব কিন্তু তুমি পথিমধ্যে আমাদিগের
সহিত মিলিবে এই কথা বলিয়া ঐ পুবঞ্চক রজনীশেষে
ভূপতির সঙ্কেতিত স্থানে উপস্থিত হইল এবং ভূপালপ
রামর্শানুসারে বহুমূল্য ধন গ্রহণ করিয়া বঞ্চকের সহিত

পুস্থান করিলেন পথিমধ্যে উক্ত বঞ্চকের ভ্রাতা উক্ত পরামর্শানুসারে মিলিত হইয়া তাহাদিগের পশ্চাৎগামী হইল অনন্তর ধরণীপতি বনমধ্যে পুবেশ করিয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে লাগিলেন তাহাতে অত্যন্ত শ্রান্ত ও পিপাসার্ত হইয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইলেন এই বঞ্চক এই সুযোগ পাইয়া রাজার সনস্ত বহনুল্য রত্ন আপনার ভ্রাতার দ্বারা স্বগৃহে পাঠাইয়া দিল এবং তীক্ষ্ণাণু দুই কাষ্ঠ শঙ্কুদ্বারা ধরানাথের চক্ষুদ্বয় বিদীর্ণ করিল তাহাতে রাজা অত্যন্ত কাতর হইয়া ছল নিদ্রিত বঞ্চককে কহিলেন নিত্র আমার চক্ষুদ্বয় বিদীর্ণ করিলে বঞ্চক ভগ্ননিদ্র হইয়া কহিল সে কি সখে আমি নিদ্রানিত হিন্দান তবে সেই পথিক তোমার চক্ষুদ্বয় বিদীর্ণ পূর্বক রত্ন লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে রাজা বিবেচনা করিলেন যে সেই পথিক ইহার সহায় হইবে কারণ আমার নয়নে আঘাত মাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে যদি এক্ষণে সেই পথিক বনগৃহণ করিয়া পুস্থান করিত তবে তাহার পদক্ষেপ জন্য শব্দ হইত আর নিদ্রানিত মনুষ্য নিদ্রা ভঙ্গ মাত্রই বাকি পুকারে জানিল যে আমার নিকটস্থ রত্ন অপহৃত হইয়াছে অতএব এই দুরাত্মারি কন্ম এই বিবেচনা করিয়া ধরণীশ্বর এই বঞ্চককে দূর করিয়া দিলেন এবং কাতর হইয়া কিঞ্চিৎকাল তৎস্থানে স্থিত হইলে অনন্তর শুনিলেন এই বৃক্ষোপরি এক শূক স্বীয় পুত্রকে কহিতেছে এই বৃক্ষের ছাল চূর্ণ যদি কেহ এই নক্ষত্রা তীরস্থ রাজার

নয়নে দেয় তবে তাঁহার অক্ষতা দুঃস্থ হয় তক্ষুবর্ণে উক্ত ধ
 রাধিনাথ ঐ বৃক্ষের ছাল চূর্ণ নয়নে দিবামাত্র উত্তম চক্ষু
 হইল কিন্তু ঐ বৃক্ষক দিনদ্বয়ানন্তর মথুরানাতথের গৃহে
 গমন করিয়া কহিল রাজার মৃত্যু হইয়াছে মরণকালে
 আমাকে অনুমতি করিয়াছিলেন যে যাবৎ আমার পুত্র
 প্রাপ্ত বয়স্ক না হয়েন তুমি তাবৎ রাজত্ব করিবে এই প্র
 কার বলিয়া বৃক্ষক রাজত্ব করিতে উদ্যত হইলে অতি বি
 জ্ঞ রাজমন্ত্রী রাজকীয় যাবদ্বিষয়রোধ করিলেন কিন্তু বৃক্ষ
 ককে মান্যতা করিতে লাগিলেন । অনন্তর রাজামথুরানা
 থ প্রাপ্তপূর্বাবস্থ চক্ষুঃ হইয়া নিজ রাজ্যে উপস্থিত হইলে
 ন তদৃষ্টে ঐ বৃক্ষক অত্যন্ত ভীত হইল কিন্তু রাজা বৃক্ষককে
 ভীত দেখিয়া অলিঙ্গন পূর্বক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন তা
 হাতে বৃক্ষক অতিশয় লজ্জা পাইল ভূপতি উহার লজ্জা
 ও ভয় দেখিয়া অভয় প্রদান করিলেন । এইরূপে কিয়দ্দিবস
 গত হইলে ঐ বৃক্ষকের লজ্জা ও ভয়প্রযুক্ত পঞ্চদশ প্রাপ্তি
 হইল তাহাতে রাজা অত্যন্ত আতঁ হওয়াতে পরিবারেরা
 জিজ্ঞাসা করিলেন যে মহারাজ ঐ ব্যক্তির ব্যবহার জানিয়া
 ছেন তথাপি তন্নিমিত্ত কেন ক্ষোভ করিতেছেন তাহাতে
 রাজা কহিলেন যে আমাকে দর্শন করিয়া ঐ ব্যক্তি ভীত
 ও লজ্জিত হইয়াছিল অতএব ঐ ব্যক্তি অন্য বৃক্ষকাপেক্ষা
 উত্তম কারণ অন্য বৃক্ষকের ন্যায় নিলজ্জ ও ভয়হীন নহে
 যাহা হউক হে বালকগণ বৃক্ষকসহ আলাপ ও বাস কদা
 চ করিবেনা ।

জুয়াখেলা বিষয়ক।

প্রাণি কিংবা অপ্রাণি করণক যে ক্রীড়া তাহার নাম খেলা এই খেলা যদি পণপূর্বক হয় তবে তাহাকে লোক জুয়াখেলা বলে ইহার প্রতিকারণ অনশ্য ও মন্দপুত্র ও দৌর্ভাগ্য প্রভৃতি এই জুয়াখেলাতে কদাচকেহ প্রবৃত্তি করি ও না যেহেতু এতদ্বারা জ্ঞান ও ধন ও মান ও আচার ও উপভোগ ও পুত্রাদি মেহ সকলই বিনষ্ট হয়। আরো দেখ জুয়াখেলিতেগেলে অতিকদাচার নীচের সহিত একা সনে বান ও আহাৰ প্রায়ই ঘটে। এবং জুয়াখেলকেরা তদাধারকে অর্থাৎ টেবিলকে কেহ ২ তীর্থস্থান কেহ বা গুরুস্থান কেহ বা বিদ্যাস্থান ইহিতে ও অধিক মান্যতা করে। আরো যে জন খেলাতে পরাভূত হয় সে ব্যক্তি অন্যের নিন্দা ও বন্ধুকে তাচ্ছল্য ও স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং যে জন জয়ী হয় সেই জন স্ত্রী পুত্রও ভ্রাতৃ পুত্রতিরও মন্দ করে অর্থাৎ এই খেলককে অনায়াসে অনেক অর্থ উপার্জন করিতে দেখিয়া স্ত্রী পুত্রাদিও লুপ্ত হয় সুতরাং এই ক্রীড়াতে তাহাদিগের আসক্তি জন্মে সকলেই অসৎ কর্ম্য ইহিলে কলে কলে মন্দ হইয়া উঠে আর এই জুয়াখেলকেরা এই পথগামী করাইবার নিমিত্ত কোন ২ জনসহ মৌখিক নিব্রতা করে। অতএব সাধুগণ এমত অনিষ্টকারি কুৎসিতসহ কদাচ আলাপাদি

সংসর্গ করিবেন না কারণ তৎসংসর্গে থাকিলে তৎকর্মে
নতি জন্মে তাহা হইলে মানও ধনাদি সকলই বিনষ্ট
হইবে ॥

জুয়াখেলক ব্যক্তির যদি স্বদল মধ্যে থাকে তবেই ভাল
নতবা অন্য২ সহসংসর্গ হইলে সকলেরি অহিতাচরণ হয় ।
কিন যদ্যপি দস্যুকত্বক অপহৃত হয় সেও ভাল কারণ ধন
পুনর্বার সঞ্চয় হইতে পারিবার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু জুয়া
খেলাতে সঞ্চিত ধন বিনাশ ও উপার্জন চেষ্টাবাহিত্য ও
কুদ্ধিভ্রম ও দুঃখতি প্রভৃতি জন্মে তাহাতে মনুষ্য বিনাশ
পায় । আর সজ্জনগণ জুয়াখেলককে চোর হইতেও অপ
কষ্ট জ্ঞান করেন এবং স্বীয় সমীপে কদাচ আসিতে দেননা
এ খেলকেই চৌর্য ও দস্যুত্বের আকর কহিতে হইবে
কেননা যখন জুয়াখেলকদিগের টাকার অনাটন হয় তখন
তাহারা শুদ্ধ চৌর্য ও দস্যু কার্যের উপর নিভর করে কারণ
জাহ্নমিগের এমত ক্রমতা নাই যে তাহা কোন সৎকর্ম ক
র্ম্মিয়ার্থ উপার্জন করিতে পারে জুয়াখেলক ব্যক্তির পিতা
মাতার এমত কুসন্তান হওনা পেকা সন্তান বিরহই উদ্ভব
এবং তাহার জীবন বৈধব্যই শ্রেয়ঃ কারণ তাহার জীবনে
পিতা মাতা ও জীবন সন্তান বিরহ ও বৈধব্যকণ ক্লেশ
পেকা অধিক ক্লেশ জন্মে । আর কেহ২ কহিয়া থাকেন
যে এই খেলকের দেনাবিষয়ে বিচার অর্থাৎ মোকদ্দমা হয়
না যেহেতু আত্মগুণা করিয়া স্বয়ংই কহে যে এই খেলা

নিমিত্ত এতমুদ্রা দেনা আছে এতাবত। জুয়াখেলাতে
বহুধন প্রদান হইয়াছে ইহাম্পষ্টরূপে জানায় সুতরাং
তদ্বিষয়ে পরিপক্বতার গর্ভই প্রকাশ করা হয়। আরো
এক আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে বর্দ্ধিষুলোক সকল এত
দ্বিষয় নিন্দনীয় বলেন অথচ এই খেলাতে রত হয়েন যাহা
হউক খেলকের পিতা মাতার উচিতযে এই দোষের উপ
ক্রমাবধি পুত্রের প্রতিতাড়না করেন উপদেশকরো কর্তব্য
তাহারা উপদেশ পুদান করেন যে বালকেরা কদাচ এই
কুৎসিত কর্ম্ম না করে তাহা হইলে সকলেরি পক্ষে মঙ্গল
হইতে পারে। আর দেখ এই খেলার কি পুকার শক্তি
তাহা কিছই বোধ গম্য হয় না যেহেতু রাজা দোষযুক্ত
জনকে দণ্ডাদি দ্বারা তদোষ হইতে নিবারণ করেন কিন্তু
রাজা এই দোষ বিলক্ষণরূপে জানিয়াও যদি ইহাতে আসক্ত
হয়েন তবে কখনই খেলকদিগের দণ্ড করিতে পারেন না
এবং ব্যবসায়ি ব্যক্তি যদি খেলককে বিশ্বাস করেন তবে
তাহার মূলধন নষ্ট হইয়া অবশেষ কারাগারে অরহিতি
করিতে হয়। আর বৃদ্ধিজীবী অর্থাৎ সুদ গ্রাহিরা খেল
ককে কদাচ কড়্জ দিবেন না যদিপি দেন তবে আর যে
অর্থ সহ সংদর্শনের অসম্ভব জানিবেন। অতএব পুনঃ
কহিতেছি এই কুকর্ম্ম যাহাদিগের মতি আছে তাহারা
পরিত্যাগ করুন আর যাহাদিগের মতি নাই তাহারা
এতদ্বিষয়ে কদাচ মতি না করেন ॥

ইহার উদাহরণ। ধর্ম্য পুর নামক রাজ্যে হরিদাস নাম
ক এক রাজা রাজত্ব করিতেন তিনি জুয়াখেলাতে আসক্ত
ছিলেন তাঁহার সহিত খেলাতে অনেক নিপুণ খেলকও
পরাজয় পাইয়াছেন এবং অনেকে তাঁহার সহিত খেলা
তে নিদ্রান হইয়া চোখা ওদসু। বৃত্তিতে রত হইয়া কাল যা
পন করিতেছেন এই খেলা দ্বারা ঐ হরিদাসের অসংখ্য ধ
ন হইল কিন্তু কিয়দ্দিবমানন্তর মৃজাপুরনিবাসি হরিশ্চন্দ্র
নামক এক শৌণ্ডিক আর তৎসহচর এক রজক ও একচর্ম্ম
কার ও এক স্বর্ণকার এই কয়েকজন মিলিত হইয়া ঐ হরিদা
স সন্নিপে আসিয়া খেলিবার মানস প্রকাশ করিল তাহা
তে রাজা অতিশয় তুষ্ট হইলেন এবং ক্রীড়ারম্ভ হইল কি
ন্তু উক্ত পঞ্চজনে পঞ্চদিন খেলাতে এমত রত রহিল যে
এই পঞ্চদিন মধ্যে কেবল মলমূত্র পরিত্যাগার্থ খেলার
আসন পরিত্যাগ হইত নতুবা একক্ষণও আসনের সংযোগ
নাশ পাইত না এবং ক্ষণিক আহ্লাদ জন্য যে নেত্রনির
তদদ্বারা ইন্দ্রিয়ান নির্বাহ হইত আর তদাসনে খেলা করত
কিঞ্চিৎ আহারে প্রাণধারণমাত্র ছিল ও নিদ্রাদির সে
ই স্থানে গমন শক্তিও ছিল না এই খেলার তৃতীয়দিবসে
ঐ হরিদাসের পুত্রকে সর্পেদংশন করিল তাহাতে তাঁহার
দাসী খেলা স্থানে আসিয়া ঐ হরিদাসকে কহিল যে মহারা
জ তোমার পুত্রকে সর্পেদংশন করিয়াছে তাহাতে হরিদা
স এই উত্তর করিলেন যে এইক্ষণে বিরক্ত করিও না তাহা

তে দাসী পুনর্বার বলিল মহারাজ বিষ প্রায় রাজনন্দনের বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত উঠিয়াছে ইহা শুনিয়া হরিদাস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বারপালকে দাসীকে বহিনির্গত করিতে অনুমতি দিলেন তাহাতে দাসী অপমান ভয়ে অন্তঃপুরে পলাইল ক্রণেককাল পরে বিষাক্রমণে তৎপুত্রের পঞ্চত্র প্রাপ্তি হইল তন্নিমিত্ত ঐ হরিদাসের স্ত্রী ও অন্য পরিবার অতি উচ্চৈশ্বরে রোদন করিতে লাগিল তাহাতে হরিদাস নজিচ্ছাসা করিলেন কি শব্দ হইতেছে খেলকেরা বলিল যেনগরে লোক সকল কি নিমিত্ত গোল করিতেছে এই প্রকার তন্মনস্ক হরিদাস খেলাতে ক্রমেঃ ধন ও রাজ্য ও দাস দাসী ও ঘোটক গজ প্রভৃতি হারিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে রাণী পুত্র শোকে জ্ঞান শূন্য প্রায় পৃথিবীতে পতিতা আছেন তাঁহার অঙ্গে বহুমূল্য বহু ভূষণ দীপ্তি পাইতেছে তদৃষ্টে হরিদাস হৃষ্ট হইয়া বলক্রমে কাড়িয়া লইয়া পুনর্বার খেলাতে অর্পণ করিলেন কিন্তু ঐ রাণী অটালিকোপরি দণ্ডায়মান হইয়া দর্শন করিলেন যে ঐ খেলকেরা সকল ধন লইয়া যায় এবং স্বীয় পরিও অধিকার করে এতদৃষ্টে রাণী স্বীয় সৈন্য দ্বারা খেল কদিগকে দূর করিয়া দিলেন এবং হরিদাসকে সকলিই নিন্দা ও তিরস্কার করিতে লাগিল তথাপি তাহার লজ্জা হইল না। দেখ মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির মহাশয়ের এই

খেলাহেতুকি^২ অবস্থা না হইয়াছে তাহা মহাভারতে বর্ণিত আছে অতএব ইহাতে কদাচ কেহ প্রবৃত্ত হইবে না।

চৌর্য্য বিষয়ক।

দ্রব্যস্বামির সমক্ষে কিংবা অসমক্ষে পরদ্রব্যের যে অপহরণ তাহার নাম চৌর্য্য এই চৌর্য্য যেজন করে তাহার নাম চোরচৌর্য্যের প্রতি কারণকুসংসর্গ ও কুৎসিতাচরণ ও বুদ্ধির অম্পতা। রূপভেদে চোর নানা পুকার তাহার মধ্যে পুথম ছেছোড় দ্বিতীয় হাতচোর তৃতীয় গিন্দেল চতুর্থ যোয়াচোর পঞ্চম লেঠেরা ষষ্ঠ বোম্বটে সপ্তম দস্যু অর্থাৎ ডাকাইত এই সপ্ত পুকারকেই চোর বলা যায় মানবদিগের কত্তব্য যে চৌর্য্য কার্য্যে কদাচ কেহ প্রবৃত্ত না হয়েন কারণ চৌর্য্যদ্বারা মানহানি ও দুঃখ ও রাজ বিদ্রোহ ও পুণনাশ ও মনস্তাপ পুভূতি ঘটে আরো দেখ যাহারা চৌর্য্যেরত হয় তাহার মনে করে যে অম্প আয়াসে বহুধন পাইবে তদ্বারা সুখ হইবে অন্যান্য মনুষ্যদিগকেও এইপুকার উপদেশ দেয় কিন্তু তদ্বারা কিছুই সুখ হইতে পারে না কারণ অপহৃতদ্রব্য বহুজনে বিভাগ করিয়া লইলে এক^২ অংশ অতিঅম্প হয় আর চৌর্য্য পাপদ্রব্য অতি অম্পমূলে বিক্রয় হইয়া থাকে প্রতিদিন ও কিছু পরদ্রব্য অপহরণ হয় না। এবং চৌর্য্য কদাচ পুচ্ছমথাকেনা অর্থাৎ যাহার ধনাপহরণ হয় তাহার বহু অনেষণ ও এত দ্বিষয়ে অত্যন্ত রাজশাসন ও রাজকীয় পুজারক্ষকদিগের

অতিশয় অনুসন্ধান ও চোরের সতত ভীতি স্বভাব সংদর্শন ইত্যাদি কারণ কলাপ বশতঃ চৌর্য্যপুকাশ হইয়া পড়ে আরো দৃষ্ট হইতেছে চৌর্য্যবৃত্তিরত ব্যক্তি দিগের কখন সুখ ও মাননাই কেবল ক্লেশভোগ মাত্র পরে রাজসম্মিধানে চোরের কি পর্য্যন্ত ক্লেশ তাহাও বলা যায় না এবং পুণ হইতেও ধন শ্রেষ্ঠ এমনত ধন নষ্ট হইলে ধনির কি পুকার মনঃকোভ তাহা বিবেচনা করহ চৌর্য্য দ্বারা পরের অত্যন্ত মনঃকোভ ও কাহারও পুণ বিনাশ হয় অতএব চৌর্য্য কার্য্যেরত যেজন সে কি কুকর্মান্না করিতে পারে অপর দেখ যদি কোন কথার ত্রুটি হইলে অনেকে অপমান বোধ করেন তাহাতে মনুষ্যদিগের ভয় হয় তাহা আপনাদের বিবেচনা করহ কিন্তু চোর মনোদুঃখ ও পুণিবিনাশেতে ও ভীত হয় না। আর চৌর্য্যে যেহেতু বহুদোষ ফল তাহা সকলেরি পুণ্য পুতাক্ষ হইতেছে অতএব চোরসহ সংসর্গ ও বাসাদি ও চৌর্য্যে মতি কদাচ কন্তু ব্যনহে।

ইহার উদাহরণ। বুদ্ধপুত্রনদ তীরে ক্ষেত্রনাথনামক এক রাজা ছিলেন তিনি এক দিবস বিবেচনা করিলেন যে তাঁহার রাজ্যে চোরের অত্যন্ত দৌরাভ্যা হইয়াছে অতএব চোরদিগকে দমন করা উচিত আর ইহারা কি পুকারে চুরি করে তাহা দেখিবেন অনন্তর নৃপতি তদদর্শনার্থ গ্রামের পুস্তভাগে এক ক্ষুদ্র বনমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন এই সময়ে ঐ স্থানে চোরিজন চোর আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পরামর্শস্থির

করিয়া ভোজন করিতে আরম্ভ করিল তৎসময়ে রাজা পুকা
শিত হইয়া কহিলেন যে ভাই তোমরা আমাকে কিঞ্চিদু
চ্ছিষ্টান্ন দেও তাহাতে চোরেরা কহিল যে তোমাকে অন্ন
দিলে আমাদিগের কি উপকার হইবে আর তুইকে তাহা
বল রাজা কহিলেন আমি দরিদ্র গুণে ভিক্ষা না পাইয়া
ক্ষুধার্ত হইয়াছি অতএব তোমরা অন্নপুদানে আমার পুণ
রক্ষা করহ অনন্তর আমি তোমাদিগের দুব্যবহন করিব
এই কথা শুনিয়া চোরেরা ভূপতিকে কিঞ্চিৎ পুদান করিল
রাজা ঐ অন্ন লইয়া জলে গুল্ফেপ করিয়া কহিলেন যে ভো
জনে পুণরক্ষা হইল এমত সময়ে এক শূগাল শব্দ করিল
তাহা এক চোর বুলিতে পারিয়া অন্য তিনজন সহ বলিল
যে শূগাল কহিতেছে যে চারিজন চোর একজন রাজা স্বত
কার্যসাধনার্থ এইস্থানে আছে ইহাতে তিনজন চোর
কহিল যে রাজা যদিপি হইবে তবে উচ্ছিষ্ট ভোজন কদাচ
করিত না চল কার্য সাধন করাশীঘ্র কর্তব্য ইহা বলিয়া
পঞ্চজনে তন্নগরস্থ এক ধনির গৃহে যাইল এবং তাহার
ধনাগারে সিঁদদিয়া বহুধন গৃহণ করিয়া পুস্তান করিতে
ছিল এমত সময়ে গৃহপতি জানিতে পারিয়া সন্তোষ হই
য়া তন্নিরোধার্থ গমন করিল কিন্তু চোরেরা লগুড় দ্বারা
তাহার প্রাণনাশ ও সন্ধির অস্ত্রদ্বারা ভূতাদিগকে নাশ
করিয়া পলাইল পরে রাজা চোরদিগের দ্রব্য বহন পূ
র্বক তদগৃহে রাখিয়া স্বগৃহে আইলেন পর দিবসীয় পু

ভাতে গুণরক্ষক দ্বারা উক্ত চারিজন চোরকে আনাই
য়া তাহাদিগকে কহিলেন যে তোমরা এই দৌরাগ্র্য
কিনিমিত্ত করহ ইহাইহাতে নিবৃত্ত হও আর আনাকে
চিনিতে পারিয়াছ তাহাতে চোরেরা উত্তর করিল মহা
রাজ আনাদিগের চৌর্যের পুতি কারণ দারিদ্র্য এবং
মহারাজকেও চিনিয়াছি শৃগালও কহিয়াছিল যে আপ
নি মহারাজ কিন্তু নীতিজ্ঞজন আপনার বুদ্ধ্যানুসারে ক
র্ম করিবেক অন্যের বুদ্ধিকপ কদর্মে মগ্ন হইবে না। অ
নন্তর কারণ আত্ম বুদ্ধি শুভকরী হইয়াছে এজন্য আন
রা শৃগালের কথা অগ্রাহ করিয়া ছিলাম এই কথা শ্রু
য়া নৃপতি তাহাদিগকে পুনর্বার কহিলেন তোমরা এই
দুশ্মতি ত্যাগ করহ আর দারিদ্র্য শমতার জন্য তোমা
দিগকে এক এক গুণ প্রদান করিলাম তাহার অধিপতি
হইবে আর এই কুকর্ম কদাচ করিবে না তাহাতে চো
রেরা কহিল মহারাজ দরিদ্রতাই কেবল কুকর্মে মতি ও
চৌর্যাভ্যান ও শঠতা ও নীচোপাসনা ও কুপণ সমীপে
যাওয়া এই সকলের বীজ হয় যদি দরিদ্রতা দূর হইল তবে
কিনিমিত্ত কুকর্ম করিব এই কথা বলিবায় ভূপতি তষ্ট
হইয়া তক্ষরদিগকে কয়েক খানি গুণ প্রদান করিলেন
এবং তক্ষরেরা তাহার অধিপতিত্ব করিতে লাগিল কিন্তু
স্বভাব কখনই দূর হয় না অর্থাৎ উক্ত তক্ষর চতুষ্টয় গুণা
ধিপতি হইয়া ওচৌর্য কার্যহইতে বিরত হইতে পারিলনা

প্রত্যহই সকল প্রজার ধন অপহরণ করিত তাহাতে তা
বৎ প্রজাই নির্জন হইল কিয়দ্বিবসানন্তর ঐ রাজা চোরদি
গের পরীক্ষার্থ একজনকে পুরণ করিলেন সেইব্যক্তি তাহা
দিগের পরীক্ষা করিয়া রাজাকে কহিল যে মহারাজ দুর্জয়
লোকের গুরু ভার বহন ও মন্দাগ্নি পুরুষের গুরু দুবা ভো
জন ও কুব্জির রাজ্যপাশ্চি এই সকল দুঃখজনক ব্যতিরেকে
সুখজনক হয় না সেই দুরাত্মারা সকল কুকর্মই করিতেছে
আর পূজাদিগের মান ও ধন সকলই নাশ হইয়াছে অনন্তর
রাজা পুত্রে দর্শন করিয়া ঐ চোরদিগের ধন সকল পু
জাকে পুদান করিয়া যথোচিত দণ্ড করিলেন অতএব এম
ত চৌর্য্য কেহ মতি করিবে না যেহেতু তদ্বারা ধন ও মান
ও পুণ্য সকলি যাইবে ।

হিংসাপ্রিয়ক বিবরণ ।

অপারের ঐশ্বর্য্যাদি দেখিলে মনে যে বিকার জন্মে তাহা
র নাম হিংসা ইহা বিষয় ভেদে ও আকার ভেদে নানাবিধ
হয় অসংসংসর্গ ও কুৎসিতাচরণ নিবৃদ্ধিতাকে হিংসোৎপ
ত্তির প্রতি কারণ কহিতে হইবে হিংসায়ুক্ত ব্যক্তিকে হিংসু
বলা যায় হিংসা সর্ব্বথা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বকর্তৃক ত্যাজ্য
হইয়াছে যেহেতু হিংসা দ্বারা পরদেষ ও পরনিন্দা ও প
রের অনিষ্ট চেষ্টা হয় এবং তদ্বারা যদ্যপি পরের অনিষ্ট না
জন্মে তবে তজ্জন্য ক্ষোভযুক্ত হইতে হয় আর হিংসুব্যক্তি
আত্মাপকারকের দেষ ও নিরপরাধিকে সাপরাধি জ্ঞান

করে ও আপনি অপরাধী হইলেও লজ্জিত হয় না। ম
হৎ এক আশ্চর্য্য এই হিংসকেরা পরের অনিষ্ট করিতে না
পারিলে সর্বদা আন্তরিক দুঃখানলে দগ্ধ হইতে থাকে
সর্প ও ব্যাঘ্র ও সিংহ প্রভৃতি ও হিংসু বটে কিন্তু তাহা
রা কোন কারণ হেতু হিংসা করে হিংসু মনুষ্য কারণ ব্য
তিরেকেও হিংসাধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় সেই হেতু এই হিংসু
জগতের শত্রু ও সর্পাদি অপেক্ষা সতত সকলের অতিশয়
ভয়দায়ক জানিবে। হিংসাহেতু মনস্তাপ মনস্তাপজন্য বুদ্ধি
নাশ বুদ্ধিনাশহেতু প্রাণ বিনাশ হয়। আর এই হিংসাদ্বা
রা ধন ও ভূম্যাদি সকল বিষয়ই বিনাশপায় কারণ তদ্বারা
সকল জন সহ বিরোধ জন্মে তৎপ্রসঙ্গে রাজ সম্মিধানে
উপস্থিত হইলে রাজদণ্ডাদি জন্য সকলার্থ বিনষ্ট হয় আ
রো দেখ এমন সুখ সংভোগার্থ ও জ্ঞানাধার মানুষ শরী
র সংপ্রাপ্ত হইয়াও কেবল এক হিংসা হেতু সকল রক্ষিত
হইতে হয় বোধ হয় যে হিংসাহইতে কামক্রোধাদি ওকুৎ
সিত নহে কেননা কামাদিযুক্ত জনগণ সজ্জন সদ্ধ ও সজ্জন
বচন শ্রবণ ও লজ্জা ও ভয় ও অন্য২ কারণ বশতঃ কাম
ক্রোধাদি হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে কিন্তু হিংসায়ুক্ত
জন কোনরূপে হিংসা পরিত্যাগ করিতে পারে না
এবং কামাদি কোন কারণহেতু বুদ্ধি পায় কিন্তু বিনাকার
রণে হিংসা জন্মিয়াথাকে কামাদিযুক্ত জন সকলের শ
ত্রু নহে হিংসুসকলেরি শত্রু হয় অতএব হে মনুষ্যগণ তো

মরা হিংসা পরিত্যাগ করহ হিংসাকে শরীরে কদাচ স্থা
ন প্রদান করিওনা আরো দেখ হিংসককে কেহ বিশ্বাস
করে না এবং ঈর্ষাকে কেহ হিংসা কহে কিন্তু তাহা ন
হে হিংসা ও ঈর্ষায় কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে তাহা হিংসা
ও ঈর্ষার ও লক্ষণ ও স্থলদর্শনে বিবেচনা করিবে ।

ইহার উদাহরণ । দ্রাবিড় প্রদেশে প্রিয়মদ নামা এক
ব্রাহ্মণ বাস করিতেন তাঁহার বাসস্থলীর সম্মিথানে এক না
পিত থাকিত কিয়দ্বিবসান্তর এই নাপিতের এক পুত্র জন্মি
ল কিন্তু এই নাপিত পাড়োপনক্ষে স্ত্রীসহ যমালয়ে প্রস্থান
করিল । অনন্তর প্রিয়মদ এই নাপিত তনয়কে অত্যন্ত কা
তর দেখিয়া স্বীয় ভবনে আনিলেন এবং অতিয়েহে প্রতি
পালন করিয়া বিদ্যাভ্যাস দ্বারা নিপুণ তনু করিলেন
পশ্চাৎ তন্নগরাধিপতি সঙ্গীপে মস্ত্রিকপে নিযুক্ত করি
য়া দিলেন হায় কি অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির আশ্চর্য ধর্ম এইল
স্বভাব ব্রাহ্মণ প্রতি পালিত নাপিত পুত্র রাজসম্মিথানে
বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়া এই ব্রাহ্মণের প্রতি দৌরাভ্যু্যকরিতে
লাগিল তাহাতে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া অন্যচিত্ত ছিলে
ন এমনত সময়ে এই ব্রাহ্মণের বন্ধু আসিয়া নিত্রকে দুঃখিত
ও অন্য চিত্ত দর্শন করিয়া কহিলেন যে নিত্রতুমি কিনিনিত্ত
এতদুঃখিত হইয়াছ ইহাতে ব্রাহ্মণ উক্ত নাপিত তনয়ের
বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন । পরে তদ্বন্ধু কহিলেন ইহার
এক উপায় আছে অর্থাৎ দুর্জনের প্রত্যপকার ব্যতি

রেকে শাস্ত্রস্বভাব হয় না অতএব তাহাই তুমি করহ তা
হাতে ব্রাহ্মণ কহিলেন ঐ ব্যক্তি রাজার প্রিয় ইহার অপকা
র করিলে আমার পুতি অত্যন্ত দৌরাগ্ন্য করিবেক তন্মিত্র
বলিলেন যে মিত্র দুর্জনের পুতি আঘাত করিলে দৌর্জান্য
শমতাপায় ইহা বিজ্ঞরা কহিয়াছেন অতএব এই উপায়
করিলে ঐ ব্যক্তি তোমাকে স্তব করিবেক ও কোন অনিষ্টে
পুৰ্ব্ব হইবে না অতএব তুমি রাজার নিকটে জানাও লো
ক বল নাই যে তদ্বারা অপকার করিবে রাজাও এতদ্বিষ
য়ে অবশ্য পক্ষপাত রহিত হইয়া বিচার করিবেন কারণ
তুমি যথার্থবাদী ইহা ও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে রাজার
সেনাই বল এবং কুবুদ্ধির কুক্তিয়াই বল ও দরিদ্রের সাধুই
বল আর সাধুর যথার্থই বল অতএব যথার্থ নিবেদন করি
লে তাহার হিংসার শমতা অবশ্যই হইবে । অনন্তর ঐ
ব্রাহ্মণ মিত্র সহ রাজ সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক ঐ নাপিত
তনয়ের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ও তৎকালীনের বৃত্তান্ত জানাইলেন
রাজা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিতেন এবং তৎকালীনের বৃত্তান্ত
জ্ঞাত হইয়া নাপিত তনয়কে হিংস্ররূপে জানিয়া তাহার
সমস্ত ধন ঐ ব্রাহ্মণকে দিলেন এবং ঐ হিংসকের মস্তক
মুণ্ডনপূর্ব্বক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিলেন । হে মনাব
বর্গ তোমরা কদাচ হিংসাধর্ম্মে রত হইবেনা কেননা হিং
সু হইলে উক্ত নাপিত পুত্রের অবস্থাতুল্য অবস্থা ভোগ

করিতে হইবে এবং হিংসকের সহিত সদা আলাপ ও বাস ইত্যাদি সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে ॥

ঈর্ষাবিসয়ক

পরগুণের যে অসহিষ্ণুতা অর্থাৎ অন্য ব্যক্তির উত্তমতা দর্শন ও শ্রবণ করণে যেকাंतरতা তাহার নাম ঈর্ষা ঈর্ষোৎপত্তির প্রতি কারণ অচ্ছতা অতএব পারদর্শিবিদ্ধ কতৃক নিন্দনীয়। কিন্তু অস্পবুদ্ধি কতৃক প্রশংসিত। এই ঈর্ষাবিসয় ভেদে নানাবিধ। তাহার মধ্যে প্রথমা পরিচ্ছদ বিষয়িকা দ্বিতীয়া ঐশ্বর্য্য বিষয়িকা তৃতীয়া পতি বিষয়িকা চতুর্থী শিল্প বিষয়িকা পঞ্চমী শাস্ত্র বিষয়িকা ষষ্ঠী জ্ঞান বিষয়িকা প্রথম ঈর্ষা দ্বারা অন্যের পরিচ্ছদ সংদর্শনে তদনুকূপ বেষ্য করণার্থ কিঞ্চিদ বিষয় চেষ্টা হয় তাহাতে কিছ বুদ্ধির প্রার্থ্য্য হয়। দ্বিতীয়া দ্বারা অন্যের সদর্শ ঐশ্বর্য্য করণার্থ বিদ্ধ ও রাজ সন্নিধানে গমনাগমন প্রযুক্ত সুনীতি ও বুদ্ধির উত্তমতা জন্মে। তৃতীয়া দ্বারা পতির প্রিয়তমা হইবার নিমিত্ত সপত্নী অপেক্ষা পতির প্রতি শ্রদ্ধা ও পতি সেবা ও তদীয় পুত্রিজনক কার্য্য করিতে হয় তাহাতে সেই স্ত্রীর অধিক সুখ জন্মিতে পারে চতুর্থী দ্বারা অন্যের শিল্প সংদর্শনে তৎকরণার্থ মনুষ্যদিগের শিল্প বিদ্যা হয়। পঞ্চমী দ্বারা অন্যের পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাহার পরাভাবার্থ শাস্ত্র বিদ্যার পরিপক্বতা হইতে থাকে। ষষ্ঠী দ্বারা পরম জ্ঞানিকে দর্শন করিয়া তদপেক্ষা অধিক

জ্ঞানোপার্জনার্থ আকিঞ্চন দেখা যায় কিন্তু সেই ঈর্ষা
জ্ঞানদিগের নিন্দনীয় কারণ তাহারাই পরম বস্তু পাই
যাছেন তদপেক্ষা কি অধিক আছে যে তাহার আকাশ
করিবেন সুতরাং ঈর্ষা তাহারদিগের নিকটে তুচ্ছীভূত
জানিবে অতএব তোমরা সতত ঈর্ষা পূর্বক শিষ্য ও শা
স্ত্রাদি আলোচনা করহ যে তদ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া রাজ
সমিধান ও বিজ্ঞসঙ্গীপে মানাতা ও পরম সুখ পাইবে।

ক্রোধ বিষয়ক।

নয়ন নোহিত্যাদিরহেতুযে বিলক্ষণ চিত্ত বিকার তাহার
নান ক্রোধ ক্রোধোৎপত্তির পুতিকারণ কেবল মোহ অত
এব ক্রোধ রিপু বিশেষ জগৎ কৰ্ত্তাইহাকে সৃজন করিয়াছেন
সতত সন্নজন কৰ্ত্তৃক দুর্জয় দুর্দান্ত অতান্ত পুৰল মনের
উপর থাকে কেহ বলেন যে স্বভাব সিদ্ধ সংস্কার দ্বারা
ক্রোধের উৎপত্তি হয় যাহা হউক সকল পুকারে সন্ন কৰ্ত্তৃ
ক দুর্জয় বটে কিন্তু ইহার বৃদ্ধির পুতি কারণ কাম ও
কুসংসর্গ ও কুকর্মাচরণ পুত্তি কেহ ক্রোধকে পুশংসা
করেন আরো বলেন যে ক্রোধকে জগৎকৰ্ত্তা মনোমধ্যে
নিবিষ্ট করিয়াছেন অতএব ক্রোধের পুৰল পৃথা পরিবর্ত
করণে সকলেই অনর্থ তবে যাহারা এতদ্বিষয়ে চেষ্টা
করেন সে উচ্চ বৃক্ষের ফলপাইবার নিমিত্ত যেমত বাগন
উদ্ধবাহ করে তাহার ন্যায় জানিবে। আরো তাহার
বলেন যে দাষ্টিক ও দুর্ভিক্ষ ও দুর্দান ও দুর্ভাগ্য দুষ্টদিগের

দৌরাভ্যা নিবারণার্থ ক্রোধরূপ সূতীকাজ্ঞ হইয়াছে অতঃ
 এব তদ্বারা শত্রু সকলকে বশীভূত করিয়া পৃথিবী মণ্ডলে
 সুস্থে সুখভোগ করেন এবং ক্রোধ সুখজনক ও ঐশ্বর্য্যপুদ
 ইত্যাদি বলিয়া থাকেন কিন্তু এই বাক্যের প্রতি অপ্পবুদ্ধি
 তাই কারণ জানিবে যেহেতু ক্রোধরিপূকে শাস্ত্রে ও লোকে
 সৰ্ব্বদা নিন্দা করেন নিন্দার প্রতিকারণ ক্রোধদ্বারা মিত্র
 মনুষ্য ও শত্রু হয়েন শত্রু সহ কি প্রকার হয় তাহা কি
 কহিব এবং বুদ্ধি ভ্রংস হয় তাহাতে বিপরীতাচরণই হইতে
 পারে আর যেজন অতি অসাধ্য রিপুক্রোধকে জয়করিতে
 পারে আর সেই ব্যক্তি কি অতিক্রুদ্ধ বৈষয়িক শত্রুকে জয়
 করিবার আশ্চর্য্য কি বরং ক্রোধবিহীন জনের জ্ঞান
 রূপ অসি ও দয়াপ্রভৃতি সৈন্যস দর্শনে তুচ্ছ বৈষয়িক
 শত্রুগণ পলায়নকরে আর কেহ তাহার বশীভূত হয়
 শাস্ত্রে ও কথিত আছে ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণকে
 জয়করণে শত্রু যে জন তাহার বশীভূত সকল জনই হয়
 আর দয়া ও দান ও মান ও বিজ্ঞান ও বিদ্যা এইসকল
 তাহার নিকটে সৰ্ব্বদা বসতি করেন। অতএব ক্রোধরি
 পুকে বহুযত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করা উচিত তাহাতে সৰ্ব্ব
 দা স্বহৃন্দে সুখভোগী ও সকলপুজ্য ও মান্য ও সকলের মিত্র
 আর সকলদোষ পরীহার করতঃ পরমজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন
 এবং শাস্ত্রে বর্ণিত আছে লোকেও দৃষ্ট হইতেছে যে ক্রোধ
 দ্বারা পরের অনিষ্ট কথঞ্চিৎ হয় ও কিন্তু ক্রোধি জনের

সকল কার্য ধ্বংস হয় দেখদূর্লভ মানব দেহ পাইয়া জল
প্রবেশ ও রজ্জ্ব বন্ধন দ্বারা ক্রোধী প্রাণ পরিত্যাগ করি
তেছে অতএব তোমরা এমত দুর্জয় ও দুর্দান্ত ক্রোধরিপুকে
সম্মতোভাবে সম্মুখিত্তে সম্মুখী বশীভূত করণার্থ চেষ্টা
করহ এই রিপু প্রবল থাকিলে ধন ও মান ও বিজ্ঞান ও জ্ঞান
ও পুণ্য সকলি নষ্ট হইতে পারে এবং অতিহৃদ্য পুত্র ও স্ত্রী
এবং মিত্র ইহার রিপু হয় যেমত কীটকর্তৃক ধৃত যে আ
র্ষলাকীট কুমারিয়া কীটের রূপ সতত চিন্তন হেতু তদ্রূপ
পাকে পায়েন তাহার ন্যায় ॥

ইহার উদাহরণ। পার্শ্বদেশস্থ বরনায়ক নামা এক
জন ধনী ছিলেন তিনি নিরন্তর ক্রোধের বশীভূততাপ্রযুক্ত
ভ্রাতৃগণকে হইয়া স্ত্রী পুত্র বন্ধু মিত্র দাস প্রভৃতি সকল
জনেরি প্রতিসম্মুখী ক্রোধপ্রকাশ করেন এবং ইহারদিগের
রূপুতি দণ্ডপ্রহারাদি করেন আর প্রতিবাসিগণসহ সতত
বৈরিতা তন্মিহিত্ত সম্মুখী কলহ হয় তাহাতে ঐ ক্রোধির
বহুক্লেশ ও অপমান জন্মে তথাপি ক্রোধকে পরিত্যাগ
করিতে সমর্থ হইলেন না অতন্তর তৎপুত্র পুত্রুতি তাহার
সকল ধন সংগোপন করিয়া স্থানান্তরে পুস্থান করিল তা
হাতে ঐ ক্রোধী পুত্র ভৃত্য পুত্রুতির অনেষণ পূর্বক তা
হারদিগের পুণ্য বিনাশ করিয়া স্বীয় ভবনে আগমন করত
তন্নগরস্থ লোকদিগের পুতি পীড়া পুদানার্থ পুত্রুত হইলেন
নগরবাসিগণ ঐ ক্রোধিকে বহু পুহার করিলেন এবং ঐ

ক্রোধির পাণ্ডিত্য) পুষ্পক রাজসম্মিধানে মাসিক নিবন্ধ
 যে অর্থ প্রাপ্তি হইত তাহাও রাজা রহিত করিলেন ও
 লোকে সতত অপমান করণে পুৰ্ত্ত হইলে তন্মিত্র জীবন
 নামক বৈশ্য তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বিবেচনা করিলেন ই
 হার ক্রোধ শমতা হয় এমত কোন উপায় দেখি না তবে
 শ্রদ্ধা হইয়াছেন যেদুষ্ট ও দুৰ্জন ও দুৰাত্মা ও অত্যন্ত ক্রোধযুক্ত
 জনগণের দমন কারক দুর্দান্তই হয় অতএব আমি ঐ মিত্র
 গুণিত অতি রাগান্বিত ন্যায় হইয়া ইহার ক্রোধের শমতা
 করি এই পরামর্শ মাননে নিশ্চয় করত মিত্রসমীপে অতি
 শয় ক্রোধ ও দৌৰ্জ্জন্য প্রকাশ করিলেন তাহাতে ঐ
 ক্রোধী ভয়পূৰ্ব্বক জীবনকে জীবন হইতে অধিক বলিয়া
 স্থব করিতে লাগিলেন পরে জীবন স্বীয় মিত্রের গুণিত কহি
 লেন যে দেখ তোমার ক্রোধ স্বভাব হেতু সকলই ক্ষিপ্র ও
 অপমান করে এবং যাহার পর প্রিয় নাই স্ত্রীপুত্র পুত্ৰ
 তাহারদিগের প্রাণবিনাশ করিলে আর ধনস্বত্ব ও বৃত্তি
 লোপ ও সকলজনসহ ঠাৱিতা হইয়াছে এবং আত্মনাশ
 সম্ভাবনা অতএব ক্রোধের পর আর রিপুনাই এমত রিপুকে
 তুমি হৃদয়মধ্যে অতি হৃদয়ঙ্গমে স্থানদান করিয়াছ কিন্তু
 উচিত হয় যে ঐ রিপুকে জয় কর তাহাতে পরম সুখী ও
 সকল পূজ্য হইবে অপর স্ত্রী ও পুত্র ও রাজসম্মান ও বৃত্তি
 ও ধন ও জ্ঞান হইতে পারিবেক কিন্তু যদ্যপি তুমি ইহা
 না করত তবে তোমাকে বন্ধনপূৰ্ব্বক নদীতে নিক্ষেপ

করিব ইহা বলিয়া জীবন স্বীয় মিত্রের বন্ধনার্থ উদ্যত হইলে বরনারক ভীতিপুষ্প তাহাই স্বীকার করিলেন কিন্তু অন্তরে ক্রোধের বৃদ্ধি হয় মিত্রভয়ে বাছে উদয়পায় না এবং জীবন মিত্রের উপকার করণ নিমিত্ত পঞ্চবর্ষ সত ত মিত্র সমীপে বাস করত মিত্রকে জীবন ক্রোধ পুত্তি রিপূর খসড়া পাওয়াইলেন । পরে ঐ মিত্র স্বয়ংগুণে সকল মান ও পূজা ও পুতিবাসি রুদ্র ও রাজসভা ও বৃত্তি প্রাপ্ত ও সমাধিনিষ্ঠ হইলে জীবন স্বভবনে গমন করিলেন । অতএব সকলের পুতি কহিতেছি তোমরা এমন অতি দুর্দান্ত ক্রোধের শান্তিপূর্ক সকলসুখ সংভোগ ও সম্বন্ধ সহ নৈত্র ও শমনভয় নিবারণ ও বোধ সংগৃহ করহ ।

প্রতি হিংসা বিময়ক ।

আঘাতকারী মনুষ্যের প্রতি যে আঘাত করা তাহার নাম প্রতি হিংসা এই প্রতি হিংসা হওনের প্রতি কারণ ক্রোধ ও অহংকার ও বুদ্ধির অস্পতা প্রতিহিংসাদ্বারা মহত্ত্বের হানি ও নীচত্ব ও অপমান ও চির ক্রেশ ও মন স্থাপ হয় । প্রত্যাঘাত কারি জনের নাম প্রতি হিংসক কোন শাস্ত্রে ও বহুলোক কতৃক কথিত আছে যে আঘাতকের প্রতি আঘাত করা কতৃক ইহা যুক্তি যুক্ত বটে কেননা মহৎ কিংবা নীচ অথবা সদৃশই হউক প্রায় সকল লোকই আত্মাভিমানী ও অসহিষ্ণু এই হেতু যদি কেহ কোন জনের প্রতি কোন কারণ দশত আঘাত করে তবে

আঘাতি জনের অপমান জ্ঞান ও শারীরিক ক্রেশ হয় এবং তদাত্মীয়গণ অভিমান জনক বচন প্রয়োগদ্বারা সেই ব্যক্তির অভিমানকে বদ্ধিত করান সেই অভিমানে ক্রোধোৎপত্তি হয় ক্রোধের বশীভূত হইলে কন্তব্য কন্তব্য বিবেচনা থাকেনা বিবেচনা শূন্য হইলে সকল মন্দকর্ম করিতে পারে কিন্তু মনুষ্যদিগের উচিত পুণ্যমত আঘাতের কারণান্বেষণ করা অনন্তর পুত্যাঘাত করণ এই পুকার আচরণদ্বারা পুত্যাঘাতক রাজসমীপে ও জনগণ সমীপে দোষী হয়েন না আর আঘাতহইতে শারীরিক ক্রেশ ও পুণ্যনাশ সম্ভাবনা পুত্যাঘাতদ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয় ইহা কোন জন সমীপে পুণ্যসার্থ ও বটে কিন্তু সাধুগণ কন্তব্যক নিন্দনীয় জানিবে তবে যে লোকে শরীর রক্ষণার্থ যত্ন অবশ্যই কন্তব্য কহিয়া থাকেন এবং শাস্ত্রে উক্ত আছে যে আপম্মিবারণের নিমিত্ত ধনের সঞ্চয় করা উচিত সেই ধন দ্বারা শরীর রক্ষা করিবে শরীর রক্ষা পাইলে নানা সুখ জন্মে আরো দেখ মান ও শরীর রক্ষার্থ লোক সকল অতিশয় পরিশ্রম করিতেছেন অপর বিরোধ ও পুণ্যনাশের সম্ভাবনা পুত্যাঘাত করিলে তাহা নিম্মূল হয় ও আত্মীয়গণ সমীপে মান্যতা থাকে এই সকল কারণ কে বল অভিমানিজনগণের পক্ষে উত্তম কিন্তু যে আঘাতি ব্যক্তি পুত্যাঘাত করণে সদা নিবৃত্ত থাকেন তদপেক্ষা পুত্যাঘাতকারী জন নিন্দিত হয় ইহা স্বীকার করিতে হইলে যে

হেতু পুত্যাঘাতকের অতি পুবল ক্রোধকণ রিপু বশীভূত
 হওয়া এবং উত্তরোত্তর বিরোধের পুাবল্য কারকতা আছে
 কিন্তু পুত্যাঘাত রহিতের ইহা নাই বরং তাঁহার আঘাতক
 কণ শত্রু গণ লজ্জাপ্রযুক্ত বশীভূত হয় আর দুর্জয় দুর্দান্ত
 দুবুদ্ধি পুদায়ক ক্রোধকেও জয়পূর্বক পুত্যাঘাত রহিত
 জন বিরোধ শুনো স্বচ্ছন্দে চিরকাল সুখভোগ করেন এবং
 যেজন উক্তকণ ক্রোধ রিপুকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন
 তৎসমীপে আঘাতক পুভূতি অতি তুচ্ছ রিপু কি কদাচ
 দীপ্তি পাইতে পারে কিম্বা তাঁহার কোন অনিষ্টকরণে সম
 র্থ হয় কেবল সেই আঘাতকের নিন্দা হয় যেমত বায়ু অ
 তিশয় বেগযুক্ত হইয়া বক্ষ ও গৃহ ইত্যাদি নষ্ট করিতে পা
 রে কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্য ও গৃহ পুভূতির অনিষ্টকরণ দূরে থা
 কুক আন্দোলন করিতে ও সমর্থ হয়েন না সেই পুকার পু
 ত্যাঘাত বিবজ্জিত বিজ্ঞদিগকে আঘাতক টলাইতেও পা
 রেননা অপর ঐ সাধুসংদর্শনে আঘাতক ভীত হইয়া
 গোপনীয় পাথে গমন করেন। এবং যদি কেহ বলেন যে
 অতি অসহ্য শারীরিক ক্লেশ ও অপমান ও আত্মীয় সমীপে
 তুচ্ছতা এই সকল সহ করিলে তজ্জন্য মানস পীড়া চিরকা
 ল পাইতে হয় আর পুত্যাঘাত করিলে নান্যতা ও আত্মীয়
 গণ নিকটে পুশংসা ও আঘাতক দমন ও চিরকাল বিরোধ
 শূন্যতা পায় সে কেবল ভ্রান্তিদিগের ভ্রান্তি মাত্রো নতি
 ভ্রম জানিবে যেহেতু সর্বদা লোকে দৃষ্ট হইতেছে পু ত্যাঘাত

করিলে উত্তরোত্তর বিরোধ বিবর্জিত হয় তাহাতে লোকে উপহাস করেন এবং চিরকাল অসুখজন্মে বরণ পুণ্য বিনাশ হইতে পারে। আর ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণকে জয় করিতে সমর্থ যে জন তাহার সুখ ও মান্যতা লোকে কি কহিবে শাস্ত্রে কথিত আছে যদি বল পুণ্যকর্ম ও বুদ্ধ হুনে পুত্যাঘাত শাস্ত্রে কহিয়াছেন যেমত বটে কিন্তু অশুদ্ধ জনদিগের বৃথাবার ভ্রান্তি কারণ সেই শাস্ত্রেই বলি য়াছেন নিন্দনীয় ও শত্রু বর্দ্ধক বহুক্লেশ দায়ক ও অনিত্য বিজয় পুদায়ক যুদ্ধে কদাচ কেহ পুত্ত হইবে না বরণ আঘাতে পুত্ত যেজন তৎসহ মিলন কর্তব্য তন্নিমিত্ত শান ও দান ও দণ্ড এবং ভেদ এই চারি উপায় কহিয়া ছেন অতএব তোমরা বিবেচনা করিবে যে পুত্যাঘাতে পুত্ত না হওয়াই উত্তম যেহেতু পুত্যাঘাত রহিত জ্ঞানের সতত সঙ্গ সুখ ও মান্যতা হয় ॥

ইহার উদাহরণ । শাকদ্বীপ নিবাসি শঙ্কুরসিংহ নামক এক রাজা অতি মান্য ও ধনাঢ্য ছিলেন কিয়দ্বিবস রাজ্য ভোগানন্তর তচ্ছত্র কঙ্কুসিংহ নামক এক সৈন্যাধিপতি তৎসহ যুদ্ধে পুত্ত হইলে ঐ ভূপতি প্রত্যাঘাতে অনুমতি করিলেন কিন্তু বহুকাল পরস্পর বৈরিতাপ্রযুক্ত উভয়েরি সতত ক্লেশ হইতে লাগিল অনন্তর ঐ ভূপতি পঞ্চত পাইলে তৎসূত অতিসাধু ও ক্রোধ প্রভৃতি রিপুকে

জয় করিয়াছেন তিনি রাজা হইলেন তাহাতে তদ্রাজ্য
ভূগত পূজাগণ পরম পুত ও পরম সুখী হইয়া কাল
যাপন করেন ইতি মধ্যে তৎপিতৃশত্রু কঙ্কু যুদ্ধার্থে আ-
গমন করিলে ঐ রাজকুমার অত্যন্ত সনাদর ও তদযোগ্য
দ্রব্য দান ও আসনাদি পুদান করত তাহাকে ভীত ও
লজ্জিত করিলেন এবং ঐ রাজকুমার অতি দর্জেয় দুর্দান্ত
যে ক্রোধ পুত্তি রিপু তাহারদিগকে বশীভূত করিয়াছেন
ইহা সন্দর্শনে আপনাতে তুচ্ছতা জ্ঞান হইয়া সেই স্থানহ
ইতে স্বীয় স্থানে পুস্থান করিলেন তাহাতে ঐ রাজকুমারকে
সকল লোকে বহু সম্মান আদর এবং পুশাসা করিতে
লাগিল এবং রিপুগণ সতত বশীভূত থাকাতে পরম
সুখে রাজকুমার রাজ্যভোগে হির রহিলেন ।

• প্রত্যাঘাতের উদাহরণ । মহারাজাপিরাজ দশরথ ত
নয় শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় পুত্র দ্বয়ের প্রতি প্রত্যাঘাতানুভূতি
পুদান করাতে স্বায় ভ্রাতৃকর্ম সহ স্বয়ং শারীরিক যে
ক্লেশ পাইয়াছিলেন রানায়ণে তাহার বর্ণনা আছে এবং
মহারাজ ধৃষ্টিষ্টির দ্ব্যোধন পুত্তির সহিত ক্রাত পুতা
ঘাত দ্বারা যে ক্লেশ পাইয়াছেন তাহা মহাভারতে অনুষঙ্গ
করিলে জানিতে পারিবে তথাপি বিক্ষিপ্ত বলি দেখ অ
তি আশ্চর্য গুরু ও পিতামহ পুত্তির বধজনা দুঃখ ও
স্বায় পুত্রগণ অভিমুখা আদির মরণ জনা শোক পুশ

হইয়াছিলেন। আর অন্য২ অনেক জনেরি এই পুকার হইয়াছে। অতএব বরং আনাত সহ্যকরা ভাল তথাপি পুত্যাঘাত কত্তব্য নহে।

নির্দয়তা বিষয়ক ।

দয়াহীন যে জন তাঁহাকে নির্দয় বলা যায় নির্দয়তার প্রতি কারণ অহঙ্কার ও ক্রোধ ও কার্পণ্য পুভূতি নির্দয়তা দ্বারা মনুষ্যদিগেয় স্বভাবের বৈপরীত্য হয় এবং নির্দয় ব্যক্তি দয়াশূন্যতাহেতু মনুষ্যদিগের বহু২ অনিষ্টাচরণ করে আর নির্দয়তা সকল রিপু ও সকল নিনীয় অপেক্ষা অতিশয় কুৎসিত। যেহেতু অন্য২ রিপুগণে শান্তির উপায় বহু২ আছে কিন্তু নির্দয়তা শান্তির অত্যুপ উপায় এবং ক্রোধান্বিত প্রভূতি ব্যক্তি স্তূত্যাদি দ্বারা বশীভূত হয় কিন্তু নির্দয় পুরুষ স্তূতি পুণতি কিছুতেই শাম্য হয় না। নির্দয়তা শান্তি উপায় কেবল নির্দয় পুরুষ পুতি বল ও শোয়া পুকাশ জানিবে এবং নির্দয় পুরুষসহ সংসর্গ করিলে নির্দয়ত্ব ও অমান্যত্ব ও হেয়তা পুাপ্তি হয়। আর নির্দয় পুরুষের সম নিষ্ঠুরবাক্য দ্বারা সকল লোকেই আত্যন্তিক পীড়া পায় বরং ইহাও দৃষ্ট হইতেছে মনুষ্যবরং শূল শেল শর পুভূতির আঘাত সহ্য করিতেছেন কিন্তু কটু নিষ্ঠুরবাক্য কদাচ সহিতে পারেন না এবং দয়াহীন ব্যক্তি সকলের অপিয় হয় আর নির্দয় কামুক ক্রোধী কদর্য কদাচারী মুগ খল এই

সকলকে শাস্ত্রে কাপুরুষমধ্যে গণনা করিয়াছেন এবং যেমত বজ্র চূর্ণ হয় তথাপি দুবীভূত হয় না সেইরূপ নির্দয় পুরুষদিগের হৃদয় কদাচ আদু হয় না । আর নির্দয় ব্যক্তিকে ব্যাধের সমান ও বলা যায় যেমত পশু ও পক্ষিবধ সময়ে ঐ পশুপক্ষিগণ বহু চাৎকারধ্বনি করিলে ও তাহাদিগের প্রতি ব্যাধের ককণা হয় না তাহার ন্যায় কাতর মনুষ্য প্রতি নির্দয় জনের ককণা হয় না ।

ইহার উদাহরণ । শাস্ত্র'সুধীর মুনিগণ মান্য মহর্ষি সুমন্তুনানা একমূনি ছিলেন তৎপত্নী সুশীলা ছিলেন সকল কার্য্য দক্ষা ততপত্নী দীক্ষার মৃত্যু হইলে ঐ মূনি অনপত্যতা প্রাপ্ত ককর্শানাম্নী এক দ্বিজ কন্যাকে পরিণয়ন করিলেন কিন্তু ঐ ককর্শা অতি ককর্শ ভাষিণী ও দয়াবিহীন। এই হেতু ঐ মুনির সদা অসুখ হয় এবং তদাশ্রম সমীপস্থ মূনি ও মুনিপত্নী ও মুনি বালক ও মুনি কন্যা সকলের ককর্শার কলহ দ্বারা সর্বদা শারীরিক অতিশয় ক্লেশ হয় আর ঐ ককর্শা সকলজনেরি অপ্রিয়া তাহাতে আপনিও বহুতর ক্লেশ পায়েন । আরো সর্বদা সকলের পরিহাস ও বাজ্জ হেতু ককর্শা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়েন তথাপি নির্দয়তা ও ককর্শাভাষণ পরিত্যাগ করিতে পারেন না । কিয়দ্বিবসানন্তর ঐ ককর্শার সপত্নীসুতা সুশীলাশীলার বিবাহ সময়ে ককর্শাকে সুমন্তু কহিলেন যে জামাতা কোণ্ডিন্যাকে যৌহুকার্থ কিঞ্চিদর্থ প্রদান করহ এই বাক্য কক

শা শ্রবণ করিয়া সগন্ত ভূষণ ও ধন সংগোপন পুষ্পক
ক্রোধ ও নিদ্রায়তা প্রকাশ করিলে প্রতিবাসিগণ ককর্শা
কে নিন্দা করিতে লাগিল। অনন্তর ক্রমেই সকল লোকে
র প্রতিই ককর্শার নিদ্রায়তা প্রকাশ হওয়াতে ঐ ককর্শার
প্রতি এবং তৎসংসর্গহেতু তৎপতির প্রতিও প্রতিবা
সিগণ বিরক্ত হইলে তৎপতি ঐ ককর্শার প্রতি তাক্ষণ্য
করিলেন সেইহেতু ককর্শার উত্তরোত্তর বহুতর দুঃখ
ভোগ হইতে লাগিল কিন্তু তাহার পতি পুষ্পের ন্যায় স
কলের মান্য হইলেন। অতএব হে মনুষ্যাগণ তোমরা অত
ন্ত কুৎসিতা যে নিদ্রায়তা তাহাকে পরিত্যাগ করহ।

দ্বিতীয় দিবসঃ

অন্যদিগের দুঃখ শাস্তিকরণার্থ মেটাইয়া তাহার নাম
দয়া দয়ার প্রতি করে। সংসংসর্গ ও সদাচার প্রভৃতি দ
য়ারদ্বারা ধন ও মান ও সুখ ও সকল সহ গৈত্র ও বিজ্ঞান
ও জ্ঞান ইত্যাদি হয় এবং বসন্তকালে যেমত পুষ্পদ্বারা
বন ও উপবন শোভাপায় ও তদর্শনে সকলের আচ্ছাদ
জন্মে তাহার ন্যায় দয়াদ্বারা মনুষ্যরা অতিশয় শোভানি
ত ও সকলের আচ্ছাদজনক হয়েন। এবং আত্মীয় কিংবা
অনাত্মীয় জন যদি পীড়ায়ুক্ত হয় দয়ালু তাহা জানিলে
তাঁহার চিত্ত পুষ্প সম হইয়া সেই স্বকপ তুষার তাহা হই
তে পরিণত হয় যেমত তুষার কালে নিশাবশানে পুষ্প
বৃন্দ হইতে তুতিন বিন্দু সগুহ জরৎ হয় তাহার ন্যায় জ

নিবে কিন্তু সেই স্নেহকণ ভূষারদ্বারা আবৃত্ত হয় অপরা
যেমত পক্ষি সমূহ স্বপক্ষদ্বারা স্বীয় শাবক সকলকে রক্ষা
করে সেই প্রকার দয়ালুগণ দয়ারদ্বারা দীন ও ক্ষীণ সহায়
হীন দিগকে রক্ষা করেন এবং দয়াযুক্ত জনের কোন জন্ম
সহ শত্রুতা থাকেনা যেহেতু সদয় মনসে শত্রুর সমাগম
হইলে দয়ালুর দয়াকণ ঘন হইতে স্নেহকণ জল পতিত
হয় তদদ্বারা রিপূর রাগকণ পাবক নিবারণ হয় আর তদা
য় মুখ পাকজ বিনির্গত নকরক্স পানে উৎসুকতা হেতু
ভাঁহার বাঙ্কবর্গ অবিরত বশীভূত থাকেন। অপর
যেমত পৃথিবী বহু শস্যযুক্তা হইলে পৃথিবীস্থ মনুষ্যদি
গের আহাদ ও সুখ ও উপকার হয় দয়াযুক্ত জন হইতেও
সেই প্রকার আহাদ ও সুখাদি হয় অতএব সকলেরি এই
প্রার্থনা যে দয়ালু ব্যক্তি সকল অবনিতে বাস করেন।

ইহার উদাহরণ। মহারাজা পিরাজ অম্বরীষ যৎকালীন
বধ করিবার নিমিত্ত পদাতিদ্বারা শুনঃশেফকে আনয়ন
করেন সেই সময়ে পথি মধ্যে প্রাণ ভয়ে শুনঃশেফ অতি
উচ্চৈঃস্বরে রোদন পূর্বক কহিতে লাগিলেন যে আমার
পিতা ও মাতা শত্রু এবং রাজা বধকরণার্থ উদ্যত অত
এব আমার পরিত্রাতা কেহ নাই এই কথা মহর্ষি বিশ্বা
মিত্রের কণ বিবরে পুবিষ্ট হইবামাত্র দয়ালু পুযুক্ত বি
শ্বামিত্র অত্যন্ত আদ্র চিত্ত হইয়া দেখিলেন যে এক পদাতি
ঐ বালককে বন্ধ করিয়া লইয়া পুস্থান করিতেছে। অন
ন্তর বিশ্বামিত্র পদাতি পুতি অনুমতি করিলেন যে ঐ বাল

ককে এই স্থানে আনয়ন করহ পদাতি এই অনুমতি পাইয়া বিশ্বামিত্র সমীপে শুনশেফ সহ গমন করিলে বিশ্বামিত্র দয়াম্বভাব হেতু স্বীয় পুত্রসমূহ পুতি কহিলেন যে তোমারদিগের মধ্যে একজন শুনশেফের পরিবর্তে অম্বরীষ সমীপে গমন করহ এই বাক্য শ্রবণে ঐ পুত্রগণ বিশ্বামিত্র পুতি বহুতরাক্ষেপ করিলেন তাহাতে বিশ্বামিত্র সূত সমূহ পুতি কহিলেন যে দরিদ্র ও আর্ন্ত ও বিপদ প্রাপ্ত পুভূতির পুতি যে জন দয়া করেনা তাহার জীবনে কি পুয়োজন আর পরের উপকারার্থ যাহার শরীর হইল না তাহার সেইমূত্রসনান শরীর না থাকাই ভাল এই পুকার অনেক উপদেশ ও তৎসনা করিয়া বহুতর পুয়াসদ্বারা বিশ্বামিত্র শুনশেফকে পরিত্রাণ করিলেন অনন্তর ঐ মূনিপুত্রেরা দয়াহীনতা হেতু অত্যন্ত পাঁড়া পাইয়াছিলেন কিন্তু বিশ্বামিত্র দয়াদুর্ চিত্ত পুযুক্ত পরম জ্ঞান ও পরম সুখ পাইলেন । অপর মহারাজ যুধিষ্ঠির ও নলরাজ্য পুভূতির দয়াহেতু যে সুখ হইয়াছিল তাহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে অতএব সকলেরি পুতি কহিতেছি তোমরা দীন ক্ষীণ সহায়হীন জনগণের পুতি সর্বদা দয়া করিব ॥

অহংকার বিষয়ক ।

অহং এই পুকারক যে জ্ঞান তাহার নাম অহংকার অহংকারের পুতিকারণ নৃচতা ও কুসংসর্গ পুভূতি এই

অহংকারদ্বারা মনুষ্যগণ অপ্রিয় ও নীচ ও বিবেচনা শূন্য এবং নিন্দনীয় হয় হিংসা ও দ্বেষ ও দৌরাভ্য ও ক্রোধ এবং প্রতিহিংসা জন্মে আর কৃত্য ও অপরিমিত ব্যয়ি স্বেচ্ছাচারি ও লোভ ও অশিষ্ট ও বাচালপুভৃতি হয় অতএব অহংকার হইতে পুৰল রিপু আর অন্য নাই। অপর অহংকার দ্বারা আত্মহিতাহিত ও কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য কিছুই থাকে না এবং মান্য ও বদান্য ও বিজ্ঞমনুষ্যদিগের প্রতি তুচ্ছতা জ্ঞান হয় তদ্বারা অন্যের কিছুই হানি হয় না বরং অন্যদিগের গৰ্ব্ব খৰ্ব্বতা পায় তাহাতে তাঁহারদিগের উপকার স্বীকার করিতে হয় কিন্তু যেনত কৰ্কটকীর গৰ্ব বৃদ্ধিত্য পাইয়া সেই কৰ্কটকীকে বিনষ্ট করে তাহার ন্যায় গৰ্ব্বের গৰ্ব্ব প্রবল হইয়া তাঁহারি অনিষ্ট করে। অপর আত্মাভিমানি অহংজ্ঞানদিগের অন্তঃকরণে সদাহিংসা উদয় পায় তাহাতে পরের সম্পত্তি ও সুখ সংদর্শন করিলে কেবল অহংকারির সদা অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মে। আর অহংকারযুক্ত জনের সকল জনসহ বৈরিতা হেতু অহংকারী প্রায় সকল লোকেই সুখদহয়েন কারণ গৰ্ব্বের গৰ্ব্ব অবশ্য খৰ্ব্বতা পায় খৰ্ব্ব হইলে পুৰ্ব্ব বৈরিবর্গের সুখোদয় হয়। আরো তমো গুণোৎপন্নতা হেতু অহংকার মনুষ্যদিগকে ক্ষুণ্ণ করে। এবং যদি শিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞাননিষ্ঠ জনে অহংকার প্রবিষ্ট হয় তবে তাঁহারো শীলতা প্রভৃতি সকলি নষ্ট করে বরং সে দান্তিক ও পরপীড়ক ও বাচাল হয় তন্নিবারণার্থ

মনুজগণের উচিত যে প্রয়াসবাহুল্য করেন। এবং শাস্ত্রে উক্ত আছে যে অহংকারাপেক্ষা প্রবল অন্য রিপু নাই যেহেতু অহংকার কাম ও ক্রোধ প্রভৃতি সকল রিপুকে প্রবদ্ধ করে আর গুণিগণের গুণ ধ্যে সপূৰ্ণক জ্ঞান বিরোধি হয়। অপর যেমন নয়ন বিহীন জনগণ দৃষ্ট বস্তুর দর্শন করিতে পারে না তাহার ন্যায় অহংযুক্তরা কিছুই দেখিতে পায় না কেবল অহংকারে মত্ত হইয়া মনুষ্যদিগের মন্দকরণেমতি করে। আর অহংকারহেতু শিষ্য ও শাস্ত্র বিদ্যা কদাচ জন্মে না যদি বিদ্বান্ হইলে অহংকার হয় তথাপি তাহার বিদ্যা খর্বতা পায় কারণ গর্ভী স্বীয় পরতাহেতু গুণিগণের গুণকে খর্বতা জনে, তাচ্ছল্য ও বিদ্বানের উপদেশে উপহাস করেন। এবং অহংকারির অহংকারহেতু সকল লোক সহ বৈরিতা হয় কিন্তু সাধুসঙ্গে শত্রুতাতে কষ্ট পায় যদি দস্যু সহ শত্রুতা হয় তবে প্রাণ বিনাশ হয় অতএব হে মনুষ্যাগণ তোমরা অহংকাররূপ রিপু সহ শত্রুকে খর্ব করহ তাহাতে পরম সুখী হইবে।

ইহার উদাহরণ। লঙ্কাধিপতি রাবণ অনেক সৈন্য প্রযুক্ত প্রবল হইয়া অতিশয় অহংকারহেতু রাজ সমূহকে পরাজয় করত বহুতর রাজ্যভোগ করেন কিন্তু এক দিবস কপিরাজ বালি সহজাঙ্গাম করণার্থ কিস্কিন্দা পুরী গমনপূর্বক অতি কষ্টে বালির নিয়মিত ঘণ্টাবাদ্য করি লে দ্বার রক্ষক রাবণের প্রতি বলিল যে মহারাজ সমুদ্র

শোভা সৎদর্শনার্থ গমন করিয়াছেন কিঞ্চিৎকাল স্থির হও রাজার স্বগৃহে সমাগম হইলে সৎগুণ আরম্ভ হইবে কিন্তু রাবণ অহঙ্কারে মত্তহেতু রক্ষকবাক্য হেলনপূর্বক সমুদ্র তীরে গমন করিয়া দেখিল যে বালিরাজ বিরাজ করত পরমেশ্বর চিত্তনে মগ্ন আছেন । অনন্তর রাবণ সম্বোধন পূর্বক কপিরাজকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে কপিরাজ তাঁহাকে অযোগ্য বোধ করিয়া মৌনী রহিলেন । অনন্তর রাবণ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বাক্যবাণ দ্বারা বালিকে ব্যঙ্গ করিলে কপিরাজ তৎস্থানে স্বচ্ছন্দে উপবিষ্ট থাকিয়া পাদলগ্ন কণ্টক জ্ঞানে রাবণের গলদেশে লাঙ্গুল বেঁধেন করিয়া সমুদ্রের জল মধ্যে নগ্ন ও ক্ষণে২ তীরে প্রক্ষেপ করত জল দ্বারা রাবণের উদর পরিপূর্ণ ও অহঙ্কারচূর্ণ করিয়া রাবণকে পরিত্যাগ করিলেন অনন্তর রাবণ সলজ্জ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । এবং অন্য২ রাজসমীপে রাবণ সমূহ ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন । পরে অহঙ্কারহেতু ঐ রাবণ কি কি কুৎসিতাচরণ না করিয়াছেন । আর ঐ অহঙ্কারহেতু অমোধ্যাধিপতি দশরথ পুত্র শ্রীরামচন্দ্র হইতে পুত্র মিত্র ভ্রাতৃবর্গ সহ রাবণ পুণ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । দেখ অহঙ্কার হইতে কেবল দোষই হয় আর গুণ জ্ঞান ও ধন ও মান ও প্রাণ সকলি নষ্ট হয় অতএব মন্দকারি দোষ দায়ক অহঙ্কার পরিত্যাগ করহ ।

উপাসনা বিষয়ক ।

মনুষ্যদিগের আরোপিত গুণকথনদ্বারা যে সেবা তাহার নাম উপাসনা উপাসনার প্রতিকারণ লেহে এই উপাসনা দ্বারা উপাসকের প্রিয়ত্ব ও অর্থপ্রাপ্তি হয় কিন্তু উপাসনা অত্যন্ত কৎসিতা এবং উপাসকও নিন্দনীয় যেহেতু কি ক্ষিদ্রার্থ ও প্রিয়ত্ব প্রাপ্তি নিমিত্ত পরমোপকারক যে জ্ঞান তাহার অনেষণ না করিয়া উপাসক মিথ্যা ও পুৰুষণা ঘটিত। যে উপাসনা তদদ্বারা মনুষ্যদিগের মহদ নিষ্টাচরণ করেন ইহলোকে ও দৃষ্ট হইতেছে যে উপাসকগণ জনগণ সমীপে সমাগমন পূর্বক পুথমভঃ কহেন যে মহাশয়ের গমন সন্দর্শনে গজগণের গম্ব খস্বতা পাইয়াছে এবং হস্তপদের নখ দেখিয়া চন্দ্র আকাশে পলায়ন করিয়াছেন । আর মহাশয়ের কটি বিলোকন করিয়া কেশরিগণ গিরি গঙ্ঘরে লুক্কায়িত হইয়াছে । এবং চন্দ্রীগণ তোমার চুল দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়া চামরাভিমান পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় কাননে প্রস্থান করিয়া অচরে চরণ করিতেছে আশ্র আপনার যাদৃশী বুদ্ধি ও বিদ্যা তাদৃশী বুদ্ধি ও বিদ্যা মনুষ্যের হয় না ইত্যাদি নানাপ্রকার আরোপিত বা কাদারা উপাসকেরা কদর্য ও কুসংসর্গি ও কুরুপ ও মূর্থ মানবদিগকে মুগ্ধ করে মুগ্ধহইলে অকৃত্য হয় ও বিদ্যা বুদ্ধি সকলি নাশ পায় । আরো উপাস্যগণের যে ২ বিষয়ে ইচ্ছা হয় উপাসকেরা তাহারি প্রশংসাকরে এবং তত্ত্ব

দ্বিময়ও উপস্থিত করে তাহাতে উপাস্যের কামক্রোধ প্রভৃতি সকল রিপূর প্রাবল্য ও অর্থনাশ ও মানহানি প্রভৃতি হয় ইহা আশ্চর্য্য নহে কারণ দুঃসরি হরণীয় অতি দুর্দান্ত কামক্রোধাদি দোষ বর্গকে খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত বহুকাল পুয়াস পাইলেও ঐ দোষবর্গ খর্ব্বতা পায় না আর দেখ ইন্দ্রিয়গণ এমন দুর্দান্ত যে যদি এক ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্য থাকে তবে সেই ব্যক্তির বহুতরকষ্ট ও পুণ বিনষ্ট হয়। ইহা শাস্ত্রেও কথিত আছে যে কুরঙ্গ ও মাতঙ্গ ও পতঙ্গ ও ভৃঙ্গ ও মীন প্রভৃতি একই ইন্দ্রিয় প্রাবল্যহেতু তদ্বারা বিনাশ পাইতেছে দেখ হরিণের কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় প্রাবল্য আছে তাহাতে ব্যাধ বনমধ্যে পুবিষ্ট হইয়া সুমধুর বংশীরব করিলে মৃগকুল ব্যাকুলচিত্তে তচ্ছ্রবনেমগ্ন হইলে ব্যাধ বাণ বেধেনষ্ট করে আর কর্ণিগণ জন্তেচ্ছায় মগ্ন হইয়া বহুতর ক্রেশ পায় অদ্যাপি ইংলণ্ডীয়াধিপতিরা অরণ্যে হস্তিনী রাখিয়া হস্তিকে বদ্ধকরিতেছেন এবং কীটসকল আলোক আলোকে তদুপরি পতিত হইলে পক্ষ শূন্য ও দক্ষ দেহ হয় আর ভৃঙ্গ লোভহেতু কেতকী পুষ্পে পতিত হইলে পক্ষচ্ছেদ ওনয়ন পীড়া হয় যদি কমল মধ্যে মধু লোভে নিশাযোগে থাকে তবে করিবরের কর পীড়নে ভ্রুর প্রাণ নষ্ট হয়। এবং মৎস্য ঘ্রাণহেতু মাংস তক্ষণে উদ্যত হইলে বড়িশদ্বারা বিদ্ধ হয় অতএব দেখ একই ইন্দ্রিয় প্রাবল্যতাহেতু ইহার কি ক্রেশ না পায় আর মনুষ্য

দিগের সকল ইন্দ্রিয়েরি পুৰণ্য তাহাতে যে কত ক্লেশ তাহা কি কহিব আর যদি উপাসকরে বশীভূত হয় তবে সকল দোষই তাহার দেহে দীপ্তি পায় এবং দোষরাজি বিরাজিত হইলে মনুষ্যরা দুঃখসাগরে সতত মগ্জন করেন। আর বিদ্যা বিষয়ে যে ব্যক্তির বিবিধ পুকার চেষ্টা থাকে উপাসক উপাসনাত্ত তাহারো বুদ্ধিকে বিপথ গামিনী করাইয়া চেষ্টানিবৃত্তি করে এবং যে জনের চেষ্টা নাই তাহার নিকটে বিদ্যা গুপ্ত হয় না। অপর উপাস্যগণ উপাসকের বশীভূত সতত হইয়েন আর উপাসক যে বস্ত্রে পুত্র করান সেই বস্ত্রই উপাস্যদিগের উত্তম বোধ হয় সেই হেতুসুপথকে কুপথ বোধে পরিত্যাগ করেন আর আত্মশ্লাঘা ও অহঙ্কার কারি মূঢ় মনুষ্যরা উপাসককে আদর করে ও উপাসনা ভাল বানে কিন্তু বিদ্বৎ ব্যক্তির শ্লাঘা ও অহঙ্কার পুদ উপাসনাতে বিরক্ত হইয়েন এবং উপাসককে অতি অনাদর করেন। অপর মনুষ্যদিগের কিশূৰ্ত্ততা দেখ উপাসকের বশীভূত হইয়া তন্মতানুসারে গমন করিতে হয় তাহাতে মনুষ্যগণ অহিতাচার ও অবিচারে রত হইয়েন অতএব শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে পবনশ মাত্রই দুঃখের পুতিকারণ আত্মবশ অতিসুখজনক হইয়েন অতএব জ্ঞানোপার্জন রত মনুষ্যদিগের ভৃত্যরা খাতে ও নিশা করিয়াছেন যেহেতু ভৃত্যের বশীভূত হইতে হয় আর উপাসক কি কুৎসিত দেখে যে কিশূৰ্ত্ত পু

স্বার্থ পরমার্থ পরিত্যাগপূর্বক পুশংসাদ্বারা পরের পর
ম অনিষ্ট করিতেছে । উপাসনাতে আত্মাদিত মনুষ্যরা
আপনারি পুশংসা করেন কিন্তু আত্মপুশংসা অতি হ্র
ম্যাম্পদের নিমিত্তই জানিবে যেহেতু আত্মপুশংসাদ্বারা
অহঙ্কার হয় অতএব মনুষ্যদিগের উচিত যে উপাসনাতে
অনামোদ ও উপাসককে অনাদর করেন তাহাতে মনুষ্য
দিগের স্বভাবের বৈপরীত্য স্বভাবে থাকিলে হিতাহিত
জ্ঞান ও পরমজ্ঞান ও শিষ্যশাস্ত্রাদি জ্ঞান ও মান ই
ত্যাদি হয় । অতএব উপাসককে অনাদর অবশ্যই কৰ্ত্তব্য ॥

ইহার উদাহরণ । মথুরা নিবাসি রাজা মহেন্দ্র বৈরি
বিষয়ে পুৰল পুতাপে অতি নুখে রাজ্যভোগ করিতেন
ইতিমধ্যে সৰ্বদেষ্ঠা সৰ্ববম্মা পুভূতি ঐ মহেন্দ্রের উপাস
নায় ও তদীয় আরোপিত গুণ কথনে রত হইলে ঐ ম
হেন্দ্র সৰ্ববম্মার পুতি ঘেহ ও তাঁহারদিগের বাক্যপুতি
পালন করিতে লাগিলেন এবং সৰ্ববম্মা পুভূতি বিনক্ষণ
রূপে জানিল যে মহেন্দ্র আমারদিগের অত্যন্ত বশীভূত
হইয়াছেন অনন্তর ঐ মহেন্দ্রের পিয়কার্যাচরণদ্বারা কাম
ক্রোধ ও লোভ ও মোহ মদ ও মাৎসর্য ও অন্য ইন্দ্রিয়
গণের পাবন্য করাইলে পুজাপীড়া ও অবিচার হইতে
লাগিল । আর অনেকজন সহ বৈরিতাও হইল অপার ঐ
মন্ত্রিগণের মন্ত্রণায় ঐ ভূপতি মহেন্দ্র স্বীয় ভগিনীকে নির
পরাধে কারাগারে লৌহ শৃঙ্খলদ্বারা বদ্ধ রাখিলে ঐ মন্ত্রি

গণপুনর্কার মন্ত্ৰণা পুদাম করিল যে এই গভ'জাত সন্তান
 তোমার রাজ্য লইবে অতএব ইহার গভ'হইতে সন্তান
 ভূমিষ্ট হইলে সেই সন্তানের বধ কত্ত'বা মহেশ্রু উপাস
 কের উপাসনাদ্বারা এই পুকার বশীভূত হইয়াছেন যে উ
 পাসকের ঐ কুমন্ত্ৰণায় স্বভগিনীর গভ' হইতে সন্তান ভূ
 মিষ্ট হইবা মাত্র সেই সন্তানের সেই ক্ষণেই বধার্থ অনুম
 ত্তি করেন। এবং কাহাকে ও বা স্বয়ং বধ করেন। আর
 ঐ উপাসকের বাক্যদ্বারা মহেশ্রুর বহুকাল ঐকপ বহু
 দৌরাঅচরণে পুজা ও অন্যজনের অত্যন্ত পীড়া পাইতে
 লাগিল। এবং ঐ ভগিনীর বহু সন্তান নষ্ট হইলে কিছ'কা
 লপরে অন্ধ'রাত্রে একপুত্র ভূমিষ্ট হইলেন ঐপুত্র সংদ
 শ'নে তদভগিনী ও ভগিনীপতি মৃতশরীরে জীবন পুষ্টি
 র ন্যায়বোধে পরামর্শপূর্বক ঐপুত্রকে এক গোপভবনে
 নিদ্রানিতগোপ পত্নী সন্নিপে রাখিয়া গোপতনয়াকে ল
 ইয়া ঐ রজনীমধ্যে মহেশ্রুভবনে তদভগিনীপতি আগমন
 করিলেন। অনন্তর ঐ কন্যার রোদনে মহেশ্রুদূতের নিদ্রা
 ভঙ্গ হইল ঐদূত তৎক্ষণাৎ মহেশ্রুকে সংবাদ পুদান ক
 রিল মহেশ্রুও অতিবেগে কারাগারে গমনপূর্বক ঐ ক
 ন্যাকে গ্রহণ করিয়া শিলাতে পেবণ করিলে ঐ কন্যার
 মোচন হইল কিন্তু ঐ তনয় গোপভবনে মদহস্তানামে খ্যা
 ত হইয়া ক্রমে২ পুব্ধ হইতে লাগিলেন। আর মদহ
 স্তার বণ ও লাষণ ও বলবৃদ্ধি ক্রমে২ হইতে লাগিল।

পরে মদহস্তা ক্রমেই উপাসক ও সৈন্যাধিপতি সহ ম
হেদুকে বিনষ্ট করিলেন এবং তদবধি তদীয় পুজারা
সুখী হইল । দেখ কেবল উপাসনাদ্বারা মহেশ্বরের রাজ্য
ভোগ ও পরিচ্ছদ প্রাণ প্রভৃতি সকলি গেল । অতএব তো
নরা কেহ উপাসনা ও উপাসককে আদর করিওনা ।

ধৈর্য্যনিয়মক ।

কাম ও ক্রোধ প্রভৃতির বেগ সহনের নাম ধৈর্য্য সং
সংসর্গ ও শাস্ত্র জ্ঞান ইত্যাদি দ্বারা ধৈর্য্য হয় এবং ধৈর্য্য
হেতু সুখ ও ঐশ্বর্য্য ও মান্যতা ও সর্ব প্রিয়ত্ব ও শাস্ত্রে
নৈপুণ্য হয় । কাম ও ক্রোধ ও দুঃখাদি উপস্থিত হইলে
বহুযত্নে সহ করা উচিত তাহাতে তত্ত্বদি দ্বিগুণভোগ বিরহ
জন্য তৎকালীন কিঞ্চিৎ ক্লেশ বোধ হয় ইহা যথার্থ বটে
কিন্তু যত্নপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে কাম ক্রোধাদি রি
পর বশীভূত হইতে হয় না সামান্যত বশীভূত হওন অ
তি অসহ আর শত্রু বশে স্থিতি করাতে কি ক্লেশ তাহা
কি কহিব এবং ধৈর্য্যাবলম্বনে বহু সুখ ও প্রশংসা ও অ
তিশয় মান্যতা হয় । আর দেখ সিংহের কামবেগ সহ
তাহেত্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে আর বৃক্ষসকল পক্ষি পুভ্
তির দৌরাভ্যা সহ করিয়া উচ্চত্ব পাইয়াছে এবং পশু ও
পক্ষি ও মনুষ্যাদির মল ও মূত্র ও পদাঘাত ও উত্তাপ ও
দাহ এই সকল দৌরাভ্যা সহ করিয়া মেদিনী মহত্ব পাই
য়াছে দেখ পশু ও অচেতন ইহারা একই বেগসহ করিয়া

শ্রেষ্ঠত্ব পাইয়াছে আর যদি মনুষ্যগণ সকল রিপু ও ইন্দ্রিয় বিষয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করেন তবে যেকিঞ্চপ শ্রেষ্ঠ হন লিখিয়া কি জানাইব বিবেচনা করিবে। আরো সর্ব্ব জগৎ কৰ্ত্তা দেবাদি কীটপৰ্য্যন্ত সৃজন করিয়া সৃষ্টির রক্ষার্থ নানা উপায় করিয়ছেন। অপর শাস্ত্রে ও কহিয়াছেন যে শোক ও মোহ ও দুঃখ ও পীড়া ও বৈরিবৃদ্ধি ও মিত্রসহ বিরোধ ও অন্য২ আপদ উপস্থিত হইলে লোক অবশ্য ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন তাহাতে অবশ্য সুখ পাইবেন ইহা যুক্তিযুক্তবটে তাহা দৃষ্টও হইতেছে যে যদি কোন ব্যক্তিকে কেহ কটুকহে আর সেই ব্যক্তি যদি সেই কটু সহ করেন তবে সেই বিরোধি লজ্জাহন্ত ঐ ধৈর্য্যাবলম্বি সহ সাক্ষাৎ করিতে পারেন না আর পরে যদি ধৈর্য্যাবলম্বি জন হইতে অনিষ্ট হয় তথাপি তাহার সহিত আর কদাচ বিরোধ করেন না অপর সুখ ও দুঃখ ভোগের পুতি পুধান কারন ননহইয়াছে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে যদি সেই ননঃ স্থির হইল তবে দুঃখাদির কি পুকারে ভোগ হইবে। অতএব উচিত যে ধৈর্য্যাবলম্বনকে অবলম্বন করেন। আর শুকপক্ষী ধৈর্য্যাবলম্বনে কি আহার পায় না আহার পাইতেছে কিন্তু অতি ধূর্ত্তকাক আহারার্থ অতিশয় চঞ্চল হইয়া পায়ই লোক কতৃক তাড়িত ও আঘাতিত হয় কোন২ স্থানে কিঞ্চিৎ আহার পায় অপর রজনীশ নামক এক ব্যক্তি চঞ্চলতাপ্রযুক্ত বনবাসি সকল জনকেই পীড়া পুধান

করিত কিন্তু রাজা আশানাথ তনয় শ্রীআনন্দচন্দ্র বন
মধ্যে ঋষির আশ্রমে আগমনপূর্বক ঐ রজনীশের মর্ম
বেদনা দেন তাহাতে তদবধি রজনীশ ধৈর্য্যাবলম্বনে থা
কিয়া পরমজ্ঞান ও পরমসুখপূর্ণ হইল আর ধৈর্য্যকে
আশ্রয় করিয়া অতিশয় মান্যতা হইল কিন্তু তদভ্রাতৃবর্গ
চঞ্চলতা প্রযুক্ত বিনাশ পাইল । অতএব বিবেচনা করহ
মনুষ্যদিগের উচিত যে সকল সময়ে সর্ব যত্নে সতত সকল
কার্য্যে ধৈর্য্যাবলম্বন করেন তাহাতে জ্ঞান ও সুখ ও মান্য
তা ও প্রিয়ত্ব প্রাপ্তি অবশ্য হইবে আর চঞ্চলতা হেতু কেব
ল অপমান ও দুঃখ প্রভৃতি হইবে অতএব কিঞ্চিৎ রিপু
সুখার্থ পরমসুখকে কিনিমিত্ত পরিত্যাগ করহ ।

মাতা পিতৃ প্রতি অনুরাগ ।

পুত্রগণ সর্বদা মাতা পিতৃ প্রতি অবশ্য অনুরাগ অর্থাৎ
ভক্তি করিবেন অনুরাগ যদি মাতা পিতৃাদি প্রতি হয়
তবে সেই অনুরাগকে ভক্তি বলা যায় আর যদি পুত্রাদি
প্রতি হয় তবে তাহাকে স্নেহ কহেন এবং স্ত্রী বিষয়ে যে
অনুরাগ তাহাকে পুণ্ড্রিতি বলিয়া থাকেন । আর কেহ
বলেন যে কন্তু বাতা বোধক যে শাস্ত্র ও ব্যবহার ও যুক্তি
হীহাতে যে দৃঢ় বিশ্বাস তাহার নাম ভক্তি তাহাতে ও
অনুরাগ প্রাপ্তি হয় । এবং সৎসংসর্গ হেতু মাতা পিতৃ
প্রতি ভক্তি হয় তদ্বারা মনুষ্যদিগের মান্যতা ও ধন সুখ
ও জ্ঞান ও রিপু পরাভব প্রভৃতি হয় । আর পৃথিবী

মণ্ডলে মাতা পিতা হইতে কোন জনের অধিক মান্যতা নাই যেহেতু মাতা পিতা হইতে পরম জ্ঞান সুখ সাধন দুল্লভ মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি হইয়াছে আর এই মনুষ্য দেহ পাওয়া বহু সুখভোগ ও সুখজনক দ্রব্য ও দিক ও দেশ ও কাল ও কাব্য ও নাট্য ও শাস্ত্র সংদর্শন হইতেছে অপর মাতাপিতার দেহ ভাগই সম্ভান হয় আর মাতা দশমাস গর্ভধারণজন্য ও সম্ভান প্রতিপালন নিমিত্ত অপরিমিত ক্লেশ ভোগ করেন এবং পিতা ও সম্ভূতি পরিপালনার্থ কত ক্লেশ সংভোগ করেন । অপর ধনোপার্জন ও মান ও জ্ঞান ও সুখ ও সুরীতি ও প্রশংসা এই সকলের প্রতি মাতাপিতা প্রধান কারণ হইয়াছেন আর মাতাপিতা যে তিরস্কার করেন সে সম্ভানের হিতার্থই জানিবে দেখ অন্য ব্যক্তির তিরস্কার মনুষ্যদিগের অপমান নিমিত্ত হয় কিন্তু মাতা পিতার ভৎসনা সম্মান জন্যই হয় । আরো অন্য মনুষ্য স্বকীয় পুয়োজন নিমিত্ত উপদেশ দেন কিন্তু মাতা পিতা স্বার্থে উদ্দেশ্য না করিয়া কেবল সম্ভানের হিতার্থ উপদেশ দেন । অপর পরাজয় পাইয়ই দুঃখজনক হয় কিন্তু সম্ভান হইতে যে পরাজয় সে মাতা পিতার আজ্ঞাদ জনক জানিবে কারণ মাতা পিতার সতত চিন্তে এই উদয় পায় যে সম্ভানের সুখ ও শৌখ্য ও বিদ্যা হউক তাহাতে সম্ভান হইতে পরাজয় হইলে মাতা পিতার অন্তঃকরণে পরাজয় জন্য যে দুঃখ তাহা না হইয়া কেবল তাহারদিগের

বোধ হয় যে আমার সন্তানের শূরত্ব ও উত্তম বিদ্যা
 হইয়াছে তাহাতে অতিশয় আনন্দ হয় । শাস্ত্রে ও
 কহিয়াছেন যে সকল ব্যক্তি হইতেই জয় ইচ্ছা করিবে
 কিন্তু কেবল পুত্র হইতে পরাজয় ভাল শাস্ত্রেরো এই তাৎ
 পর্য্য যে সন্তান উত্তম হইলে পিতামাতার অধিক আনন্দ
 অতএব পরাজয় জন্য যে দুঃখ তাহা বোধ হয় না । আর
 সন্তানের পীড়া ও মনস্তাপ ও ক্ষোভ ও দুঃখ ও অপমান
 হইলে মাতাপিতার সেইসন্তানের ক্রোশাপেক্ষা অধিক
 ক্রোশ হয় । অপর মাতাপিতার সেবা ও আহার পুদান
 ও চেষ্টা বহু যত্নে সন্তানেরা অবশ্য করিবেন যেহেতু ঐ
 সন্তানের নিমিত্ত মাতাপিতা কিকি দুঃখ না পাইয়াছেন
 অতএব সেই মাতাপিতার প্রতি অশ্রুতা ও তাচ্ছন্য কর্তব্য
 নহে । দেখ পশু ও পক্ষি পুত্ৰতি ও বৃদ্ধ মাতাপিতাকে
 আহার পুদান করে এবং সেই মাতাপিতার পীড়া হইলে
 বড় পশু ও পক্ষি একত্র থাকে কারণ পিতামাতার বৃদ্ধা
 বয়স ও পীড়া উপস্থিতা যদি কেহ বধ করে তন্নিবারণার্থ
 বেষ্টিতা হইয়া থাকে । অতএব মনুষ্যদিগের অবশ্য
 কর্তব্য যেমাতা পিতার সেবা ও আহারাদি পুদান এবং
 রক্ষা করেন । আর মাতাপিতা যে পুকার উপকারী এই
 কপবন্ধু ও মিত্র ও পুত্র কেহই নয় যেহেতু মাতাপিতা বা
 ল্যাবস্থাবধি কেবল সন্তানের চিরস্থায়ি সুখ চেষ্টা করেন
 এবং সন্তানের যাহাতে চিরস্থায়ি সখ হয় এমনত উপ

দেশপুদান করেন। আর ঋণিক যে রিপূর সুখ তাহা হইতে সন্তানকে নিবৃত্ত করেন। অপর সন্তানের কাম ক্রোধ পুভূতি রিপু ও ইন্দ্রিয় চাপলা ও কুৎসিতাচরণ যাহা তে না হয় তাহাই চেষ্টা করেন আর সন্তানের পুতি তা হাই উপদেশ দেন এবং তদর্থ তিরস্কার করেন সেই তির স্কারহেতু সন্তান তদ্বিষয়ে রত হইতে পারেন না তাহাতে পরম সুখ হয় অতএব যাহার তিরস্কার ও সন্তানদিগের উপকারক হয় এমত মাতাপিতার সেবা সতত করিবেন। এবং মনুষ্যদিগের উচিত যে ভিক্ষাবারাদি স্বয়ং উপবাসী হইয়াও পিতামাতাকে আহার দিবেন আর মাতাপিতার মাহা অভিমত তাহাই করিবেন। শাস্ত্রেও কহিয়াছেন যে মাতাপিতার অভিপ্রেত যাহা তদাচরণ করেন যে সন্তান সে ই উত্তম সন্তান আর মাতাপিতার অনুমতি রক্ষা করেন যি নি তিনি মধ্যম সন্তান আর মাতাপিতা বলিলেও যিনি তাহা আচরণ না করেন তিনি অপকৃষ্ট ও কৃতঘ্ন এবং সৰ্ব্ভ কার্য্য বহিস্কৃত ও সৰ্ব্ভকর্তৃক নিন্দনীয় আর সেই সন্তানে র জীবন ব্যর্থ বরং তাহার জনমমাত্রে মরণ শ্রেয়ঃছিল এবং শাস্ত্রে তাহাকে কৃতঘ্ন বলিয়াছেন আর তাহার অপমান ও চির দুঃখ ও মনস্তাপ ও ধনহানি প্রায় হয় লোকে ও দৃষ্ট হইতেছে যে মাতাপিতার অভিমত কারি পুত্র কদাচ ক্লেশ পায় না আর মাতাপিতার অভিমত সন্তান প্রায়ই দুঃখী হয়। অপর মাতাপিতার যদ্যপি মূখ

জ্ঞা থাকে তথাপি তাহাদিগকে বিজ্ঞজ্ঞান করিবে যেহেতু
মন্তানাপেক্ষা মাতাপিতার পুণীনত্ব ও বহুদর্শিত্ব ও ম
ন্তানগণের চিরস্থান্নি সুখান্বেষিত আছে অতএব আপনা
র যদি বহু বিদ্যা হয় তথাপি আত্মাপেক্ষা মাতাপিতার
অধিক বিজ্ঞতা মানিতে হইবে ইহা যুক্তিযুক্ত ও বটে
অতএব মাতাপিতার পুতি সস্বদা ভক্তি ও আহার
পুদান ও নান্যতা করিবে ।

ইহার উদাহরণ ।

শরযু নদী তীরে নার্ত্তগুণামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি
তৎপত্নী এই উভয়েরি শাস্ত্রজ্ঞান ছিল না তৎপুত্রুৎক এই
উভয়ে বন্য ফলমূলাহার দ্বারা অত্যন্ত ক্লেশে কালযাপন
করিতেন ইতি মধ্যে এই ব্রাহ্মণীর গর্ভ হইল সেই গর্ভে দুই
পুত্র জন্মাইলে তাহাদিগের নাম রাখিলেন জ্যেষ্ঠের নাম
বিদ্যাপতি কনিষ্ঠের নাম শচীপতি এই ব্রাহ্মণ এই পুত্র দুয়
কে বহুযত্নপূর্ব্বক ভিক্ষাদ্বারা প্রতিপালন করেন পরে ক্র
মে২ বাক্য প্রস্তু টিত হইলে এই পুত্রদ্বয়কে অধ্যয়ন করণার্থ
পণ্ডিত সমীপে সমর্পণ করিলেন এই পুত্রদ্বয়ও বহুযত্নে বহু
কাল অধ্যয়ন করত বিলক্ষণ বিদ্বান হইয়া স্বীয় গৃহে গমন
পূর্ব্বক অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন কিন্তু বিদ্যাপতি এই
মাতাপিতার মূর্ত্ততা হেতু তাহাদিগের প্রতি ভক্তি ক
রেন না এবং তাম্হল্য করেন শচীপতি বহুযত্নে ভিক্ষা
দ্বারা এই ব্রাহ্মণ মাতাপিতাকে জগৎকর্ত্তার ন্যায় জ্ঞান করি

রাত্ৰীহাদিগের ভক্তি পূজক সেবা ও অভিমত কার্য ক
রেন আর মাতাপিতা যাহা অনমতি করেন তাহা প্রাণ
বিয়েগেও পরিত্যাগ করেন না আর বৃহস্পতি অপেক্ষা
অধিক বিজ্ঞ বোধ করেন। এবং মাতাপিতা সেবানন্তর
যদি কোন দিবস কিঞ্চিৎ সময় থাকে তবে শচীপতি অ
ধ্যাপন করেন কিন্তু বিদ্যাপতি মাতাপিতাকে কিছুই শ্রু
দ্ধা করেন না। পরে তন্নগরাধিপতি এক দিবস মৃগয়াতে
বন গমন করিলে সেই সময়ে ঐ শচীপতি ঐ বনে ফলাহ
ল্পগাথ যাইলে রাজ্য ঐ শচীপতির সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ
করিয়া ঐ শচীপতির মাসিক নিবন্ধ করিলেন এবং অতি
মান্যতা করিতে লাগিলেন। পরে শচীপতি স্বচ্ছন্দে
মাতাপিতৃ সেবা ও অতিথি দুঃস্থাদিগের আহার প্রদান
ও অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। পরে ঐ শচীপতির
পরম জ্ঞান ও পরম সুখপ্রাপ্তি হইল। কিন্তু ঐ বিদ্যাপা
তিকে সকলে অশুদ্ধা ও অপমান করিতে লাগিল আর
বিদ্যাপতির ঐ মাতাপিতৃ বিয়োগানন্তর আহারো ক্লে
শে প্রাপ্তি হইতে লাগিল। অতএব মাতাপিতার সেবা ও
মান্যতা ও আহার প্রদান অবশ্য করিবেন।

স্বৈচ্ছাচারি।

শাস্ত্র ও সদব্যবহার ও সদযুক্তি এই সকল অমান্য করি
য়া যেজন আপনার ইচ্ছামতে কার্য্যকরে সেইজনকে স্বৈ
চ্ছাচারী বলা যায় স্বৈচ্ছাচারী জন অতিশয় নিন্দনীয় যে

হেতু স্বেচ্ছাচারদ্বারা কাম ও ক্রোধাদি রিপূর প্রাবল্য ও ইন্দ্রিয়চাপল্য ও মানহানি ও সকলের অপ্রিয়ত্ব ও নীচত্ব ও বুদ্ধিদ্রুস ও জ্ঞান নাশ ও জগদ্ভৈরিতা ও পুণ্য বিনাশ হয় এই স্বেচ্ছাচারে কদাচকেহ পুণ্য ক্রিও না স্বেচ্ছাচারে সকল সাধু সংগৃহীত চিরকালীন সুপ্রসিদ্ধ যে পথ তাহার বিপরীতাচরণ হয় তাহাতে সকল জন সহ ভৈরিতা হইতে পারে। অপর স্বেচ্ছাচারি জন সদনন্দি বেচনা করণে কদাচ সমর্থ হয়েন না তাহাতে তাহার সতত অসুখ জন্মে। আর মান্য মনুষ্যের মানহানি করে তাহাতে স্বেচ্ছাচারির মহদনিষ্ট হয়। আর শরীর গৃহণ করিয়া সকলেরি উপকার ও প্রিয় কার্য করিলে সেই শরীরের সার্থক্য নতবা মলকণ দেহে কিছুই গুয়োজন নাই স্বেচ্ছাচারিব্যক্তি কতক অন্যের উপকার করণ দ্বয়ে থাকুক মাতাপিতা স্ত্রী পুত্রাদিরো উপকারার্থ হয়েন না এবং ইহাদিগের অপ্রিয় সদাই হন অতএব অতি কুৎসিত যে স্বেচ্ছাচার তাহার আচরণে বিরত হও ।

ইহার উদাহরণ । কামিষ্কানিবাসি পরমানন্দ নামক এক ব্যক্তি অতিধনী ছিলেন তিনি সতত স্বেচ্ছাচারে রত ও শাস্ত্র ব্যবহার ও যুক্তি সিদ্ধরীতির বিপরীত রীতিতে রত হইয়া কেবল সকল লোককে পীড়া পুদান করিতেন আর স্ত্রীপুত্র ও পিতামাতা প্রভৃতি কাম্য প্রিয় ছিলেননা এবং সকলজন সহ সদা শত্রুতাচরণ করিতেন। অপর পর

মানন্দের স্বেচ্ছাচারিত্ব হেতু তাহাকে সকল লোকেই অমান্য ও নীচজ্ঞান করিতেন আর ঐ পরমানন্দের দৌরাভ্যো সকলজনই সতত ক্রেশ পাইত এবং তদেবশত গোপজাতীয় রমানাথ নামক এক ব্যক্তি ছিল তাহার গৃহে ঐ পরমানন্দ নিশ্চিন্তভাবে বাস করিয়া বদ্ধ বৎসকে মুক্ত করিয়া দিত ও অন্য বহু অনিষ্টাচরণ করিত কিয়দ্বিষসানন্তর ঐ রমানাথ গোপ তাহা জানিয়া ঐ পরমানন্দকে নিগূঢ় প্রহার করত পঞ্চতৃপাওয়াইলেন । অনন্তর তদেবশত লোক সকল ও তন্মাতাপিতা ও স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি স্বহৃদে কালযাপন করিতে লাগিলেন । অতএব দেখ জ্ঞান ও মান ও পুণ ও ধন সকল নাশকারি যে স্বেচ্ছাচার তাহা আচরণ করণে বিরত হও ।

কৃতজ্ঞ বিষয়ক ।

মাতাপিতা ও বন্ধু ও মিত্র ও উদাসীন যে কেহ কতক কৃত যে উপকার তাহা যে ব্যক্তি মানে ও ঐ সকল ব্যক্তি কে উপকারিত্বরূপে মান্যতা করে সেই লোককে কৃতজ্ঞ বলা যায় কৃতজ্ঞতা সৎসংসর্গ ও মাধুস্বভাব দ্বারা হয় উপকার মান্য করিলে উপকারি ব্যক্তির আত্মাদি জন্মে তাহাতে কৃতজ্ঞের তদ্ব্যক্তি দ্বারা অধিক উপকার হইতে পারে আর চিরকাল সিদ্ধ পথে স্থিতি করা হয় এবং সেই বস্তু স্থিতি করিলে সে জন সকলেরি প্রিয় হয় তাহাতে কৃতজ্ঞ জন্মের ধন প্রাপ্তি ও নানাসুখ সম্ভোগ ও মান্যতা হয় ।

বিশেষতঃ মাতাপিতার পর উপকারী কেহই নাই অত
এব তাহাদিগের উপকার অধিক মানিতে হয়। এবং উ
পকারী জন যদি উপকার্যজনের পুতি দোরাহ্ম করেন ত
থাপি উপকারিজনকে মান্যতা করিবেন ও তাহার অনুম
তি লঙ্ঘন করিবেন না তাহাতে উপকারির প্রায় কিছুই ল
ভ্য নাই কিন্তু সেই কৃতজ্ঞের পরমোপকার জানিবে যে
হেতু কৃতজ্ঞের পুতি উপকারিদিগের দয়া হয় তাহাতে
অধিক উপকার হইতে পারে আর কৃতজ্ঞ জনকে উপ
কারি ভিন্ন মনুষ্যরাও আদর করেন কারণ এই মনুষ্য
অতিউত্তম যেহেতু কৃতজ্ঞ এই প্রকার জানিয়া তাহার। ও
এ কৃতজ্ঞের উপকার করেন অতএব কৃতজ্ঞ অবশ্যই হই
বেন। আর যেজন উপকারিকে মান্যতা না করে এবং
উপকার না মানে তাহাকে কৃতঘ্ন বলা যায় কৃতঘ্নতা কেবল
কুৎসিতসংসর্গ হইতে হয় কৃতঘ্ন ব্যক্তির সর্বদা সকল
সমীপে নিন্দা ও অপমান ও অনাদর হয় আর কেহ কদাচ
তাহার উপকার করেন না এবং কৃতঘ্ন জনের অতিশয়
অসুখ হয় আর শাস্ত্রে মাতাপিতার অভক্ত পুত্রতিকে
কৃতঘ্ন কাপেগণ্যকরত নিন্দা করিয়াছেন যে স্ত্রী ও ব্রাহ্মণ
ও অন্য মনুষ্য পুত্রতি বধ করে যেজন সে ব্যক্তির। বরণ
ভাল ও কদাচিৎ বিশ্বস্ত হয় কিন্তু কৃতঘ্নজন অতি কুৎ
সিত তাহাকে কদাচ কেহ বিশ্বাস করে না অপরনোকে
ও দৃষ্ট হইতেছে যে কৃতঘ্ন ব্যক্তি যদি বহুদুঃখ পায় তথা

পি তাহার প্রতি কোন জনের দয়া হয় না বব^১ আহ্লাদ
জন্মে এবং এই কৃতঘ্ন ব্যক্তির উপকার কোন জনই করে
না আর তাহাকে বিশ্বাস কদাচ করেন না। অপর তাঁহা
কে আত্মঘাতী ও বলা যায় যেহেতু পরমোপকারক যে
আত্মা তাহাকে মানেন না। অতএব বলিতেছি হে মনুষ্য
গণ তোমরা বহুযত্নে ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া ও উপকার ও
উপকারকে সৰ্ব্বদা মান্য করিবে তাহা করিলে উপকা
র্যেরা কৃতকার্য হইবে নতুবা সদা অস্থ ও অপমান ও
অতিশয় নিন্দনীয় হইবে।

ইহার উদাহরণ। সপ্তগ্রামে যদুনন্দন নানক এক অ
তিথিনাট্য মহাজন বাস করিতেন তাঁহার দুইটি পুত্র ছিল
তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ যাদব সুশীল ও জ্ঞানবান ও মাতা
পিতৃভক্ত ও উপকারির অনুগত থাকিত আর কনিষ্ঠ মা
ধব অতি দুষ্ট ও দুর্দান্ত ও দীন পীড়ক ও মাতাপিতৃ ঘেষ্ঠা
ও সতত পরোপকারে রত ছিল কিয়দিবসানন্তরে এই যদু
নন্দনের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইল তাহাতে এই মাধবঘাদবের
প্রতিঅত্যন্ত দৌরাভ্য করিতে লাগিল তথাপি যাদব সহো
দর বলিয়া আহাৰ পুদান করিত কিন্তু মাধব ক্রমেই সকল
লোকের উপর দৌরাভ্য আরম্ভ করিল আর মাধব হইতে
মান্যজনের মানহানি ও বহুলোকের বহুবিধ অনিষ্টাচ
রণ হইতে লাগিল সুতরাং মাধবসহ সকলেরি বৈরিতা
হইল এবং সৰ্ব্বজনের অনুরোধে যাদব এই মাধবকে পৃথক

করিয়া দিল। অনন্তর যাদবকে সকল লোকই মান্যতা ও আদর করিতেন কিন্তু মাধব সকলের ঘৃণাপাত্র হইল এবং সর্বসহ বিরোধিতা জন্য তাহার সমুদয় ধন বিনাশ পাইল পরে মাধব ভিক্ষাদ্বারা উদর পূরণকরিত তথাপি কুকর্ম ও পরের অপকার ও উপকারির অমান্যতাকরণে ক্ষান্ত হইল না। পরে এক গৃহস্থের প্রার্থীর পতিত হইয়া মাধব প্রাণপরিত্যাগ করিল। অতএব তোমরা কৃতঘ্নতাকে পরিত্যাগ করিয়া কৃতজ্ঞতাকে অস্তুরে স্থানদান কর।

মান্যব্যক্তির মান্যতা করণ।

মান্যব্যক্তির মান্যতারার্থে অবশ্য কর্তব্য তাহা না হইলে লোকে নিন্দা ও অনাদর হয় কারণ যে ব্যক্তি জগন্মান্য তাহাকে যদি দুই এক ব্যক্তি মান তা নাকরেন তবে তাহার কিহুই হানি হয় না শুদ্ধ অমান্যতাকারী ব্যক্তিই অহঙ্কাররূপে গণ্য হইয়া নিন্দনীয় হয়েন যদি বল যে জগৎ কর্তার নিম্নিত সকল জনই তবে আমি কি নিম্নিত অন্যকে মান্য করিব ইহা বিবেচনা সিদ্ধ নহে যেহেতু জগৎকর্তা সকলকে সৃজন করিয়াছেন বটে কিন্তু কেহ রূপবান কে ইকরূপ কেহবা ধনবান কেহ দরিদ্র কেহ বিদ্বান কেহ বা মূর্খ কেহ স্ত্রী কেহবা পুরুষ ইত্যাদি সকলের বৈলক্ষণ্য কি নিম্নিত হইল কেন সকলই সমানাকার ও তুল্যধন প্রভৃতি না হইল আরো দেখ দরিদ্র মনুষ্যরা যাহাতে সখ্যজ্ঞান

করেন তাহাতে ধনীমনুষ্যের অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হয় আর দরিদ্র যাহাকে দুঃখ জ্ঞান করেন তাহা ধনিগণ জানেন না আর ধনিগণ যাহাকে সুখ জ্ঞান করেন দরিদ্র সে সুখ জ্ঞান করেন দেখে যেন্নে এত প্রভেদ দেখা যাইতেছে যেন্নে সকলই এক ব্যক্তি সৃষ্ট বলিয়া অভিমান করিলে কি হইবে সে কেবল অলীক অভিমান মাত্র। অপর অতি নীচ হইলেও তৎসমীপে যোজন নমু হয় তাহার কিছুই হানি হয় না বরং লোকে তাহার প্রশংসাই করে আর মান্য জনের মান্যতা অবশ্য কর্তব্য ইহা শাস্ত্রে ও কহিয়াছেন যে পূজ্য মনুষ্যের যদি ব্যতিক্রম হয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি মান্য মনুষ্যের মান্য না রাখে তাহার পদেও অনিষ্ট ও দুঃখ ও অপমান ও তুচ্ছতা প্রভৃতি ফল লাভ হয়। আর যোজন মান্যের মান রক্ষণা করে তাহার অহংকার প্রকাশ পায় অহংকারে জ্ঞান ও সুখ প্রভৃতি সকলি নষ্ট হয়। অতএব হে মানবগণ আত্মাপেক্ষা বয়োধিক ও পিতামাতা ও পিতৃব্য ও রাজা ও গুরু ও বিদ্বান ও সাধু প্রভৃতির মান্যতা অবশ্য করিবে তাহা হইলে যশস্বী হইয়, নিরাপদে জীবন যাপন করিতে পারিবে।

ইহার উদাহরণ। খ্রীকেন্ন নিকাসী যজ্ঞ নারায়ণ নামা এক ঠৈশ্য ছিলেন তিনি সকল ব্যক্তিকেই সমান জ্ঞান করিতেন এবং মান্যের মান রাখিতেন না ইহাতে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন যে সকল প্রাণিই সমান জ্ঞাত

এব কি নিমিত্ত অন্যকে মান্য করিব এইরূপ আচরণ করত সকলসহ শত্রুতা জন্মিল ও বিস্তর দুঃখ হইতে লাগিল। বিশেষত সকলমান্য রাজাকে মান্য না করাতে রাজা ও প্রজাগণের ক্রোধ উপস্থিত হইল তাহাতে যজ্ঞনারায়ণ ক্রমেই মানহানি ও অর্থ বিনাশ হেতু অতিশয় দুঃখে পড়িলেন। পরে তৎপত্নী অতি সুশীলা সন্তানহীনতা পতি দুঃখে দুঃখিতা হইয়া যজ্ঞনারায়ণকে স্তুতি প্রণতি দ্বারা বশীভূত করিয়া কহিলেন যদি বল যে জগৎকর্তা সকলকেই সমান করিয়াছেন তবে তুমি পুরুষ আমি স্ত্রী আমি তোমার বর্শাভূতা তুমি আমার আশ্রয় এই সকল বিশেষ কি নিমিত্ত হইল। আর মনুষ্য ও পশু পক্ষি প্রভৃতির আহার ও বিহার প্রভৃতি ভিন্ন দেখা যাইতেছে অতএব অবশ্য কহিতে হইবে আত্মাপেক্ষা মান্য আছেন নতুবা তোমাকে আমি কি নিমিত্ত মান্য করি এবং তোমাকে মান্যতা করিয়া আমার কি হানি হইতেছে অতএব মান্য মনুষ্যকে মান্যতা করহ তাহাতে তোমার মান ও ধন ও সুখ হইবে ইত্যাদি বাক্যদ্বারা যজ্ঞনারায়ণ বিগত ভ্রম হইয়া আন্য ব্যক্তির মান করিতে লাগিলেন। অনন্তর যজ্ঞনারায়ণের শত্রুগণ গিঞ্জ হইলেন এবং সকলে যজ্ঞনারায়ণকে আদর করিতে লাগিলেন তাহাতে যজ্ঞনারায়ণ সুখী হইলেন অতএব অন্যের মান রাখা অবশ্য কর্তব্য।

গুরুর প্রতি শিষ্যের কৃত্য ব্যা।

নানা প্রকার উপদেশ দ্বারা যিনি বোধোদয় করিয়াছেন তাঁহাকে গুরু কহামায় আর সেই সকল উপদেশ গৃহণ করেন যেজন তাঁহাকে শিষ্য বলা যায় গুরুকে মাতাপিতা অপেক্ষা অধিক মান্যতা করিবেন যেহেতু মাতাপিতা প্রতি পানন ও রক্ষণ ও আহার প্রদান ও সতত চেষ্টা দ্বারা সন্তানের হিত করেন বটে কিন্তু জ্ঞানরূপ ব্রহ্মকে দিতে পারেন না আর গুরু সেই জ্ঞানকে প্রদান করেন অতএব বিবেচনা করহ যে গুরু মাতাপিতা অপেক্ষা অধিক উপকারক কিনা এবং শাস্ত্রে ও কহিয়াছেন যে জন্মপুত্র অপেক্ষা ব্রহ্মপুত্র শ্রেষ্ঠ। যদি বল যে গুরু যেমত উপদেশ করত জ্ঞান পুদান করেন সেই পুকার মাতাপিতাও জ্ঞান দেন কেন না মাতাপিতা হইতে শরীরপাণ্ডি ও শরীররক্ষা হয় সেই শরীর বাতিরেকে কি জ্ঞান হয় ইহা যথার্থ বটে কিন্তু মাতাপিতা পরম্পরায় জ্ঞান পুদান করেন আর গুরু সাক্ষাৎ জ্ঞান পুদান করেন অতএব সৰ্ব্বাপেক্ষা মাতাপিতার মাতা তদপেক্ষা গুরুর মান্যতা করিতে হয়। অপর অসার সংসার স্বরূপ যে সমুদ্র ইহাতে অজ্ঞান ও ভ্রান্তি ও আপদ পুষ্কতিকূপ যে কুণ্ডীরা দি তাহারা সৰ্বদা মনুষ্যকে গুস করণার্থ চেষ্টা করিতেছে এই সমুদ্রে পতিত যে মনুষ্যগণ তাহারদিগকে জ্ঞানরূপ নৌকা দ্বারা গুরুনা বক হইয়া পারি ভ্রাণ করেন। আর দেখ জগৎকর্তা সৃজন কালীন যেনমন

দিয়াছেন সেই নয়নদ্বারা কতকগুলি বস্তু দেখা যায় কিন্তু গুরুদত্ত যে জ্ঞানরূপ নয়ন তদ্বারা অদৃষ্ট পদার্থ দৃষ্ট হয় অতএব জ্ঞাননয়নপুদ গুরুর মান্যতা ও সেবা ও তদভিন্ন তানুচরণ কৰ্ত্তব্য এই সকল দ্বারা যদি গুরু তুষ্ট হইলেন তবে গুরু সেই শিষ্যকে নিগূঢ় যে বাক্য তাহা কহেন তদ্বারা শিষ্যের শীঘ্র জ্ঞান জন্মে আর জ্ঞানোদয় হইলে মান্যতা পরম সুখ হয় । অতএব গুরুর মান্যতা ও সেবা ও প্রিয়কার্য্য ও বাক্য মানন শরীরদ্বারা হিতকার্য্য শিষ্য অবশ্য করিবেন । অপর সর্বদেশে পুসিদ্ধ আছে গুরু তিরস্কার ও তাড়ন ও দণ্ড করিতেছেন সে কেবল শিষ্যের উপকারার্থ ই হয় আর কোন ব্যক্তিরো অপমান নাই আরো দেখ যদি বালককে কদাচ কেহ আঘাত কিংবা তিরস্কার করে তবে তাহার পিতামাতা অত্যন্ত ক্রোধ পায় কিন্তু গুরু অতিশয় আঘাত করিলে ঐ মাতাপিতার আহ্লাদ জন্মে । এবং গুরুরো শিষ্যের পুতি পুত্র সমান স্নেহ হয় তাহাতে শিষ্যের জ্ঞানোদয় হইলে গুরুর অতিশয় আহ্লাদ জন্মে আর শিষ্যের রিপুগণ খর্ব্ব হয় ও অসৎকার্য্য নিবৃত্তি পায় ।

ইহার উদাহরণ । অযোধ্যাধিপতি দশরথতনয় শ্রীরামচন্দ্র সতত বশিষ্ঠ গুরুর উপাসনা এবং সেবা ও মান্যতা ও প্রিয় কার্য্যকরত বশিষ্ঠকে প্রীত করিলেন বশিষ্ঠ মুনিরো শ্রীরামচন্দ্র প্রিয়তম হইলেন কিন্তু বশিষ্ঠ মুনির

কৃপাহেতু শ্রীরামচন্দ্র অল্প কালমধ্যে প্রাপ্তবিদ্য হইয়া ঐ গুরুর অনুমতিতে রত ছিলেন তাহাতে ঐ অল্পবয়স্ক রাম চন্দ্রের এমনত সাহস হইল যে মৃগয়ার্থ বনে ঘাইয়া অতি ভয় দায়ক সিংহ ব্যাঘ্রাদি বধ করিতেন তাহাতে ঐ শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় রাজ্যে সৰ্ব্ব কৰ্ত্ত্বক মান্য হইয়া পরম সুখী হইলেন। অপর ঐ বশিষ্ঠ মুনির কৃপাহেতু শ্রীরাম চন্দ্রের পুৰুষ পুরুষ দিলীপ রাজ্য প্রভৃতি শিষ্যগণ পরম সুখসম্ভোগ করিয়াছেন।

পুকারান্তর। মহানদতীরে শ্রীনাথ ও রেবতীনাথ গুরুর সদনে সতত বসতি করত গুরু সেবায় রত থাকিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ শ্রীনাথ ও রেবতীনাথের ভক্তি ও সেবাদ্বারা গুরু সমুপ্ত হইয়া উত্তমকৃপা উপদেশ প্রদান করিলেন তাহাতে অতিদ্রুত ঐ উভয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া উত্তম বহুদ্রব্য দ্বারা গুরুর সন্তোষ করতঃ স্বীয় গৃহে গমন করিলেন। অতএব গুরুর মান্যতা ও গুরুর প্রিয়কার্য্য করণার্থ পরিশ্রম করিবে।

জ্ঞানোপার্জন বিষয়ে থক্সতার আনশ্যকতঃ।

জ্ঞানোপার্জন বিষয়ে মনুষ্য অবশ্য থক্সতা প্রকাশ করিবেন থক্সতাদ্বারা মান্যতা ও সুখ ও বিজ্ঞান জ্ঞান হয় যেহেতু থক্স না হইলে অহঙ্কার পুকাশ পায় অহঙ্কার দ্বারা সকল জন সহ শত্রুতা হয় এবং গুরু ও তাছল্য করেন অতএব কি পুকারে অন্যজন কৰ্ত্ত্বক মান্য হইবেন

আর গুরুর ভটিষ্ট ব্যতিরেকে কি বিদ্যা হইতে পারে না
 অতএব বিদ্বৎ ব্যক্তির কহিয়া থাকেন যে গরুতা মনুষ্যকে
 খরু করেন খরুতা নীচকে উচ্চ করেন কেবল গরুই
 খরুকারক জানিবে এবং শাস্ত্রে ও কহিয়াছেন যে খরু
 তায় কান ক্রোধাদি রিপু খরু হয় ও জ্ঞানোদয় করে আ
 র দেখে যে জন দুঃখভোগ কদাচ করেনাই সে ব্যক্তি যেমত
 সুখাস্বাদন করিতে যোগ্য হয়েন না এবং সদা আলোক দ
 শী যে জন তিনি যেমত অন্ধকার জানেন না তাহার নয়
 য় যে জনের খরুতা নাই সে জন কি বিদ্যা জন্য সুখ জা
 নিতে পারেন যদি খরুতা থাকে তবে অবশ্য বিদ্যা ও সুখ
 হয় আর তাহার আশ্বাদন জানিতে পারে। অপর
 খরুতা হীন জন ঐশ্বর্যযুক্ত জনকে সন্দর্শন করিয়া হিং
 সা করেন সেই হিংসা দ্বারা সতত ক্লেশ পায়েন কিন্তু খরু
 জনগণের খরুতা হেতু হিংসা হয় না এবং ঐ খরুতা দ্বারা
 উপার্জিত যে জ্ঞান তদপেক্ষা ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন
 বিদ্যা হইতে অধিক কি আছে ইহা বলেন অতএব শাস্ত্রে
 বিদ্যাক্রপ যেরূপ ইনি মহাধন এই বিদ্যাক্রপ ধনাপেক্ষা অ
 ধিক ধন নাই। আর যদি খরু জ্ঞান আত্মাতে না করহ
 তবে হিংসা ও নূথ ও উত্তম পরিছদে ইচ্ছা হইবে তাহাতে
 কদাচ বিদ্যা হইতে পারে না। অতএব খরুতা পুকাশ কর
 হ যে তদ্বারা যথার্থ সুখ সম্ভোগ হইবে আর সকল লোকে
 উত্তমত্বরূপে পুকাশ পাইবে যেমত হারকের দীপ্তি অন্ধকার

আগার মধ্যে রাখিলে জানা যায় এবং দু'বা বহনাদিও গমনাদি দ্বারা অত্যন্ত শুমযুক্তজন যেমত উপবেশনাদি করত সুখ সংভোগ করেন। আর যেমত দাহাদি দ্বারা স্বর্ণের উত্তমতা পূকাশ পায় তাহার ন্যায় খৰ্জতা দ্বারা মনুষ্য দীপ্তি ও মান্যতা ও সুখ ও জ্ঞান পায়েন। আর যেমত সাহস সংযুক্ত যেজন তিনি যদি আপদ সময়ে সাহসদ্বারা দুঃসাধ্য যে কৰ্ম্ম তাহা সাধন করেন তবেই তাহার সাহসের সার্থক নতবা সে সাহসে কি প্রয়োজন সেইরূপ খৰ্জতা ও নমুতাদিযুক্ত ব্যক্তি যদি বিদ্যাাদি উপার্জন করেন তবে সেই বিদ্যাাদি সুখদেন নতবা সে ব্যক্তি জানিবে অতএব তোমরা খৰ্জতা ও নমুতাবলম্বন করহ যে তদ্বারা জ্ঞান ও পরম সুখ হইবে।

ইহার উদাহরণ। মহারাজ সান্তনু তনয় ভীষ্ম অতি বলবান ও যোদ্ধা ও সৰ্ব্ব শস্ত্র ও শাস্ত্র বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন তিনি খৰ্জ ও নমুতাবলম্বন হেতু পৃথিবী মণ্ডলে উত্তম যশঃ ও কীৰ্ত্তি ও সুখ্যাতি ও মান্যতা ও সৰ্ব্বপ্রিয়ত্ব পাইয়া পরমজ্ঞানদ্বারা পরম সুখীহইয়াছিলেন কিন্তু জন্মদগ্নি সূত পরশুরাম অতি মান্য ও সুখীছিলেন তিনি গৰ্ব্বহেতু অনেক স্থানে ক্ষোভ পাইয়াছেন এবং দশরথ তনয় শ্রীরামচন্দ্র যৎকালীন জনক রাজ মন্দিরী সীতাকে পরিণয়ন করিয়া আনয়ন করেন সেই সময়ে পৃথি মধ্যে ঐ পরশুরাম অতি গৰ্ব্ব পূৰ্ব্বক শ্রীরামচন্দ্র প্রতি আক্র

মণ করিলে শ্রীরামচন্দ্র নম্র হইয়া অনেক স্তুতি করিলেও পরশুরামের কৃপা হইলনা বরং গর্জই প্রবদ্ধ হইল অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সহ যুদ্ধারম্ভে পরশুরাম ক্ষোভ পাইলেন এবং পরশুরামের সুখ বিনষ্ট হইল ।

প্রকারান্তর । গুজরাট নগর নিবাসি শচীবভট্ট অতি মান্য ও ধনাঢ্য ও বিদ্বান ছিলেন তৎপুত্র চিরঞ্জীব ভট্ট অতি গর্জহেতু সকল জনকে তাচ্ছন্য করেন কিন্তু অহংকার দ্বারা বিদ্যা ও সুখপ্রভৃতি সকলি নষ্ট হইল তথাপি চিরঞ্জীবের গর্জ দূর হয়না । পরে শচীব ভট্ট পুত্রের মূর্থতা ও দুঃখহেতু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ঐ পুত্রের প্রতি গ্রহার ও উত্তমনীতি শিক্ষাদ্বারা চিরঞ্জীব ভট্টের গর্জ কে থক্ক করিলেন । পরে চিরঞ্জীব থক্কতা ও নম্রতা দ্বারা সকলের প্রিয় হইয়া সর্জসা শাস্ত্র চিন্তা ও শাস্ত্রালোচন দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তিপূর্বক পরম সুখ পাইলেন । অতএব মনুষ্যদিগের উচিত যে থক্ক ও নম্র হইয়েন ।

উপদেশ তু হতা প্রাপ্ত শিশুর বয়োবৃদ্ধিকে

দূরবন্দ্য বিময়ক ।

যে জন বাল্যাবস্থায় বিদ্যাপার্জনবিষয়ে চেষ্টা ও পরিশ্রম ও সুপদেশ গৃহণ করেন না তাহার অধিক বয়সে অত্যন্ত মানসিক ও কায়িক ও বাচিক ক্লেশ হয় যেহেতু বাল্যাবস্থায় কোন সাংসারিক ব্যাপারে চেষ্টা করিতে হয়না আর কোন বিষয় চিন্তা নাই ও সতত অন্তঃকরণে স্বচ্ছন্দ ও

বিদ্যাপার্জন বিরোধি কোন কার্যের সম্ভাবনাও নাই অপর অভ্যাস শক্তি ও পরিশ্রম শক্তি প্রভৃতি সকলি আছে ইহাতেও বিদ্যাবৃদ্ধির প্রতি ও অধ্যয়নে যত্ন করেন না অতএব এমন জনের কিক্রমে উত্তরকালে বিদ্যা ও তজ্জন্য সুখ হইবে যদ্যপি বয়োধিক হইলে আত্মস্তিক দুঃখ হেতু বিদ্যাভ্যাসে যত্ন করে তবে সে সময়ে কি বিদ্যা হয় কিম্বা তজ্জন্য সুখ হয় কিছুই হইতে পারে না যেমত বর্যাদি কাল অতীত হইলে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে ফল জন্মে না তাহার ন্যায় জানিবে । আর বাল্যাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস না করিলে উৎসাহ ও সাহস ও ইচ্ছা প্রভৃতি থাকে না । অপর অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিদ্বান ও প্রশংসিত হইব এই প্রকার যে ইচ্ছা তাহাও থাকে না ইচ্ছাও বিদ্যার প্রতি কারণ । আর যে ব্যক্তি বাল্যাবস্থায় তাজ্জন্য করিয়া অধিক বয়সে চেষ্টা করেন তাহারদিগের কেবল পরিশ্রম আর বিনাপ করণ জানিবে । আর যদি কোনজন বাল্যাবস্থায় গরু ও আলস্যাদি প্ৰযুক্ত বিদ্যাভ্যাস না করে তবে তাহার বয়োধিক হইলে কোন কার্যে মনঃস্থির হয় না কেবল সকল কার্যে বিরক্ত হয় আর যদ্যপি বয়োধিকে বিদ্যাভ্যাসে ইচ্ছা ও সুখ ও উপকার বোধ হয় তথাপি মনঃস্থির হয় না যেহেতু তৎকালীন মনুষ্যেরা সতত নানা বিষয়ে ভ্রমণ করে আর নূতন বিষয়ে নূতন উপদেশ দ্বারা ইচ্ছা হয় কিন্তু বয়োধিক্য হেতু সেই ইচ্ছা

রা কল জন্মে না। অপর যতো অধিক বয়স হয় তত সৎ
সারাদি চিন্তা বৃদ্ধি হইতে থাকে অন্য চিন্তা উপস্থিত হ
ইলে শাস্ত্র চিন্তা কি প্রকারে হইতে পারে। আর যেমত
বেলা যত গত হইতে থাকে তত ছায়াক্রমে বৃদ্ধি হয়
সেই পুকার মনুষ্যদিগের যতোবয়োবৃদ্ধি হয় ততো রাগা
দি প্রবন্ধ হইয়া বিদ্যাতে তাহল্য হয় আর উপদেশে তা
হল্য ও অনুতাপ হয় এবং জ্ঞান জন্য যে আশ্লাদ ও উ
ত্তম অপকৃষ্টদ্বয়ের আশ্বাদ বৈলক্ষণ্য ও বিষয় সুখ প্রভৃতি
কিছুই হয় না। আর যাঁহারা অকর্য আনন্দজনক জ্ঞানো
পার্জন করেন এবং সতত পরমপদার্থান্বেষণদ্বারা কাল
ক্ষেপণ করেন তাহারা সকল সুখাশ্বাদন করিতে পারেন
যেহেতু পরমেশ্বর কতৃক সৃজিত হইয়া তাঁহার সৃজিত
বস্ত্রে থাকেন তাহাতে তৎ সৃজিতবিষয় সুখ ও পরম
সুখ সাক্ষাৎ করিতে যোগ্য হয়েন। আর বস্তুভোক্তা কণিক
ইন্দ্রিয় জন্য সুখাপেক্ষা উত্তম যেপরম সুখ তাহাই বৃদ্ধি
মান মনুষ্য অন্বেষণ করেন। অপর যেমন জয় ও রাজ্যার্থী
জন সতত নূতনত জয় ও রাজ্য বৃদ্ধির নিমিত্ত যুদ্ধাদি
দ্বারা চেষ্টা করেন সেই প্রকার বিদ্যার্থী ব্যক্তি নানা পন্থি
শ্রুমাди দ্বারা বিদ্যা ও বিজ্ঞান ও জ্ঞান বৃদ্ধি ও নূতনত আ
ভাস ও নূতনত রচনা প্রভৃতি করেন। আর সকলমাত্ম সমী
পে বিদ্যান মনুষ্য সততপূজ্য ও মান্য হয়েন এবং বিদ্যান
মনুষ্যের মৃত্যু হইলেও তাহার গুণ কীর্তন সৰ্ব্বরাজ্যে সম্রাট

মনুষ্যরা করেন। আর শাস্ত্রে ও ব্যবহারে এই আছে যে বাল্যাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস যৌবনে বিষয়চেষ্টা বান্ধ কো তত্ত্বচিন্তা করিবে। অতএব হে বালকগণ তোমরা অহঙ্কার ও সখ্যবাসনাপুভূতি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞান চেষ্টা ও শাস্ত্র চিন্তা করহ অধিক বয়সে বিদ্যা পাইবে না সতত নানা দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

ইহার উদাহরণ। মহারাজাধিরাজ দিলীপ রাজা তৎসূত্র রঘু রাজা ছিলেন তিনি বাল্যাবস্থায় সতত বিদ্যাভ্যাস ও শাস্ত্র চিন্তা ও শাস্ত্রানুশীলন ও শাস্ত্র সন্দর্শন ও শাস্ত্র রচনা করিয়া শিশু শাস্ত্রাদিতে নিপুণ হইলেন অনন্তর যৌবনাবস্থায় ঐরঘুরাজা দিগ্বিজয় করতঃ সকল রাজ্যধিপতি হইলেন তাহার ধনুর্বিদ্যায় এমন পারদর্শিত্ব যে ষৎকালীন দিলীপ ঐ রঘুকে অশ্বরক্ষার্থ নিয়োগ করেন তৎকালীন রঘুর ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কিন্তু সকল রাজাকে পরাভব পাওয়াইয়া ইন্দুনামক জনসহ যুদ্ধ হইলে ইন্দুর বহু রঘু সর্নাপে পরাঙ্ মুখ হইল ইন্দু ও রঘুকে নীতি ও বিনয় বাক্যদ্বারা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিলেন আর রঘুর যে শাস্ত্রজ্ঞতা ও কীর্ত্তি ও যুদ্ধ নৈপুণ্য ও সখ ও বিদ্যা তাহা মহাভারতে বিস্তৃত আছে। অপর দ্বারকা নিবাসি নিধিপতি নামা বিপুল ছিলেন তিনি সৰ্বদা বাল্যাবস্থায় বনে গোরক্ষক গোপবালক সহ ভ্রমণ করিতেন আর কিঞ্চিৎ পিতৃধন ছিল তাহাতে অত্যন্ত অহঙ্কার পুকাশ

করিতেন এবং উত্তম আহাৰ উত্তম পরিহাৰে সন্তত ইচ্ছা ছিল এইৰূপে বাল্যাবস্থা গত হইয়া যৌবনার্জ গত হইলে পূৰ্ব্বধন ক্ষয় ও মান্যতাহানি ও পরিবারের অত্যন্ত ক্লেশ দেখিয়া বিদ্যাভ্যাগে মতি করিলেন কিন্তু তাহাতে বদ্যপি ইচ্ছা হইল মতি স্থির হয় না ও পরিশুম ও অভ্যাগ করি তে পারেন না আর শাস্ত্র চিন্তনে সংসার চিন্তা উপস্থিতা হয় কেবল তাহাতে মনস্তাপ মাত্র কিছুই বিদ্যা হইল না । অতএব বাল্যাবস্থায় অবশ্য বিদ্যাপার্জন করিবে নন্তবা মনস্তাপ ও অপমান ও নানা দুঃখভোগ করিতে হয় ।

দৃঢ়তা দ্বারা কাৰ্য্য সিদ্ধি ।

দৃঢ়তা থাকিলে মনুষ্যরা যদি বিদ্যা বুদ্ধি ও ধনাপার্জনে ও অন্যান্য বিষয় কাৰ্য্যে দৃঢ়তা করেন তবে তাহারদিগের ক্রমে তত্ত্ববিষয় অবশ্য সিদ্ধ হয় যেমত উচ্চ স্থান প্রাপ্তি নিমিত্ত ক্রমে সোপানদ্বারা তৎস্থান প্রাপ্তি হয় তাহার ন্যায় হইবে । আর যেমত মক্ষিকা প্রভৃতি ক্রমে দৃঢ় তর যত্নদ্বারা কিঞ্চিৎ মধু আনয়নপূৰ্ব্বক বহু সঞ্চয় করে তাহার ন্যায় মনুষ্যরা যে কৰ্ম্মে দৃঢ়তর যত্নপূৰ্ব্বক পুৰ্ব্ব হ যেন তাহারদিগের সে কাৰ্য্য অবশ্য সিদ্ধ হয় । অপর চিত্রকর প্রথমত পুস্তলিকার আকার নির্মাণ করে অনন্তর সেই পুস্তলিকা অল্প পুত্ৰাদি অঙ্গকারদ্বারা অতি মনোহর রূপতা পায় তাহার ন্যায় দৃঢ়তর যত্নসত্ত্বে সকল কাৰ্য্যই ক্রমে সিদ্ধ হইয়া উত্তমতাকে পায় । এবং কচহপ ক্রমে

ক্রমে মান্দ গতি দ্বারা ও দৃঢ়তর যত্নদ্বারা নির্ণীতস্থানকে প্রাপ্ত হয়েন কিন্তু বনবিড়ান অর্থাৎ খড়্গশের অতি ক্রুতগতি তথাপি যত্নাভাব পুষ্পক নির্ণীত প্রাপ্তি হয় না। অপর স্থান বিশেষে ক্রমেই কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা জন্মিয়া পুস্তরত পাইয়া পর্কতাকার হয় ও ক্ষুদ্র নদী ক্রমেই প্রবাহদ্বারা অতি প্রবলা হয় তাহার ন্যায় দৃঢ়তাদ্বারা অতি দুঃসাধ্য কার্য সাধন হইতে পারে। অতএব সতত সকল কার্যে দৃঢ় যত্ন করহ যে তদ্বারা অবশ্য কার্য সিদ্ধ হইবে।

ইহার উদাহরণ। অযোধ্যাধিপতি দশরথ সূত গ্রীষ্ম চন্দ্র দৃঢ় যত্ন হেতু অতি দুঃসাধ্য প্রবলতর বারিধি উপরি সৈতু বন্ধন করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক লঙ্কাপ্ৰাপ্ত হইয়াছি লেন। এবং বহু লোক ও বহু রাজার দুর্গজয় করত আধিপত্য ও নানা প্রকার সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন।

অপর আদিত্য সূত সুরথ নামা এক সম্রাট ছিলেন এই আদিত্য তমসের আদিত্য তুল্য প্রতাপদ্বারা নরদাশত্রু সৎ য সৎ হইত কিন্তু অতি নীচ কতগুলি শূকর খাদক আগমনপূর্বক দৃঢ়তর প্রযত্নপ্রযুক্ত সুরথের সকল রাজ্য আক্রমণ করিল তাহাতে সুরথ রাজা অভিমানে নির্জন গহনে গমন করিলেন এবং ঐ কোল ধূসিরা স্বচ্ছন্দে রাজ্য করিতে লাগিল অতএব দেখ যে বিষয়ে দৃঢ়তাকরে ক্ষুধাদিগের সেই বিষয় অবশ্য সিদ্ধ হয়। বিশেষতঃ বিষয় ও জ্ঞান ও বিদ্যাবিষয়ে অতিশয় দ্রঢ় করা কৰ্তব্য

তাহাতে মান্যতা ও পরম সুখ হইবে । আর লোকেও দৃষ্ট হইতেছে যে দূততাদ্বারা বিদ্যা ও জ্ঞান প্রাপ্তিপূৰ্ব্বক মনুষ্য পরম সুখী হইতেছেন ।

সভ্যতাবিসয়ক ।

সতত সাধু নিকটে গমনশীল ও সদ্বৃত্ত ও সদাচারী ও নীতিজ্ঞ ও প্রিয়বাদী ও সরস কাব্য সংযুক্ত হিতবাক্য প্রয়োক্তা ও সরলচিত্ত ও শিষ্ট ও বহুদর্শী জনকে সভ্য বলা যায় এই সভ্যের যে ধর্ম তাহার নাম সভ্যতা সভ্যতাদ্বারা সকল ব্যক্তিরাজ সমীপে মান্যতা ও রাজ্য পুঙ্খতির পুিয় পাত্র হইতে পারে । অতএব তোমরা সদাচার ও উত্তম অথচ পুিয় বাক্য ও নীতিজ্ঞতা ও সারল্য ও শীলতা ও নম্রতা ও স্থিরতাপূর্ব্বক কর্মাচরণ করহ যে তদ্বারা পরম সুখী ও সভ্য হইবে আর সকল লোকে আদর করিবে । এই সভ্যকেই লোকে শিষ্ট কহেন অতএব শিষ্টতা ও সভ্যতার ভেদ নাই । সভ্যের যে সমস্ত গুণ কহাগেল বাল্য বস্হাবধি অভ্যাস করিলেই এই সমুদয় গুণালঙ্কৃত হওয়া যাইতে পারে নতুবা বয়সাদিক্য হইলে কেবল ইহার বৈপরীত্য গুণমণ্ডিত হইতে হয় অর্থাৎ উত্তম বাক্যপ্রয়োগ পরিবর্তে তদ্বিরোধি ও বিতণ্ডাবাদিত্ব ও অশুভ্য পন্ন পীড়ক বাক্য কথন ও অতিহাস্য করণ ও চক্ষুর কুৎসিত ভঙ্গী করণ ও অকৌটিল্য বক্তুকৌটিল্য ও অন্যায় ভঙ্গীকরণ ও কুটিলতা অপদর্শিত্ব ও অসদাচরণ ইত্যাদি সভ্যতার বিগ

রীত ধর্ম বাল্যকালে শিক্ষা বিরহে অবিনীত ব্যক্তিদ্বিগ্নের
দেহালঙ্কার হইয়া থাকে জানিবে এবং তদ্বারা তুচ্ছতা ও
নীচতা ও অনাদর হয় অতএব হে বালকগণ বাল্যাবস্থাতে
তোমরা সভ্যতা শিখিতে চেষ্টা করহ বয়োধিক হইলে শিক্ষা
মনোরথ হইতে পারিবে। বরং ইহার বিপরীত ঘটিবে ।

ইহার উদাহরণ । নোমানিয়ানগরীতে সূতনামক এক
শূদ্রতনয় বাস করিতেন তিনি সর্বদা প্রিয় ও সদৃষ্টা ও সদা
চারী ও সরল চিত্ত ও শিষ্ট ও সমদর্শী ও সরস বচন প্র
য়োগকর্তা ও নীতিজ্ঞ ও প্রিয়বাদী ও সর্বজন হিতবাদী
ছিলেন এই সকলগুণহেতু তাহাকে সকল লোক মান্যতা ও
আদর করিত এবং সর্বজ্ঞ ঋষিগণও ঐ ব্যক্তিকে সম্মানপূ
র্বক বক্তৃপদ প্রদান করিয়াছিলেন অতএব সূতের সভ্যতা
এতদ্বারাই অনুমান করিবে । অপর সভ্যতা হেতু বিশ্বমা
ন্য ও ধন্য হইয়া পরমজ্ঞান প্রাপ্তি পূর্বক পরম সুখ পাই
য়াছিলেন অতএব তোমরা সতত সাধু সমীপে সমাগমন
করিয়া সভ্যতা শিক্ষা করহ তাহা হইলে সূত সম বিশ্বমা
ন্য হইয়া সুখভোগী হইবে ।

স্বকীয়দেশ প্রতিশ্রুতি ।

আপনার দেশ ও দেশান্তরে প্রতি আদর ও মান্যতা
ও ভক্তি ও মেহ অবশ্য কর্তব্য ইহার দ্বারা সাধুতা হয়
সাধুতাদ্বারা পরম জ্ঞান তদ্বারা পরম সুখ হয় । আর
স্বদেশস্থ যদ্যপি নীচ ও নিন্দনীয় হয় তথাপি তাহাকে

আদর করিবেন এবং স্বদেশ যদি মরুভূমি হয় তথাপি তাহাকে প্রশংসা করিবে কারণ সকলের প্রতি স্নেহ করিলে সকল লোক প্রীত হয় তাহাতে বসতির অতি সুখ হয় অপর আশ্রয়ানাশ্রয় সকলের সুখ চেষ্টা হেতু কোন জন সহ শত্রুতা থাকেনা আর অতি প্রবলরিপু কা মক্রোধ ও হিংসাপ্রভৃতি থাকে না এবং সর্বদা সকলের সুখ সচ্চিত্তনদ্বারা সমভাবোদয় হয় তদ্বারা শীঘ্র জ্ঞান ও পরম সুখ প্রাপ্তি হয় । শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে জন্মস্থান ও বসতি স্থান ও জননীকে অধিক আদর করিবে আরো কহিয়াছেন যে স্বীয়দেশস্থ নীচ হইলেও তাহাকে বন্ধু জ্ঞান ও বন্ধুর ন্যায় আদর কর্তব্য । ইহা ও লোকে দৃষ্ট হইতেছে যে দেখ অতি দূর দেশস্থ এক ব্যক্তির যদি স্বদেশীয় কোন জন সহ সাক্ষাৎ হয় তবে সেই প্রবাসস্থ ব্যক্তির যে কিরূপ আহ্লাদ জন্মে তাহা কি কহিব আপনারা অনুভব করিলে জানিতে পারিবেন । অপর স্বদেশস্থ যদি কেহ নীচ কিংবা শত্রুই হয় তথাপি কোন জনের আপদ উপস্থিত হইলে স্বদেশস্থ যে প্রকার তাহার অপছান্ড্যার্থ চেষ্টা পায় সেই প্রকার অন্যদেশস্থ ভদ্র ও বহুকাল সংসর্গি হইলে ও করেন না । আর অনুভব করিবেন যে পশুপক্ষি প্রভৃতি ও যদি কোন কারণ বশত দেশান্তর গত হয় কিঞ্চিৎ কালানন্তর স্বদেশীয় কোন পশু

পাকির সহিত সঙ্গদর্শন হইলে সেই পশু পাকি অত্যন্ত
আহ্লাদিত হইলেন । এবং সেই পশ্বাদি পুনর্বার স্বদেশে
আগমন করিলে তাহার বোধ হয় যে পুণ্য পাইলেন আর
মনুষ্যাদির যে হইবে তাহার কি আশ্চর্য ।

ইহার উদাহরণ । কাঞ্চিপুর নিবাসি করুণাশূন্য করুণ
ময় নামক এক রাজপুত্র ছিলেন তাহার সতত স্বদেশীয়
জনের পুতি ঘেঁষ ছিল তাহাতে সদা সকল সহ শত্রুতা ও
বিরোধ হওয়াতে সদা অতিশয় অসুখ হইত অনন্তর
এক দিন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে কি
ক্ষিৎকাল দেশ ভ্রমণ কর্তব্য । পরে বহু দিবসাবধি নান্য
দেশ ভ্রমণ করতঃ একদিন একস্থানে এক স্বদেশস্থ পরম
ব্রিগু সহ সঙ্গদর্শনে অতিশয় আহ্লাদে মগ্ন হইয়া স্বাগ
তাদি প্রশংসার তাই শত্রুকে সন্তুষ্ট করিয়া বিবেচনাপূ
র্বক স্বদেশ পুতি করুণাময়ের করুণা হইল । অনন্তর করুণ
ময় এই সত্ত্ব সহ স্বগৃহে আগমন করিয়া স্বদেশ ও স্বদেশ
স্থের প্রতি অতি মেহ পুকাশ করতঃ করুণাময়ের সকল
শত্রু মিত্র হইলেন তাহাতে সদা সুখ হইলে করুণাময়
স্বদেশস্থ সকল জনের পুতি সমান জ্ঞান করতঃ কামা
দি শত্রু সৎঘের শমতাপূর্বক পরম জ্ঞান ও পরম সুখ
পাইলেন অতএব তোমরা স্বদেশস্থের পুতি সমান মতি
করহ তাহাতে পরম জ্ঞান ও পরম সুখ পাইবে ।

কার্য্য বিষয়ে যে অধ্যবসায় তাহার নাম সাহস সাহস দ্বারা লজ্জা ও ভয় ও পরিশ্রম ও আপদ জন্য ক্লেশ এই সকল মনুষ্যদিগের দূর হয় আর শরীর রক্ষা ও স্বচ্ছন্দে বসতি ও সংসর্গ সহ মিত্রতা ও ধনোপার্জন ও সুখ ও আপদ শাস্তি ও দুঃসাধ্য সাধন ও বিদ্যা ও পরম জ্ঞান ও পরম সুখ হয় কিন্তু এই সাহস সৎকার্য্যে করিলে উক্ত ফল হয় আর অসৎকার্য্যে করিলে দুঃসাধ্যসাধন ও শূনের নুনা হয় বটে কিন্তু কাম ক্রোধ পুভৃতিপুব্ধ হয় ও অন্য২ দোষ মনুষ্য ঘটে । অতএব সৎকার্য্যে সাহস অবশ্য কর্তব্য দেখে বীরগণ জয় ও মৃত্যুতে সমজ্ঞান করিয়া সাহস ছেত্ত অতি দুর্জয়কে জয় করত রাজত্ব করিতেছেন । অপর শরীর পরিগৃহণ করিলেই পায় মৃত্যু ও শোক ও ব্যাধি ও জরা ও সুখ ও দুঃখ ও মান্যতা ও অমান্যতা ও ধন ও দারিদ্র্য ইত্যাদি অবশ্য হয় অতএব সাহস করাই কর্তব্য নতবা মরণাদি অবশ্য হইবে ও দুঃখাদি ভোগ করিতে হইবে তাহা সাহস ব্যতিরেকে নিবারণ হয় বরং সাহস দ্বারা জ্ঞানাদি হইলে নিবৃত্তি হইতে পারে । আর যেমন উষ্ট্র মরুভূমিতে পুষ্ট সময়ে পরিশ্রমহেত্ত উৎপন্ন হয়ে ক্ষুধা ও পিপাসা তাহাতে কাতর হয়েন না সেই পুকার সাহসযুক্ত জনের পরিশ্রম ও আপদ বোধ হয় না । অপর স্নানদুতীরস্থ পক্ষতকে অতিশয় জলবেগাদি দ্বারা টলাইতে পারেন না তাহার ন্যায় আপদ পুভৃতি সাহসযুক্ত জনের

কিছুই করিতে পারে না। এবং যেমত সাহসদ্বারা রণে জয় হয় এইরূপ সাহস হেতু সকল আপদহইতে মুক্ত হয় কিন্তু সাহসহীন জন সকল হইতে লজ্জা পায় এবং দুঃখ সময়ে অত্যন্ত কাতর আর লঘুতা ও অপমান প্রাপ্তি আর অতি নীচেরো দৌরাভ্যা সহ্য করিতে হয়। এবং যেমত নল তৃণ অত্যাঙ্গ বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হয় তাহার ন্যায় সাহস হীন জন আপদ ও দুঃখপুত্রতির লেশ মাত্রেক স্পিত হয়েন এবং তাহার চিত্তে অতিশয় চঞ্চলতা ও দুর্ঘটনা হয় অপর স্থায় বিষয়ে ও নৈরাস হয়। অতএব মনুষ্যদিগের উচিত যে বাল্যাবধি সাহসযুক্ত হয়েন তাহাতে অবশ্য মঙ্গল হয়।

ইহার উদাহরণ। শান্ত দান্ত সকল গুণ সম্পন্ন বিরাট রাজা ছিলেন তাহার পুতাপ হেতু ভগদত্ত অতিশয় ভীত হইয়া কুরুরাজ দুর্যোধনকে আশ্রয় করত স্থিতি করি তেন কিন্তু যৎকালীন ভীম কীচকে বধ করিলেন সেই সময়ে অতিতুচ্ছ ঐ ভগদত্ত দুর্যোধনের সাহায্যে সাহস করিয়া বিরাট রাজার উত্তর গোগুহে ঐ বিরাট তনয় উত্তরকে পরাভূত করিয়া গোধন লইয়াছিলেন দেখ বিরাট রাজা ও তত্তনয় উত্তরের পুতাপে ভগদত্ত চিরকাল অতি শয় আর্ভছিলেন কিন্তু ঐ বিরাট ও উত্তরের তৎকালীন কীচকা ভাবে সাহস হীন হওয়াতে অন্যায়সে গোধন গৃহ করিয়াছিল অতএব সাহাস থাকিলে অতি নীচ কন্তু কে,

দুঃসাধ্য সাধন হয় বিশেষত বিদ্যা বিষয়ে সাহসের আ-
বশ্যকতা হয় নতবা সমুদ্রসম শাস্ত্র সন্দর্শনে ভীত হইলে
কি প্রকারে বিদ্যা হইবে।

ভীকৃত্য বিষয়।

সর্বদা ভয় যুক্ত ব্যক্তিকে ভীকৃত্য বল। যায় এবং তন্নিঃ-
ধন্যকে লোকে ভীকৃত্যকহে যে স্থলে শঙ্কা এবং আপদ
সম্ভাবনা নাই ভীকৃত্যক্তি সেস্থানে ও শঙ্কা ও আপদ উপ-
স্থিত করে এবং তাহার স্ববনের অস্পতা ও ভয়ঙ্করের
ভয়ঙ্করতা জ্ঞান করিয়া থাকে। ভীকৃত্য অত্যন্ত দোষ
জনিকা কারণ ভীকৃত্যক্তি সমুদ্রপারে গিরিগঙ্ধরে কো-
টিং সৈন্যে পরিবৃত থাকিলেও তাহার ভয় দূরে যায় না
অতএব সতত সর্বত্র ভীত ও শতং সন্দেহাক্রান্ত ও সর্ব-
দা শঙ্কাসমুদ্রে মগ্ন যে ভীকৃত্যজন তাহাকে জগৎকর্তা যে
স্ত্রী না দিয়া পুরুষত্ব দিয়াছেন ইহা উচিত হয় নাই।
অপর ভীকৃত্যক্তি ধন ও বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জন করিতে
পারে না কেননা ভীকৃত্য সকলকার্যে সতত ভয় জন্মে ভয়
হইলে সকল কার্যের হানি হয় বিশেষত ধনোপার্জনে
অতি দুঃসাধ্য কৰ্ম না করিলে কখন ধনোপার্জন হইতে
পারে না ধন কিছু আপনি ব্যক্তি নিকটে আগমন করে না
এবং বিদ্যা ও জ্ঞান প্রাপ্তি বিষয়ে অনেক শ্রম ও সাহস
না করিলে বিদ্যা দি হয় না। বিদ্যা অতি পরিশ্রম লভ্য
আপনাকে অজরামর ভাবিয়া বিদ্যাচিন্তা করিতে হয় অ-

তবে চিন্তা মধ্যে যদি এমন শঙ্কা থাকে পরিশ্রম করিলে
 পাড়া জন্মিবে তবে কোন উপার্জিত বিদ্যা হওয়া যায়
 না । আর সাহস ব্যতিরেকে সুখ হয় না কারণ ভয় প্রযুক্ত
 যদি অস্ত্রধারণ সক্ষমতা অস্থির থাকে তবে সুখানুভব কি প্র
 কারে হইবে । অপর ভীরা ব্যক্তির স্ত্রী ও পুত্র ও পরিবার
 ও বন্ধু ও মিত্র প্রভৃতি নিরন্তর বহু ক্লেশ পায় যেহেতু ক
 ত্ত । তুচ্ছীভূত হইলে সকল লোকই অপমান ও তিরস্কার
 ও বল ও শৌর্য্য ও বীর্য্য প্রকাশ করে তাহা ভীরুর আত্মা
 স্ববর্গকে সহ্য করিতে হয় অতএব ভীরুতা যেমন ক্লেশপ্র
 দা এমনত অন্য কিছুই নহে । অপর জ্ঞান কদাচ হইতে পা
 রে না কারণ ভীরা ব্যক্তিদিগের চিন্তা সতত ভয়ে বিধ্বল
 বিশেষতঃ নিজের স্থান অতিশয় শঙ্কাকুল হয় অতএব
 ভীরা ব্যক্তির কি প্রকারে জ্ঞানোপার্জন হইতে পারে
 কেননা নির্জনস্থলে চিন্তা স্থির করিয়া চিন্তা না করিলে কি
 প্রকারে জ্ঞান হইতে পারে এবং ভীরা ব্যক্তিকে সকলেই
 হেয়জ্ঞান করে অতএব সকলজন কষ্টক হেয় হইয়া জীব
 ন ধারণে কি প্রয়োজন আছে । এবং দুঃখপূর্ণ মানব দেহ
 পাইয়া যদি ধন ও সুখ ও শৌর্য্য ও বিদ্যা ও জ্ঞানাদি না
 হইল তবে সেই দেহে কি হইবে বরং তদপেক্ষা পশু ও
 পক্ষি প্রভৃতি জন্তুকে ভাল বলিতে হইবে কারণ তাহারদি
 গের আহার নিদ্রাদি বিষয়ে সুখ আছে ভীরুর ভীরুতাহে
 ত স্বহৃদে নিদ্রা ও হয় না আর বৈয়য়িক সুখের বিষয়ে

কি কহিব। অপর কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার উপস্থিত হইলে অতি মুঢ় ব্যক্তি ও তাহা দেখে কিন্তু ভীকুজনবিজ্ঞ হইলেও ভয় সম্ভাবনাহেতু সন্দর্শন করিতে যোগ্য হয় না। অতএব ভীকুতা অতি নিন্দনীয়। তৎপরিত্যাগই কত্তব্য।

ইহার উদাহরণ। কর্ণাট দেশে কর্ণপুর নামা এক রাজা রাজ্য করিতেন তিনি অতি ভীত স্বভাব ছিলেন তাহার পিতৃবিয়োগানন্তর রাজত্ব প্রাপ্তি হইল এবং পিতৃ অমাত্য সকল সহিত রাজ্য করিতে লাগিলেন কিন্তু একদিবস কর্ণপুর স্বীয় সৈন্যের শিক্ষা সময়ে অস্ত্রশস্ত্র ও বাদ্যাদি শব্দ শ্রবণে ভীত হইয়া বিচার স্থান পরিত্যাগ করত ভয়ঙ্করে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া অন্তঃপুর প্রবেশ করিলেন ইহা দেখিয়া কর্ণপুরের পিতৃমন্ত্রিগণ তাহাকে অশুদ্ধা করিয়া যস্থানে পুস্থান করিল এবং কর্ণপুরের পুতি সকলেই অশুদ্ধা করিতে লাগিল। কর্ণপুরের ভয়ের কথা কি কহিব সতত ভয় হেতু রজনীযোগে নিদ্রাতে আত্ম হইলে ও তাহার নিদ্রা হইত না। পরে কতকগুলি দস্যু কর্ণপুরের ভীকুতা জানিয়া একদিবস অস্ত্র শস্ত্র গৃহপূর্ব্বক কর্ণপুরকে ভয় দেখাইল তাহাতে কর্ণপুর আপনার রাজ্য পরিত্যাগ করত বনে প্রস্থান করিলেন এবং ঐ দস্যুগণ ঐ দেশে রাজত্ব করিতে লাগিল। দেখ ভীকুতাতে কি পুকার ক্লেশ হয় ইহা বিবেচনা করিয়া যত্নপূর্ব্বক ভীকুতাকে পরিত্যাগ কর ইনন্ডবা কর্ণপুরের দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে।

মহেচ্ছ কথা।

উৎকৃষ্টা ইচ্ছা আছে যে জনের তাহার নাম মহেচ্ছ এই মহতী ইচ্ছা দ্বারা মনুষ্যদিগের মর্যাদা ও সুখ্যাতি ও উত্তম কার্য্যে প্রবৃত্তি ও শিল্প বিদ্যা ও গুহ্য কল্পত্র ও সভ্যতা ও জ্ঞান প্রভৃতি জন্মে ইহার কারণ এক ব্যক্তি কর্তৃক রচিত গুহ্য ও শিল্পাদি সন্দর্শনে অন্য ব্যক্তির মহতী ইচ্ছা হয় সেইহেতু সেই ব্যক্তি তদপেক্ষা উত্তম গুহ্য রচনা ও শিল্পাদি কন্মে পারগ হয়েন এবং মহতী ইচ্ছা থাকি স্বা যদি কাহার সভ্যতা দর্শনাদি থাকে তবে অনায়াসে তাহার তত্ত্বলুপ্ত জন্মিতে পারে। এবং যদি কেহ উত্তম পদ প্রাপ্ত হয়েন অন্যব্যক্তি মহতী ইচ্ছাহেতু তদপেক্ষা উত্তমপদ প্রাপ্ত্যর্থ বহুতর প্রয়াস পান তবে বিনাক্রেশে সুসিদ্ধ হইতে পারে আর যদি মহতী ইচ্ছা না থাকিত তবে মনুষ্যদিগের কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি হইত না কার্য্যে প্রবৃত্তি না হইলে বিদ্যাদি কিছুই হইতে পারিত না তাহাতে জগৎকল। যে সকল উত্তম বিদ্যাতির উপায় দেহ সহ সৃজন করিয়াছেন সে সকলি বৃথা হইত অতএব মনুষ্যদিগের উচিত যে মহতী ইচ্ছাদ্বারা সকল কার্য্য সাধন করেন অপর মহতী ইচ্ছা না থাকিলে ইহার বৈপরীত্য ঘটিত অর্থাৎ সাংসারিক কার্য্য কোনরূপে নির্বাহ হইত না অতএব আবশ্যক কার্য্যে মহতী ইচ্ছা করা কল্যাণ। আর দেখ মাকড়সা কীট মহতী ইচ্ছা হেতু অতি মনোহর জাল নি

আর্জ্য করে আর বালুকা প্রভৃতি পক্ষিগণ অতি উত্তম বাস স্থান নির্মাণ করিতেছে অতএব মনুষ্য মহতী ইচ্ছাবিশিষ্ট হইলে কি করিতে না পারেন ।

ইহার উদাহরণ । ত্রিকূট পর্বতে পদ্ম লাভ নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন তাহার ইচ্ছা মহতী ছিল তন্নিমিত্ত শিল্প ও শাস্ত্র বিষয়ে অতিশয় পরিশ্রম পুঙ্খক বিদ্যা উপার্জন করিয়া ছিলেন এবং পুঙ্খক গুহ্যপেক্ষা উত্তমক ব্যাকরণ পুঙ্খক গুহ্যরচনা ও নূতনক চিত্রও অন্যক শিল্প করত পৃথিবীমণ্ডলে অত্যন্ত খ্যাতি ও মান্য হইলেন এবং উত্তম জ্ঞানোপায় গুহ্যরচনা করিতে লাগিলেন তাহাতে পদ্মলাভ স্বয়ং পরম জ্ঞান পাইলেন এবং ঐ গুহ্য অন্যদিগের ও জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় হইল অপর কিম্বদ্বিমানন্তর তদেশাধিপতি যে বিশ্বপতি তাহার মৃত্যু হইলে প্রজাবর্গ বিবেচনা করিলেন যে আমাদিগের দেশ ভূপতি শূন্য হইল ইহাতে পরে রাজশাসনাভাবে অতি শয় দৌরাত্ম্য হইবে অতএব এক জনকে রাজ্য ভারার্পণ কর্তব্য কিন্তু ইহার মধ্যে রাজ যোগ্য জন কেহ নাই কে বল ত্রিকূট পর্বতস্থ মহেচ্ছ ও বিচ্ছ ও মান্য ও পরোপকারি পদ্মলাভ নামক একজন আছেন তিনিই ভূপতির যোগ্য অতএব তাঁহাকেই রাজা করা কর্তব্য এই পরামর্শ পুঙ্খক প্রজা সকল পদ্মলাভকে তদেশাধিপতি করিলেন অনন্তর পদ্মলাভ রাজত্ব পাইয়া প্রজা প্রতিপালন ও

উত্তম বিচার করিতে লাগিলেন তাহাতে প্রজাগণ পূর্বা
পেক্ষা অতিশয় স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল । হে মনু
সাগণ অতএব তোমরা মহতীইহাকরণে চেষ্টা করহ যে
তদ্বারা অতিশয় সুখ্যাতি ও মান্যতা উত্তমঃ শিল্প ও
উৎকৃষ্ট গুরু রচনা প্রভৃতি করিতে পারিবে ।

যথার্থ বিচার বিষয়ক ।

ক্রোধ ও লোভ ইত্যাদি পরিত্যাগ পূর্বক বিভকর্কাদি
দ্বারান্যায়ানুকূলে কথনাদি তাহার নান যথার্থ বিচার
যথার্থ বিচার দ্বারা সুখ্যাতি ও মান্যতা ও পদ বৃদ্ধি ও
পরোপকার ও পরম জ্ঞান ও স্মৃতি প্রতিপালন প্রভৃতি
হয় । অতএব সন্ধিচার অবশ্য কৰ্তব্য । আর যথার্থ
বিচারদ্বারা সকল কার্য সিদ্ধ হয় । অপর যদি যথার্থ
বিচার না হয় তবে সকলের পীড়া জন্মে পীড়া হইলে
সকলেই ক্রুদ্ধ হয় তাহাতে নানা অনিষ্ট হইতে পারে । দৃষ্ট
ও হইতেছে যে রাজা যদি অসন্ধিচার করেন তবে পুজাদি
গের কিপর্যন্ত ক্লেশ না হয় আর দেখ মনুষ্যের যদি এক
নৃপা মিথ্যা যায় তাহাতে সেই মনুষ্যের আত্মান্তিক ক্ষোভ
জন্মে আর অসন্ধিচার হেতু এক জনের ন্যায়াবিষয় বিনষ্ট
হইলে সেই ব্যক্তির যে কত ক্লেশ তাহা কহিতে সমর্থ
হইনা এবং সেই অসন্ধিচারি রাজাকে বিদ্ভাবিদ্ধ ও
সদস্য সকলই নিন্দা করেন । আর প্রজা পীড়ন হইলে
রাজার অর্থ প্রাপ্তি হইতে পারে না তাহাতে রাজা স্বব্যয়

সঞ্চয়র্থ ইয়েন বাগু সুতরাং লোকে সেই রাজা উৎকোচ
গৃহক অসদ্বিচারকক্ষণে ঘৃণ্যইয়েন যেমত এক পদার্থে
সিংহ ও ব্যাঘ্র ও হস্তী ও ভল্লক ও বানর ও নৃগ ও মহিষ ও
ময়ূর এবং মনুষ্য প্রভৃতি সকলে থাকে কিন্তু ইহার মধ্যে
যদি কেহ কুবর্জ্যে গমন করে তবে তাহার সেই ক্ষণেই
পুণ্য নাশ পায় তাহার ন্যায় অসদ্বিচারি হইলেই তৎক
জীবন হইতে হয়। আর যেমত সিংহগিরিবাসিগণ মধ্যে
মান্য ও শ্রেষ্ঠ হইয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে সেইরূপ সদ্বি
চারিবর্গ ও স্বচ্ছন্দে মান্য ও ধন্য ও বদান্য হইয়া সুখে
স্থিতি করিতেপারেন অতএব মনুষ্যদিগের উচিত যে
সর্ব কার্যে সর্ব যত্নে সকলের পুতি সদ্বিচার করেন
তাহাতে সকল লোকের উপকার ও স্বচ্ছন্দে বাস হয় এবং
সদ্বিচার দ্বারা শিষ্ট ও দুষ্ট লোক জানা যায় তাহাতে
শিষ্টের পরম সুখ ও দুষ্টের দমন হইতে পারে। দেখ পিক
ও পারাবত ও বক ও হংস ও ময়ূর ও শারঙ্গ প্রভৃতি
পক্ষিগণ একত্র সঞ্চারণ করে কিন্তু তন্মধ্যে অতি দুষ্ট কাক
আগমন করিলে তাহাকে ঐ পক্ষি সকল আদর করে
আর অন্য অহিংসক পক্ষিকে আদর করে। অতএব
তোনারা সদ্বিচারে যত্ন করহ যে সুখী হইবে।

ইহার উদাহরণ। শ্যাম নগরে শিবদাস নামক এক
রাজা ছিলেন তিনি ক্রোধ ও লোভ ইত্যাদি রিপুকে জয়
করতঃ অতিশয় মান্য হইয়া সতত সদ্বিচার ও পূজাপা

লন করিতেন তাহাতে ঐ শিবদাসের অতি সুখে কাল
যাপন হইত এবং প্রজারা ও স্বচ্ছন্দে সুখসম্ভোগ করিত
কিন্তু কিছুকাল পরে পিঙ্গল নামা একজন ঐ রাজার নিক
টে উপস্থিত হইল সে সৰ্বদা ছায়ার ন্যায় থাকিয়া উপা
সনা ও কুলটা দ্বারা শিবদাসকে বশীভূত করিয়া তাহাকে
কহিল যে মহারাজ তোমার এই সকল মন্ত্রি প্রভৃতি অতি
কুৎসিত অতএব ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আনাকে
মন্ত্রিত পদে অভিষিক্ত করুন তাহাতে ঐ শিবদাস ঐ পিঙ্গ
লকে পুায় সকল রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কুলটাতে
মগ্ন হইলেন এবং যদ্যপি কোন দিবস বিচার করণে প্রবৃত্ত
হইতেন তথাপি পিঙ্গলের মন্ত্রণায় পুায় অবিচারই হইয়া
উঠিত এই পুকারে ক্রমেই অবিচার হেতু ঐ শিবদাসের
পুজাদিগের ধন ক্ষয় ও অন্য২ পীড়া হইতে লাগিল এবং
শিবদাসের রাজ্যনাশ ও বুদ্ধিজ্ঞান ও মানহানি ইত্যাদি
হইল। অতএব সদিচার অবশ্যই কর্তব্য ॥

ধনোপার্জনের উপায়।

গো ও মহিষ ও মনুষ্য ও ধান্য ও বস্ত্র ও সুবর্ণ ও মণি
ও প্রবাল ও মুদ্রা ইত্যাদি নানাপ্রকার পদার্থকে ধন বলা
ষায় এই ধন আপনার অধিকার গত করণের কারণীভূত
যে কৰ্ম্ম তাহার নাম ধনোপার্জন এতদ্বিষয়ের কতিপয়
উপায় আছে তদবলম্বন মনুষ্যদিগের অবশ্যকর্তব্য। প্র
থম সভ্যতা পূৰ্ব্বক চেষ্টা করণ দ্বিতীয় মনোযোগ পূৰ্ব্বক

পরিশ্রম করণ তৃতীয় যেহ কৰ্ম কৰ্ত্তব্য হয় তাহা শ্রেণী
পূৰ্ব্বক স্বতন্ত্রীতির অনুসারে সম্পন্ন করা বিধেয় আর
যদি শ্রেণীপূৰ্ব্ব ও রাতনুসারে না করা যায় এবং একক
যেঁর শেষ না হইতে যদি অন্য কার্য আরম্ভ হয় তবে
সে কার্য সিদ্ধ হয় না অতএব শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে যে
কৰ্ম পূৰ্ব্বাঙ্কে করিলে হয় এবং অপরাঙ্কে করিলে ও
হইতে পারে সেই কৰ্ম পূৰ্ব্বাঙ্কেই বিধেয় অপরাঙ্ক অপে
ক্ষা উচিত নহে আর যেহ কার্য অদ্য করিলে হয় পর
দিনে করিলে ও চলে সেইহ কার্য অদ্যই কৰ্ত্তব্য পরদিব
সাপেক্ষা কৰ্ত্তব্য নহে । দেখ মধুমক্ষিকাগণ কতহ দেশ
ভ্রমণকরতঃ পরিশ্রমদ্বারা বনজ ও স্থলজ পুষ্পের মধু
আনয়নপূৰ্ব্বক সঞ্চয় করিতেছে আর ধীবরগণ শ্রেণীপূ
ৰ্বক রীতনুসারে জালনিপাতনদ্বারা বহুত মৎস্য ধরি
তেছে অতএব উক্ত উপায় ত্রয় দ্বারা ধন সঞ্চয়ে সকলেই
উদ্যোগী হও আর ধনাকাক্ষি জন তুচ্ছ কাম্যে ও যত্ন করি
বেন কেননা তুচ্ছ কার্যদ্বারা ও ধন সঞ্চয় হইতে পারে
এতদ্ভিন্ন ধনসঞ্চয়ের এক পুধান উপায় আছে অর্থাৎ নির
হকৃত ও অনলস হইয়া বাণিজ্যকরণ কারণ বাণিজ্য সৰ্ব্বা
পেক্ষা শাস্ত্র ধন পুদ হয় । আর যদি বল যে যেজনের বুদ্ধি
রতীক্লতা ও কার্যে তৎপরতা নাই তাহার ধন কি পুকা
রে হইতেছে এবং যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ও কা
র্যে তৎপর সে ব্যক্তিরো ধন দেখা যায় নাইহা সত্য বটে

কিন্তু যেমত গমন শক্তি বিহীন অতিবৃহৎ সর্প অরণ্য
 মধ্যে পতিত হইয়া থাকে পশুপক্ষি প্রভৃতি ঐ সর্পকে
 দর্শন না করিয়া তন্মুখ সমীপস্থানে গমন করিলে ঐ সর্প
 সেই পশুপক্ষি আদিকে আহাৰ করে সেই প্রকার বুদ্ধি
 হীন ও কার্যতৎপরতা রহিত ব্যক্তির মিত্রাদির আনুকূ
 ল্যাদি হেতু ধন হয়। অপর যেমত চাতক পক্ষী পৃথি
 বীস্থ জলের প্রতি তাচ্ছল্য করিয়া কদাচিৎ বহু যত্নেও
 মেঘ নিঃসৃত জল পায় না সেই রূপ বুদ্ধিমান অথচ কৰ্ম
 তৎপর মনুষ্যের তাচ্ছল্যাদি রূপ কারণ বশত ধন হয়
 না। অতএব তোমরা উক্ত উপায়দ্বারা অলস পরিত্যাগ
 পূর্বক ধনোপার্জনে যত্ন করহ। তাহাতে অবশ্য ধনো
 পার্জন হইতে পারে শাস্ত্রেও কহিয়াছেন যে ধনদ্বারা
 মনুষ্যদিগের কোন আপদ থাকে না এবং মান্যতা হয়
 আর শত্রু ও মিত্রের অ্যায় আচরণ করে আর সকলেই
 বশীভূত থাকে ধনদ্বারা শোক ও মোহাদি হয় না এবং
 বুদ্ধির প্রখরতা ও জ্ঞান প্রাপ্তি হয় অতএব পরিশ্রম ও বা
 পিজ্য ইত্যাদি দ্বারা ধনোপার্জন করহ ধন ব্যতিরেকে
 সাংসারিগণের সতত ক্লেশ ও মনস্তাপ প্রভৃতি হয়।

ইহার উদাহরণ। কোশিকী নদীতীরে যোগীন্দ্র নামা
 এক বৈশ্য ছিলেন তাহার সকল কার্যে সদা তাচ্ছল্য
 ছিল কিন্তু কিঞ্চিৎ পৈতৃক অর্থ ছিল তাহার দ্বারা পরি
 য়ার প্রতিপালন করিতেন কিয়দিবসমানন্তর ঐ পৈতৃক

ধন কয় পাইলে ঐ যোগীন্দ্র ও তৎপরিবারে অতিশয় ক্লেশ হইতে লাগিল তাহাতে তৎপরিবার ওতদাক্ষীয় গণ যোগীন্দ্রকে বহু তিরস্কার করেন তৎপ্রযুক্ত যোগীন্দ্র অত্যন্ত বিবেকী হইয়া বিদ্যা বিষয়ে বহুপরিশ্রম ও তন্নগ্ন রাধিপতি সমীপে গমনাগমন করণে প্রবৃত্ত হইলেন কিছু কাল পরে নানা শিল্প ও শাস্ত্রাদিতে নিপুণ হইলে রাজার ও অন্য২ জনের সমীপে যোগীন্দ্র মান্য হইলেন এবং মান্যতা প্রযুক্ত রাজা মানিক কিহু২ অর্থ প্রদান করিতে লাগিলেন কিন্তু সেই নিবন্ধে যোগীন্দ্রের পরিবার প্রতি পালন হয় না । অনন্তর যোগীন্দ্র বিবেচনাপূর্বক অলস পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় পরিশ্রম করত নানা দুবোর ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে বহুলভা হওয়াতে অস্পদিন মধ্যে যোগীন্দ্র অতি ধনী হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন । অতএব অতন ত্যাগ করিয়া পরিশ্রম ও চেষ্টা ও ব্যবসায় করহ শীঘ্র ধন হইবে ।

ধনি কথা ।

বিশেষ২ উপার্জনে ধনী নানা প্রকার হয় তাহার মধ্যে উপার্জনরূপ কারণ আর উপকারাদি করণরূপ কার্য ইহার ভেদে ধনি উত্তম ও মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার হয় । ইহার মধ্যে যে জন শিল্প ও বিদ্যা ইত্যাদি দ্বারা পরা নিষ্ট রহিত হইয়া ধনোপার্জন করিয়া দরিদ্র ও কুখ্যাত ও অনাথ পুত্ৰতিকে আদরপূর্বক অন্ন ও বস্ত্রাদি প্রদান

করত ইহারদিগের গুতি দয়া করেন কিন্তু অহংকারাদি রহিত হইয়া যেজন পরিমিতপুর্ষক কেবল সদ্যয় করেন সেই ব্যক্তিই উত্তম ধনী জানিবে । আর যে জন নৃত্য ও সঙ্গীত প্রভৃতি দ্বারা ধনোপার্জন করেন এবং লৌকিক কার্যে ব্যয় করেন সেই ব্যক্তি মধ্যম ধনী আর যে জন পরের অনিষ্ট করেন না কিন্তু নিন্দনীয় কার্যাদ্বারা ধনোপার্জন করত অহংকার পুর্ষক খেলাদি অসৎ কন্ম্বে ব্যয় করেন সেই ব্যক্তি আর পরের অনিষ্টজনক চৌর্যাদিদ্বারা যে জন ধনোপার্জন কর্ত্তা সেই জন আর কৃপণ ইহারা অধম ধনী হয়েন । কিন্তু সঙ্গারি জনগণের বহু যত্নে ধন হয় এবং সেই ধনকে প্রাণ হইতে ও শ্রেষ্ঠ করিয়া সকলে মানেন অতএব ধনিদিগের উচিত যে অহংকার রহিত হইয়া সছি বেচনাপুর্ষক ঐ ধনদ্বারা সতত সৎকন্ম্বে করেন এবং সৎসদা পরোপকার আর দীন ও অনাথ প্রভৃতির প্রতি দয়া আর আতুর ও থগ্গ ও অন্ধাদিকে অনুেষণ পুর্ষক অন্ন বস্ত্রাদি প্রদান করেন । অপর গুণিগণকে আশ্রয় প্রদান ও বিদ্যার্থিগণের প্রতি যত্নপুর্ষক অর্থব্যয় করা উচিত কেননা এতদ্বিষয়ে ব্যয় করিলে অনেক মনুষ্যের বিদ্যাভ্যাস করণে আত্মাদ হইবে এবং যাহারা আহারাভাবে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিতেন না তাহারা অত্যন্ত উৎসাহ যুক্ত হইয়া বিদ্যা উপার্জন করিবেন তাহাতে বহু লোকে র উপকার হইবে আর অনেকের মুখতা দূর হয় ইহাতে

ধনি ব্যক্তির সতত আনন্দ ও সুখ জন্মে আর সকল যে
 শে সকল লোকে সেই ধনির কীৰ্ত্তি সৎকীৰ্ত্তন করেন
 আর সৰ্বত্র তাহার মান্যতা হয়। এবং ধনিগণের এই
 কর্তব্য যে যদ্বারা চিরকাল কীৰ্ত্তি থাকে যেহেতু ধন চির
 কাল থাকে না কেবল কীৰ্ত্তি চির স্থায়িনী হয়েন ইহা লো
 কে ও দৃষ্ট হইতেছে যে এই পৃথিবীতে অতি ধনাঢ্য বহু
 মনুষ্য ছিলেন এবং এক্ষণে আছেন কিন্তু যাঁহারা সৎকার্য্য
 ও উত্তমা কীৰ্ত্তি করিয়াছেন এবং করিয়া থাকেন তাহার
 দিগের যশঃকীৰ্ত্তন অদ্যাপি সকল লোকে করিতেছেন
 আর যে ব্যক্তির দীন অনাথগণের প্রতি দয়া নাই এবং
 বিনয় ও গুণিগণে অনাদর ও অর্থ ব্যয় ভয়ে বিদ্যার্থিগ
 ণের প্রতি অনানন্দ হয় আর চিরস্থায়িনী কীৰ্ত্তি নাই
 সেই ব্যক্তির মাতার গর্ভধারণ পোষণাদি জন্য ক্লেশ
 এবং তৎপিতার ও তৎপরিপালনার্থ দুঃখ এবং তাহা
 রোগভঁ যন্ত্রণা মাত্র হয় আর সেই ব্যক্তির জনমে কি
 ফল কিছুই প্রয়োজন নাই। দেখ সনুদ্র মানা রত্ন ব্যয়হেতু
 পৃথিবী মধ্যে যাবত্নদী আছেন সেই সকল নদীর আধি
 পত্য পাইয়াছেন এবং হিমালয় নানা রত্ন ব্যয়ে পক্ষতগ
 ণের রাজা হইয়াছেন। আর পৃথিবী ধান্যাদি নানা বস্তু
 দ্বারা পরের উপকার করিয়া শ্রেষ্ঠা হইয়াছেন অতএব তো
 মর সদয় করহ যে তদ্বারা মান্যতা ও সুখ ও পরমজ্ঞান
 পাইবে।

দাতৃত্ব বিষয়ক ।

আপনার উপকার হইবে এমনত উদ্দেশ্য না করিয়া দয়া হেতু অন্যের দুঃখাদি শাস্ত্যর্থ যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করেন তাহার নাম দাতা এই দাতার যে স্বভাব তাহার নাম দাতৃত্ব । পৃথিবী মণ্ডলে যাবৎকার্য আছে তাহার মধ্যে দান প্রধান কৰ্ম । এবং পৃথিবীতে জন্মিয়া যে জন দীন ও অনাথদিগের পুতি দয়া করেন না আর ইহারদিগের ও অন্যান্যের উপকার ও ক্লেশ শাস্ত্যর্থ চেষ্টা যদি না করেন তবে তাহার সেই ধনে কি পুয়োজন এবং তাহার জীবনে ইবা কিফল । দাতৃত্ব সকল হইতে উত্তম কেননা দাতৃত্ব হেতু দরিদ্র পুত্তি বহু লোক আহারেতে জীবন পায় এবং দীন ভিন্ন ও বহু মনুষ্য আপদ হইতে মুক্ত হয়েন তাহার স্বচ্ছন্দ হইলে দাতার যে কি সুখোদয় হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না । এবং দান শীল মনুষ্য অতিশয় মান্য হয়ে নামান্যতা হেতু পরম সুখ পান । দাতৃত্বপ যে নদ তাহার দানরূপ জল তাহাতে করুণাকার শোত আছে এই শোত দ্বারা পৃথিবীস্থ সকলের উপকার হয় এবং এই শোত জলা ভিষেকে এই দাতৃত্বপ নদতীরে এক দাতৃত্বরূপ বীজ সংস্থাপিত হইয়া তাহাতে ভদ্রতাস্বরূপ বৃক্ষ হয় এই বৃক্ষ ক্রমশঃ শ্রবৃক্ষ হইলে তাহাতে পরোপকারিত্বস্বরূপ এক ফল জন্মে এই ফল দ্বারা পৃথিবীর সকলের উপকার হয় । আর যেমত পদ্মাদি পুষ্পের স্বভাবতঃ সৌকুমার্য্য মাধুর্য্য গন্ধ পুকাশ পায় তাহার ন্যায় দানশীল ব্যক্তির চিত্তে উত্তম কৰ্ম

উদয় হয়। আর দাঁতার চিত্তে কখন উদেগ জন্মে না
এবং সতত সুখ ও পর সুখ সন্দর্শনে পরমাত্মাদ জন্মে।
আর অন্যের নিন্দা করা দূরে থাকুক অন্যের নিন্দা শ্রবণ
ও করেন না এবং পর পীড়ায় পীড়িত হইয়া তাঁহারদি
গের সেই পীড়া শান্তির নিমিত্ত সস্বাদা চেষ্টা পায়েন।
অপর সকল ব্যক্তির সুখ বৃদ্ধি হয় এমন চেষ্টায় সস্বাদা
থাকেন আর কোন জনের প্রতি দাতা ব্যক্তি কটুবাক্য ও
ভৎসনা ও দ্বেষ ও হিংসা করেন না। এবং ঐ দাতার প্রতি
যদি কেহ দোষাশ্রয় করেন তবে দাতা তাঁহার দোষমার্জনা
করেন আর পুতি হিংসাকে চিত্তে ও স্থান পুদান করেন
না আর দানশীল সমীপে শত্রু ও শোক ও দুঃখাদি পাই
লে দাতা তাহারো শোক দুঃখ পুভূতির নিবারণার্থ যত্নপূ
র্ব্বক চেষ্টা করেন তাহাতে যদি সেই দুঃখাদি নিবারণ হয়
তবে দান শীল ব্যক্তি অতিশয় আত্মাদিত হইয়েন। এবং
দানশীল জনের সতত আত্মাদ ও সুখ হয় কদাচিদুঃখ
হইতে পারে না। অতএব তোমরা দানশীল হও যে তা
হাতে সতত সুখ পাইবে এবং পৃথিবী মধ্যে কেহ শত্রু থা
কিবে না সকলই মিত্র হইবে দেখ দাতৃত্ব ভিন্ন অন্য এমনত
শ্রেষ্ঠ কি আছে।

পরোপকার বিবরণক।

আপনার উপকারে উদ্দেশ্য থাকুক কিম্বা না থাকুক সা
ম্প্রদায়িক পরিশ্রুমাদিদ্বারা পরের যে আনুকূল্য করণ তাহার

নাম পরোপকার কিন্তু আপনার উপকার উদ্দেশ্য না করি
 জ্ঞায়ে জন পরের উপকার করেন সে ব্যক্তি অতিশয় পু
 ণ্যজনীয় হন পরোপকারদ্বারা শত্রু মিত্র সকলেই বশী
 কৃত হয়েন এবং মান ও সুখ প্রভৃতি প্রাপ্তি হয় মনুষ্যদি
 গের সর্বদা পরোপকার করা অতি কৰ্তব্য সর্বকালে
 এবং সর্বদেশে এবং সকল জাতীয়দিগের মধ্যে এই পু
 ণ্য প্রচলিত আছে যে পরোপকারের পর ধর্ম নাই অত
 এব উচিত যে পরস্পর মনুষ্যরা কথা কিম্বা অর্থ কিম্বা কা
 য়িক শ্রম অথবা বুদ্ধি সংপ্ৰদান প্রভৃতি দ্বারা সাহায্য
 করেন। দেখপরমেশ্বর জীব প্রভৃতি সৃজন করিয়াছেন
 এবং তৎসমুদয় দ্বারা অন্যত্ মনুষ্যদিগের উপকার হই
 তেছে তাহার উদাহরণ ধেনু আপন বৎসস্বরূপ জ্ঞান
 করিয়া দুগ্ধ প্রদান দ্বারা পরোপকার করে এবং বৃষগণ
 মনুষ্যের হিতার্থ কর্ষণাদি করিয়া শস্য জন্মাইতেছে অ
 ন্য আপন পৃষ্ঠে করিয়া মনুষ্যদিগকে বহন করিতেছে এবং
 ক্ষুদ্রকীটরা মনুষ্যের মহোপকার করিয়া থাকে দেখ মধু
 মক্ষিকা মধু সংগ্ৰহ করিয়া কত উপকার করিতেছে এবং
 গুটি পোক পটু সূত্র নির্মাণপূর্বক আশ্রয় শরীরকে বন্ধ
 রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া ও মনুষ্যদিগের নানা পুকার উপ
 কার জন্মাইতেছে মেঘ আপন শরীরস্থ লোমদ্বারা মনুষ্যদি
 গের ব্রাহ্মণ বস্ত্র পুত্তি জন্মাইয়া কত উপকার করিতে
 ছে জগৎ কর্তা যে পরমানন্দময় পরমেশ্বর তিনি এই জন্ত

একটি দ্বারা মনুষ্যদিগের উপকার করিতেছেন কারণ এই সকল সন্দর্শনে মনুষ্যরা পরের উপকার করিবেন। আর জল অগ্নি বায়ু ও তেজ এবং বৃক্ষ ও মৃত্তিকা এবং নানা পুকার দ্রব্য তৃণ ও রৌপ্য ও লোহ পুভৃতি দ্বারা কত উপকার হইতেছে এ জল অগ্নি বায়ু ইত্যাদি যদি না থাকিত তবে মনুষ্যদিগের জীবন ধারণকরা কিরূপে হইত মনুষ্যদিগের হিতার্থ শস্য জন্মাইবার জন্য বৃষ্টি ও রৌদ্র ও বর্ষাদিকাল ইত্যাদি করিয়াছেন এবং বিজ্ঞরা যে নানা গুহ্য করিয়াছেন তাহা কেবল সর্ব সাধারণের হিতার্থ কেন না এই সকল গুহ্য সন্দর্শনে সকলের পরম তত্ত্ব জ্ঞান উদয় পায় ও মূর্থতা দূর হয়। হাতিমতাই নামক এক ব্যক্তি যখন পরহিতার্থ অনেকানেক দুর্গম স্থানে গমন এবং বহুদূরে ভ্রমণ আর যে স্থানে গমন করিলে এবং যে কর্ম করিলে পুণ্য বিনাশ হয় তাহাও স্বীকার করিয়াছিলেন নানা প্রকার পরের উপকার হয় রোগীদিগের ঔষধ দান দ্বারা আরোগ্য করণ এবং দরিদ্রদিগকে অন্ন বস্ত্রদান এবং বিদ্যা দান এই সকল দ্বারা পরের উপকার করা উচিত। অতএব এমন যে উত্তম পরোপকার তাহা করিতে সকলে যত্ন করহ তাহাতে সর্বজন সমীপে মান্য হইবে।

কৃপণতা বিষয়ক।

ধন বিদ্যমানে যে জন ধন ভোগ ও ব্যয় করিতে সমর্থ হয়েন না তাহাকে কৃপণ বলা যায় ইহার যে ধর্ম তাহা

নাম কৃপণতা। যেমত দন্তুহীন কুক্কুর মাংসাদি রহিত
 আদু অস্থি পাইলে সেই অস্থি সুতরাং ভোগ করিতে পা
 রেনা এবং অন্য কুক্কুরকেও দিতে সমর্থ হয় না কেবল
 জিহ্বা দ্বারা ঐ অস্থিকে পুনঃপুন লেহন করে সেই পুকার
 কৃপণ ব্যক্তি ধন ভোগও ব্যয় করণে সমর্থ হয়না কেবল
 স্থানান্তরে সংস্থাপনহেতু হস্ত সংযোগমাত্র করে। কৃপণ
 ব্যক্তির নাম কেহ কাদাচ অরণ করেন না কারণ কৃপণ
 হইতে কোন উপকার হয় না এবং কৃপণের সহিত সাধু
 লোকেরা আলাপও করেননা আর তাহার কোন জনের
 সহিত সম্প্রীতি থাকেনা। যেমত পক্ষিগণ বাসস্থানে
 স্বীয়শাবকে রাখিয়া আহারার্থ অন্যত্র গমন করিয়া ও
 সর্বদা উদ্ভিন্ন থাকে তাহার ন্যায় কৃপণের ধন রক্ষার্থ স
 র্বদা উদ্বেগ জন্মে। আর ধন ব্যয় হইবে এই ভয়হেতু কৃপণ
 ব্যক্তির জী পুত্রাদির পুতি স্নেহ থাকেনা যদিপি জী পুত্রা
 দির আহারাভাবে পুণ পরিত্যাগ হয় তথাপি কৃপণ
 ধন ব্যয়কল্পিতে সমর্থ হয় না। আরো দেখ কর নিমিত্ত
 রাজা যদি কৃপণকে বহু ক্লেশ দেন ও রাজ দণ্ড হেতু তা
 হার যদি প্রাণ যায় ও চিরকাল কারাগারে বদ্ধ থাকিতে
 হয় তথাপি রাজাকে করাদি দেয়না যেমত সর্প বিশেষ
 প্রাণ পরিত্যাগ স্বীকার করে তথাপি মণিদিতে পারেনা
 আর যদি কেহ কোন উপায় দ্বারা ঐ মণি লয় তবে সেই
 সর্প মণি শোকে প্রাণত্যাগ করে ধন বিনাশ পাইলে কৃপণ

সেই শোকে কাতার হইয়া পরিত্যক্ত জীবন হয় । অপর
কৃপণব্যয় কৃষ্ণ এই হেতু প্রায় সকলের সহিত শত্রুতা জন্মে
আর কৃপণের ধনাশা ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধ হয়, তাহাতে ধনো
পার্জন করিয়া কদাচ তৃপ্ত জন্মেনা বরং সেই আশা হেতু
মনঃকোভ ও নানা पीड़ा জন্মে শাস্ত্রেও কহিয়াছেন যে আ
শা পরম দুঃখের কারণ আর নিরাশা পরম সুখ প্রদা
অতএব দাতা মনুষ্যের নৈরাশ্য হেতু সর্বদা সুখ সম্ভোগ
হইতেছে । আর কৃপণব্যক্তি আহারাভাবে আপনার পুণ
পরিত্যাগ হইলে ও স্বধন ব্যয়ে আহার করণে সমর্থ হয়
না । দেখ উদ্ভ্রুগণ বহু আয়াসপূর্বক শস্য সংযুক্ত ক্ষেত্রে
গর্ত করিয়া সেই বিবর মধ্যে ধান্যাদি সঞ্চয় করে এবং
ভক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না কিন্তু উঞ্চ বৃষ্টি রত মনুষ্যরা
সেই গর্ত খননপূর্বক সেই ধান্যাদি গৃহণ করে ইহা প্রত্যক্ষ
দৃষ্ট হইতেছে তথাপি কৃপণতার এনত চমৎকার প্রাদুর্ভাব
যে কৃপণদিগের ইহা বোধ হয় না যে পরিবারকে ক্লেশ ও
আপনার দুঃখ স্বীকারকরতদীনহীনদিগকে না দিয়া সঞ্চয়
করিলে পরে সেইধন কে ভোগ করিবে শাস্ত্রেও কহিয়াছেন
যে কৃপণের ধনে অগ্নি ও তস্কর ও দস্যু প্রভৃতির অধি
কার হয় অর্থাৎ কৃপণ ধন দান ও ভোগ করিতেপারে না
শুদ্ধ দস্যু তস্করাদি অপহরণ করিয়া লয় অতএব কার্পণ্য
পরিত্যাগ পূর্বক দীন ও অনাথদিগকে অন্ন বস্ত্রাদি দেহ

ও আপনি ও ভোগ করই নতুবা আপনি ক্লেশ পাইয়া ধন
সঞ্চয় রাখিলে অপরের ভোগ যাত হইবে ।

প্রতিজ্ঞা রক্ষা অবশ্য কর্তব্য ।

আমি এই কন্ম করিব এই প্রকার যেকখন তাহার না
ম প্রতিজ্ঞা বিজ্ঞদিগের উচিত হয় পূর্ব বিবেচনা করেন
যে প্রতিজ্ঞেয় কার্য সুসাধ্য কি দুঃসাধ্য এবং তৎকার্য
করণে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে কি না অনন্তর যদি প্র
তিজ্ঞা পুতিপালনে শক্ত হইত তবে পুতিজ্ঞা করা কর্তব্য
কারণ পুতিজ্ঞা করিয়া যদি পুতিজ্ঞাত কার্য নিষ্পত্তি
অসমর্থ হইত তবে পুতিজ্ঞা ভঙ্গ জন্য নিন্দা ও মিথ্যাবা
ক্য হয় তাহাতে বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ জন সমীপে তুচ্ছতা
প্রাপ্ত হইতে হয় । আর কোনজনের অনুরোধ কিংবা
লজ্জা প্রযুক্ত যে পুতিজ্ঞা করা সে অতি অজ্ঞের কন্ম
যেহেতু কোন কারণ বশত পুতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে সূত
রাণ সে অনুরোধ ব্যর্থ আর লজ্জা ও দ্বিগুণা হয় আর
তদ্বিন্ন বাক্যের মিথ্যাত্ব ও পুতিজ্ঞাভঙ্গ জন্য দোষে দো
ষী হইতে হয় অতএব তদপেক্ষা পুতিজ্ঞার পূর্ব লজ্জা ভ
ঙ্গ ও অনুরোধ পরিত্যাগ পূর্বক প্রতিজ্ঞা না করাই উত্তম ।
অপর কুৎসিত অজ্ঞ জনগণ অন্যায়সে শীঘ্র পুতিজ্ঞা ক
রেন কিন্তু পরক্ষণে তাহা আর চিন্তে উদয় পায়না তাহা
রা পুতিজ্ঞাভঙ্গে যে দোষ নিন্দা ও তুচ্ছতা ও অবিশ্বাস ই
ত্যাদি হয় তাহা অন্তঃকরণে স্থানদান ও করেন । আর

বিদ্ধ মনুষ্যাগণ অনেক বিবেচনা পূৰ্ব্বক বহু বিনয়ে যে কার্য সাধন যোগ্য ও যাহাতে ক্ষমতা আছে এমনত কার্যে নিয়ম ও পুতিজ্ঞা করেন আর সেই পুতিজ্ঞা রক্ষার্থ পুণ্যদান করিয়াও কার্য সাধন করেন। অতএব তোমরা বিবেচনা পূৰ্ব্বক প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম করিবে যাহাতে প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম রক্ষা পায় কেননা যদিও রক্ষা না হয় তবে লোকে নিশা ও তুচ্ছতা ও অবিশ্বাস করিবে।

সুখ বিষয়ক ।

দুঃখ নিবৃত্তির নাম সুখ কেহ ব বলেন যে দুঃখ বিরোধির নাম সুখ এই সুখ বিষয় ভেদে নানা প্রকার হয় কেহ বলেন জীবাশ্মা সুখসম্ভোগ করেন কাহার মত এই যে মন নই সুখানুভব করিয়া থাকে যাহাতউক উভয় মতেই মন ব্যতিরেকে সুখভোগ হয় না লোকেও দৃষ্ট হইতেছে যে যদি কোন জন কোন বিষয়ে চিত্তকে মিলিষ্ট করেন তবে সে সময়ে দুঃখ কি সুখ জনক কোন বিষয় উপস্থিত হইলে তাহার তাহাতে দুঃখ কিংবা সুখ বোধ হয় না অতএব চিত্তের সম্ভোগ জনক যে সংকল্প তাহাই কৰ্ত্তব্য আর অসংকারণে কদাচ সুখ হয় না সেহেতু অসংকারণ দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখ জন্মে। দেখ চৌর্থে প্রথম নানা প্রকার ক্লেশ পরে ও রাজদণ্ডাদি দ্বারা অত্যন্ত পীড়া হয় তথাপি যে অসংকারণে সুখ জ্ঞান করে সে ব্যক্তি অতি নূচ তদ্রূপে পক্ষা পশু ও পক্ষি প্রভৃতি ভাল কারণ তাহারদিগের আ

হার নিদ্রাদি বিষয়ে সুখ দুঃখ বোধ আছে অতএব যাহার যে প্রকার বিষয় ও ধন আছে তাহাতে সদা সন্তোষচিন্ত্ত এবং তদ্বারা সৎকার্য্য ও পরোপকার ইত্যাদি করহ যে তাহাতে সুখী হইবে । আর অধিক ধনাকাঙ্ক্ষা ও অধিক বিষয়ে আনুরক্তি কর্তব্য নহে যেহেতু তাহাতে অধিক ক্লেশ কিন্তু অত্যপ সুখ জন্মে । দেখ সামান্য মনুষ্য অধিক ধনাকাঙ্ক্ষায় ও অপরিমিত ব্যয়িরা বহুব্যয়হেতু ও বৃণ গণ অধিক ধন ব্যয় ভয়ে সদা অসুখী হইতেছে কিন্তু যাহারা ধন উত্তমরূপে ব্যবহার করে ও সৎকার্য্যে ব্যয় করে তাহারাই সুখী জানিবেন । অতএব অধিক ধনাকাঙ্ক্ষা ও বৃথা অপরিমিত ব্যয় ও কাৰ্পণ্য ও অহঙ্কার ও লোভ ইত্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে সৎকার্য্যে রত হইলে অবশ্য সুখ হইবে । দেখ এই পৃথিবীতে কেবল দয়ালু দানশীল সদায়ি অহঙ্কারাদি রহিত এবং সমদর্শি পরোপকারী জ্ঞানী মনুষ্য ভিন্ন কেহ যথার্থ সুখী হইতে পারে না । কারণ প্রচুর ঐশ্বর্য্য ও অন্যান্য সুখজনক বিষয় থাকি লেই যে মনুষ্য সুখী হইতে পারে এমন নহে দেখ ভূপতির অনেক ঐশ্বর্য্য আছে ও নানাস্থের সামগ্ৰী ও বিদ্যমান তথাপি ঐ ভূপতি প্রজা পীড়া ও বিষয় চিন্ত্তা ও বিষয় রক্ষা ও শত্রুভয় ইত্যাদি দ্বারা সদা অসুখী হইতে ছেন অতএব হে মনুষ্যগণ তোমরা সতত সন্তোষচিন্ত্ত ও সদায়ি ও নিরাকাঙ্ক্ষ হও তাহাতে সুখী হইবে ।

লোভ বিষয়ক কথা ।

লোভ রিপু অতি কুৎসিত কারণ তদ্বারা তুচ্ছতা ও মান হানি ও বুদ্ধিনাশ ও ধনক্ষয় ও প্রাণ নাশ ইত্যাদি হয় অতএব কোন বিষয়ে লোভ কর্তব্য নহে যেমত ধনবিষয়ে অতিশয় স্পৃহা হইলে সমস্ত গুণ নষ্ট হয় সেইরূপ সকল বিষয়েই লোভ করিলে সকল গুণ নাশ পায় । লোভহেতু মিত্র সহ শত্রুতা জন্মে ও পুত্র কন্যা বিক্রয় পর্যন্ত করিতে হয় এবং ধন থাকিতে ও মাতাপিতৃ প্রভৃতি পরিবার অন্নব জ্ঞাদি পায় না । লোভে দুষ্টমতি হয় দুষ্টমতি হইলে পরের ধনে স্পৃহা জন্মে স্পৃহাহেতু চৌর্যা প্রভৃতি দুষ্কর্মের রতি হইতে থাকে তদ্বারা অতিশয় ক্লেশ হয় । দেখ তুমি শত্রু লোভহেতু কেতকী পুষ্পে পতিত হইলে প্রাণ পর্যন্ত হারাইতেছে অতএব লোভকে পরিত্যাগ করই শাস্ত্রে ও কহিয়াছেন অন্য২ রিপু শমতাপায় কিন্তু অতি শয় যত্নে লোভ রিপু শান্তি হয় । আর লোভই মানব দিগকে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত করায় ও সকললোকে লোভিকে নিন্দা ও অবিশ্বাস করেন । দুষ্টও হইতেছে যে লোভীরা কুকর্মাচরণ হেতু কি কি ক্লেশ নাপাইতেছে আর পরের ধনও অন্য২ বস্তু সন্দর্শনে লোভির যদি সেই ধনাদি প্রাপ্তি নাহয় তবে তাহার তন্নিমিত্ত অতি শয় ক্রোধ জন্মে । অপর লোভীবাক্তি চিন্তে সতত দুঃখ

পায় অতএব এমত কুৎসিত লোভকে পরিত্যাগ করহ তাহাতে সদাসুখী হইবে।

মাধুর্য্য বিষয়ক।

মাধুর্য্য অর্থাৎ মধুরতা ইহা আহাৰ বিষয়ে সম্ভব হয় কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে মাধুর্য্য শব্দে মধ্যম আচরণ। মনুষ্যদিগের উচিত সকল বিষয়ে মাধুর্য্য করেন। আচরণ বিষয়ে অপরিমিত ব্যবহার করিলে তাহাকে স্বেচ্ছাচারী বলা যায় যদি কিছুই ব্যবহার না করেন তবে তাহাকে লোক পাষণ্ড বলেন। খাদ্য বিষয়ে যে ব্যক্তি অতিশয় ভোজন করে লোকে তাহাকে উদরভরি ও দরিদ্র ইত্যাদি কহে ও তাহার শারীরিক পীড়া ও জন্মে আর উপবাস করিলেও পীড়া ও কৃপণতাদিক্রপ নিন্দা হয়। সাহস বিষয়ে অতিশয় সাহসদ্বারা পরের অনিষ্ট জন্মে এবং সাহসহীন হইলে তুচ্ছতা ও ধননাশ প্রভৃতি হয়। দান বিষয়ে অপরিমিত হইলে সর্বস্ব নাশ হইয়া উঠে আর দানহীন হইলে কাৰ্পণ্য দোষে দোষী হইতে হয় এবং ও অন্যান্য বিষয়ে ও মধ্যমতা ভাল আর যত উপায় আছে তাহার মধ্যে মাধুর্য্য অতি উত্তম উপায় কারণ ভদ্রারা অনেক বিষয়ে সুখ ভোগী হইতে পারা যায় অতএব মাধুর্য্য যত্ন অবশ্য কর্তব্য সকল বিষয়েই অনায়াসে আত্যন্তিক করা যায় কিন্তু মাধুর্য্য অনেক যত্নেলভ্য হয়। দেখ আহাৰ অনায়াসে বৃদ্ধি করা যায় এবং পরিত্যাগ ও

হয়। আর অতিশয় সাহসে চাপল্য জন্মে এবং সাহস পান্নি
 ত্যাগে ভয় হয়। অপর ধনবিষয়ে অতিশয় দাতৃত্ব সকল
 ধন কয় দান রহিত হইলে কাপণ্য জন্মে অতএব আত্যন্তিক
 কিছুই ভাল নহে মাধুর্য্যরূপে চলনই উত্তম তাহাতে সুখও
 স্বচ্ছন্দে থাকে আর আত্যন্তিক হইলে তুচ্ছতা ও মানহানি
 ও নানা দুঃখ হইতে পারে। যেমত নাবিক শিলাময়
 স্থানে অঙ্গুলি থাকিলে পার্শ্বদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া
 মধ্যস্থানে নৌকা লইয়া যায় তাহার ন্যায় সকলবিষয়ে
 আত্যন্তিক ও তদ্বিষয় রহিত না করিয়া মাধুর্য্যরূপে রীতি
 নুসারে চলিলে কদাচ ক্লেশ পাইতে হয় না দেখ প্রাচীন
 জ্ঞানি ও রাজাদিগের জীবন সন্দর্শনে জানাযাইতেছে যে
 মাধুর্য্যচরণ দ্বারা তাঁহারা দীর্ঘজীবী ছিলেন আর রাজারা
 লোভহেতু ও মাধুর্য্য রাহিত্য প্রযুক্ত অঙ্গকালে নিধন হইলেন
 এবং শাস্ত্রে সকল বিষয়ে আত্যন্তিককে নিন্দা করিয়া অ
 কত বা কহিয়াছেন আরো দেখ লতা ও বৃক্ষ প্রভৃতি যদি
 অতিশয় প্রবৃদ্ধ কিম্বা অতি দুর্বল হয় তবে সেই লতা ও
 বৃক্ষাদির ফল জন্মে না যদিপি জন্মে তথাপি অত্যঙ্গ হয়
 আর যদি মধ্য পুরকারে থাকে তবে ফলভার হেতু শাখা
 নষ্টীভূত হয়। অপর দৃষ্টান্ত বেহু নদীতে অতিশয় প্র
 বলতর বেগ থাকে সেই সকল নদীতে চর হয় কোনই
 দীতে দহ পড়িয়া বেগকে অবগামি করে এবং যে সক
 ল নদী অত্যঙ্গবেগে বহে সেই নদী ভরাইয়া যায় হয় আর

মাধুর্য্য গতিযুক্ত নদী কদাচ উগ্ৰ। কি মগ্না হয় না। এবং মনুষ্যদিগের পক্ষে সেই নদী অতি সুখদা হয়। অতএব যাঁহারা নিরোগি হইয়া স্বচ্ছন্দে সুখে কালযাপন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সৰ্বদা মাধুর্য্যাবলম্বন করুন। ইহারা বিপরীতাচরণে অতিশয় ক্লেশ ও মানহানি ও মনঃপীড়া ও প্রাণনাশ হয় ॥

শীলতা বিষয়ক ।

সদাচার ও উত্তমরীতিতে থাকিয়া অন্যাপেক্ষা আপনাতে যে লঘুজ্ঞান তাহার নাম শীল ইহাতে যে ধর্ম্ম আছে তাহার নাম শীলতা অহংকার ও দম্ভ প্রভৃতিকে সকলে নিন্দা ও পরিত্যাগ করিবেন এই নিমিত্ত জগৎ সুষ্ঠা শীলতাকে সূজন করিয়া মনুষ্যদিগের চিত্তে স্থাপন করিয়াছেন। দেখেজন অন্য ব্যক্তিকে প্রধানরূপে মান্যতা পূর্ব্বক আদর করেন সেই সুশীল ব্যক্তির যদি কেহ শত্রুতা কেন তিনিও মিত্র হয়েন আর দাত্তিক ও অহংকৃত প্রভৃতির সকলই শত্রু মিত্র কেহ হয়েন না আর সুশীল ব্যক্তি শীলতা দ্বারা আপনাকে খর্ব্বজ্ঞান করে তাহাতে তিনিই অন্য মনুষ্যদিগের গুণ ও মান্যতা বিবেচনাকরণে সমর্থ হয়েন গুণির গুণ বিবেচনা করিলে যে তাহার কত সম্ভাৱ্য জ্ঞেয়তা তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক আপনারাই জানিবেন এবং শীলযুক্ত জন আপনার ও বুদ্ধি ও বিদ্যা বিবেচনা করিতে যোগ্য হয়েন তাহাতে অহংকার ও দম্ভ প্রভৃতি জন্মে না।

আর শীলতা দ্বারা সংকার্য্যে প্রবৃত্তি হয় ও মান্যের মান
রয় ও আপনার অন্যতম গুণ দ্বিগুণ প্রকাশ পায় । আর
যদ্যপি সুশীলের কোন দোষ থাকে তবে সেই দোষগুণত্ব
পায় এবং যে সকল লোক অহংকৃত ও দান্তিক তাহারা
আপনার বুদ্ধি ও বিদ্যা প্রভৃতি কিছুই জানিতে পারেনা
আর অন্যের গুণও মান্যতা কি জানিবে দেখ চিত্তের স্বচ্ছ
লতাদিদ্বারা মিত্রাদি বশ্য হয় এবং বিদ্বানকে শাস্ত্র আ
লোচনাহেতু বশীভূত করা যায় কিন্তু শীলতা দ্বারা সকলে
ই বশীভূত হয়েন অতএব মনুষ্যরা শীলতাকে সদা আ
শ্রয় করিবেন যেহেতু তদ্বারা চিরকাল পরম সুখ প্ৰাপ্তি
হইবে ।

মিত্রতা বিবয়ক ।

মনুষ্যাদিগের সতের সহিত মিত্রতা করা অবশ্য কৰ্ত্তব্য
যেহেতু মিত্র হইতে বিপদ মুক্ত হওয়া যায় ও ধন ও সুখ
ইত্যাদি লাভ হয় । আর সদ ব্যক্তি আপনার ধন মান ও
প্রাণ প্রদান করিয়া ও মিত্রের উপকার করেন । উপায়
রহিত ও ধনহীন মিত্র হইলে ও তাঁহার সহায়তায় শীঘ্র
কার্য সাধন হয় । দেখ ঘণ্টাকর্ণ মিত্রজয়সেনের সহ
কারিতায় আপদ হইতে উদ্ধার হইলেন । ঐ ঘণ্টাকর্ণ
প্রতিদিন নিশাযোগে গোদাবরী নদীতীরে বৃহৎ শাল্মলী
বৃক্ষ তলে নিদ্রায় কালযাপন করেন ইতি মধ্যে একদিবস
নিশাবসানসময়ে কতগুলি দস্যু রাজার তেজের বাটীতে

ভাকাইতি করিয়া অনেক রত্ন লইয়া যায় তাহার। ঘণ্টা
 কর্ণকে দেখিয়া বিবেচনা করিল যে রাজার ধন
 ইহা কদাচ ভোগ হইবে না অতএব ইহার মস্তক সমীপে
 কিছু অর্থ রাখা কৰ্ত্তব্য যে রাজা উহাকে চোর বলিয়া
 বন্ধন করিবেন আর অন্যের অনুেষণ করিবেন না পরে
 তাহার মস্তক সমীপে কিঞ্চিৎ বস্ত্র রাখিয়া প্রস্থান করিল
 ঘণ্টাকর্ণ নিদ্রাভঙ্গানন্তর দর্শন করিল যে মস্তক নিকটে
 কতগুলি অপহৃত বস্ত্র রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া অত্যন্ত
 চিস্তিত হইয়া কহিলেন যে অদ্য পুাতঃ সময়ে অমঙ্গল
 দর্শন হইল না জানি কি বিপদ হয়। তদনন্তর ঐ বন
 মধ্যে ব্যাকুল চিত্তে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন কারণ শোক
 ও ভয়স্থান বহু আছে তাহাতে মুঢ় ব্যক্তির। অভিভূত
 হয় কিন্তু পণ্ডিতের। হয় না। এবং মনুষ্যদিগের ইহা
 কৰ্ত্তব্য যে প্রত্যহ গাত্রোপধান করিয়া বুঝিবে যেহেতু মরণ
 ও ব্যাধি ও শোক ইহার অদ্য কি না জানি ঘটিবে।
 মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে এই জনহীন মহা
 রণ্য মধ্যে এই বস্ত্র কিপ্রকারে আইল ইহা অসম্ভব অতএব
 নিকূপণ করা উচিত ইহা ভাল নহে কারণ লোভের দ্রব্যে
 অবশ্য বিপদ হয় ইহা নানাশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে লোভ
 হইতে ক্রোধ ক্রোধহইতে কাম কামহইতে মোহ মোহ
 হইতে মাশ হয়। অতএব সম্যক্ বিবেচনা কৰ্ত্তব্য।
 এবং শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে বিনক্ষণ জীর্ণ অন্ন ও উত্তম

পাপিতপুত্র ও অতিশয় বশীভূতা স্ত্রী ও সুসেবিতরাজ
ও বহুকাল বিচারিত এই সকল বহু কালেও বিকার প্রাপ্ত
হয় না। আর পাপিতেরা কহিয়াছেন যে ঈর্ষা ও ঘৃণা ও
অসন্তোষ ও ক্রোধ ও সদা শঙ্কা ও পরভাগ্যোপ জীবন
এই ছয় দুঃখের কারণ হয়। এবং সৰ্বশাস্ত্র বেত্তা ও সৰ্ব
সংশয়চ্ছেত্তা পাপিত ও লোভে মুগ্ধ হইয়া ক্লেশপ্রাপ্ত
হয়েন। এমত সময়ে রাজ বাটীররক্ষক অনুসন্ধান করিয়া
ঘণ্টাকর্ণকে বন্ধন করিয়া ঐ দুবোয় সহিত রাজ বাটীতে
লইয়াগেল ঘণ্টাকর্ণ চিন্তা করিয়া স্থির করিল যে আপদ-
কালে নিত্রব্যতি রিক্ত কেহই উদ্ধারক নাই আর আপদকালে
বিস্ময়াপন্ন হওয়া কাপুরুষের কৰ্ম এমনয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন
পুৰুষক উপায় চিন্তা করা উচিত। যেহেতু আপদ কালে
ধৈর্য্য। আর বুদ্ধি সময়ে জ্ঞান। সভাতে বাকপটুতা।
যুদ্ধে পরাক্রম। যশোবিষয়ে অভিরুচি। শাস্ত্র শ্রবণে
আসক্তি এই সকল স্বভাব সিদ্ধ উপকারী হয়। এবং স-
ম্পৎকালে আশ্লাদ ও বিপদ সময়ে বিষাদ না হয় ও যুদ্ধে
পাপিত্য থাকে এমত ব্যক্তি ত্রিভুবন শ্রেষ্ঠ আর
ঐশ্বৰ্য্যে পুরুষ নিদ্রা ও তন্দ্রা ও ভয় ও ক্রোধ ও আলস্য
ও অস্পকাল সাধ্য ক্রিয়া বহুকালে করা এই ছয় দোষ
ত্যাগ করিবেক। সম্প্রতি মিত্র কিরূপে আমার মিলন
হইবে তদ্ব্যতিরেকে অন্য উপায় দেখি না। আর দেখ অতি-
দুঃখ বস্তু সমূহ মিলন হইলে অনায়াসে কার্য সাধন হয়

যেমত ভুগসমূহ দ্বারা নিম্মিত রজ্জতে মন্তহস্তী বন্ধ হয়
 ইহার সাক্ষী দেখ তগুল তমেতে বিহীন হইলে অক্লুর
 হয়না কেবল পিতা ও মাতা ও মিত্র এই তিন ব্যক্তি স্বভা
 বত উপকারী হয়েন। আর অন্য২ জন অর্থাৎ কোন কা
 রণ প্রযুক্ত উপকার করেন। অতএব গণ্ডুকী নদীতীরে
 চিত্রবনে আমার মিত্র জয়সেন বাস করেন তন্নিকটে গমন
 করিলেই তাহা হইতে মুক্ত হইব পরে রাজ বাটীরক্ষককে
 কিঞ্চিৎ অর্থদানপূর্ব্বক সম্বলইয়া চিত্রবনে মিত্রবাটী যাই
 য়া তাঁহাকে মিত্র নমোদনে আশ্বাস করিতেই তিনি মিত্র
 বাক্য শ্রবণে হর্ষযুক্ত হইয়া গৃহ হইতে বহির্নিঃসরণ পূর্ব্বক
 কহিলেন যে অদ্য আমার শুভদিন হইয়াছে যেহেতু মি
 ত্রসহ সন্দর্শন ও সমাধাণ ও বাস ও পরম্পরহাস ও ক
 থোপকথন যে ব্যক্তির হয় সেইজন পরম সুখী ও ধন্য ও
 মশাস্বী এপ্রকার আর অন্য কিছুই নাই। অনন্তর জয়সেন ঘ
 ণ্টকর্ণকে আপদগুস্ত সন্দর্শন করিয়া কহিলেন যে মিত্র এই
 কপদুর্দশাগুস্ত তুমি কিনিমিত্র হইলা। কারণ তুমি বুদ্ধি
 মান ও শাস্ত্র ও জোভাদিশূন্য তথাপি সে আপ২ কি হেতু
 তাহাতে ঘণ্টাকর্ণ কহিলেন যে সখে সময়ে সকলি হয়
 এইক্ষণে আনাকে মুক্ত করহ তাহাতে জয়সেন কহিলেন
 মিত্র বিপৎনিবারণার্থ ধন রক্ষন কর্তব্য। আর ধনদার
 আপনার পুণ রক্ষা উচিত। কেননা আপনার পুণের
 পর আর প্রিয় নাই। এবং আপনি রক্ষা পাইলে ধন

শুভ্রতি ভোগা হয় ও অন্য শুভ দেখিতে পায়। আপনি
রক্ষা না পাইলে কেহ কাহার নহে প্রাণকে বিনাশযেজন
করে সে সকলি নষ্ট করে আনাদিগের ধন নাই এবং সহ্য
য়ও নাই যে তাহার দ্বারা আপদ মোচন হইবে এবং মনু
ষ্যের উচিত যে ধন প্রাণ দিয়াও মিত্রকে রক্ষা করিবে
আনি তাহাও করিব জন্মগৃহণ করিলে অবশ্য মৃত্যু হয়
কিন্তু মিত্রের উপকার করা আবশ্যক যাহা হউক তুমি
আমার নিকট আনিয়াছ ইহা ভাল কারণ আপনার কা
র্যের দোষ গুণ আপনি দেখিতে পায় না বিশেষত আ
পদ সময়ে বুদ্ধির জ্বল হয় তাহাতে কিছুই দেখিতে পায়
না দেখ শত যোজন অধিক হইতে আহার সন্দর্শন
করে যে পক্ষি তাহারা মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে স্বীয়
পাসবন্ধাদি দর্শন করিতে পায় না আর হস্তি সর্পের বন্ধন
ও বুদ্ধিমানের দারিদ্র ইত্যাদি দেখিয়া বিবেচনা করি যে
সময়ই অতিশয় বলবান যেহেতু আকাশ বিহারিপক্ষি
গণের আপহ্রাণ্টি আর অতলস্পর্গ সমুদ্রস্থায়ি মৎস্য
লোককর্তৃক ধৃত হয় অতএব সুচরিত্র ও উত্তমস্থানলাভে
যে কি গুণ তাহা কি কহিব। অনন্তর জয়সেন অনাহা
রে নিদুরহিতে দস্যুদিগকে সন্ধান করিয়া রাজপদাভি
দ্বারা ধৃত করিয়া রাজসন্নিধানে লইয়া দণ্ড করাতে তা
হারা যথার্থ স্বীকার করিলে ঘণ্টাকর্ণ নির্দোষী হইয়া বন্ধন
হইতে মুক্ত হইলেন অতএব দেখ সন্নিব্র অপেক্ষা কেহ

উপকারী নাই কিন্তু দুষ্টের সহিত মিত্রতা কদাচ কতব্য নহে তাহা করিলে নানা মন্দ আচার ঘটে তাহাতে বিপদে পড়িতে হয় দেখ উক্ত জয়সেন দস্যু কিকর দাসের সহিত মিত্রতা করিয়া কত ক্লেশ পাইলেন এই দস্যু মধ্যে কিকর দাস নামক এক ব্যক্তি জয়সেনের এই প্রকার রীতি হেতু পরমাহ্লাদপূৰ্ব্বক তাঁহাকে কহিল তুমি শূণ্য ও ধন্য। অতএব তোমার সহিত আমি মিত্রতা করিতে বাঞ্ছা করি আপনি মহাত্মা অনুগৃহ করিয়া বাঞ্ছিত পূর্ণ করুন। জয়সেন ইহা শ্রবণ করিয়া হাস্যপূৰ্ব্বক উদাস্য করত কহিলেন যে অতি আশ্চর্য্য কথা কহিতেছ যেহেতু পাণ্ডিত্যের ব্যবহার করেন ও কহিয়াছেন যে সমশাল অর্থাৎ সমানধর্ম্মির সহিত সৎপ্রীতি করিবে অতএব তোমার সহিত কিপ্রকারে মিলন হইবে। কারণ তুমি দস্যু আমি দুষ্কর্ম্মদ্বৈষী অতএব তোমার সহিত প্রতি হইতে পারে না ও কিরূপে মিত্রতা হইবে ও আর দেখ দস্যু প্রভূতির সহিত যে প্রীতি তাহা বিপত্তির নিমিত্ত হয় তাহাতে কিকর দাস কহিল তোমার যদি আমি অনিষ্ট করি তাহাতে তোমার কিছু সুখ হইবে না। তুমি সাধু তোমার ভাল হইলে আমার অত্যন্ত আহ্লাদ জানিবে। আর সাধুলোক ক্রুদ্ধ হইলেও তাঁহার মন বিকারকে পায় না যেমন ঘাসের আগুনের দ্বারা সন্মুদ্রের জল শুষ্ক হয় না। তাহাতে জয়সেন কহিলেন যে তুমি

দস্যু তোমার সহিত প্রীতি করা কৰ্ত্তব্য নহে । পশ্চিতে
রাও কহিয়াছেন যে দস্যুও থলের সহিত কদাচ প্রীতি
করিবে না এবং ইহারদিগের প্রতি বিশ্বাস ভাল নহে
আর কি কহিব তুমি আমারদিগের শত্রুপক্ষইহা শা
স্ত্রে কথিত আছে যে সন্ধিহেতুক স্বয়ং আনিজিত
দুষ্ট বিপক্ষের সহিত সন্ধি করিবে না যেহেতু অতিশয়
উষ্ট্রজলও বহ্নিকে নির্মাণ করে । আর দুষ্টলোক বহুবিদ্যা
ইহনেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবেক কেননা মণিতে
ভূষিত যে সর্প সে কি ভয়পুদ হয় না । যাহা যে কৰ্ম্মের
অযোগ্য তাহা কদাচ কৰ্ত্তব্য নহে আর যাহা যে কৰ্ম্মের
যোগ্য তাহা অবশ্য কৰ্ত্তব্য । অতএব দেখ স্থলে নৌকা
ওজলে শকট যায় না এবং অতি উত্তম ধন হেতুক শত্রুতে
এবং বিরক্ত স্ত্রীতে যে জন বিশ্বাস করে তাহার জীবন
সেই পর্য্যন্ত ॥

অনন্তর কিষ্কর জয়সেনকে কহিল যে এই সকল নীতি
শ্রবণ করিয়াছি তথাপি আমার এই প্রতিজ্ঞা যে তোমার
সহিত সখ্য করিব । যদ্যপি মিত্রতা না করহ তবে অন্য
হারদ্বারা প্রাণ বিয়োগ করিব আর শ্রবণ করহ দুষ্টলোক
নৃত্তিকার ঘটতুল্য সংঘাতে ভগ্ন করা যায় কিন্তু বহুক্রোশে
ও মিলন হয় না আর সুজন সুবর্ণ ঘটের ন্যায় বহু আ
য়াসে ভগ্ন হয় অন্যায়সে মিলন হয় । এবং অন্য সকল
তৈজসপাত্রের দ্রবহ এবং মূৰ্খের ভয় ও লোভ আর

উত্তম জনের দর্শন এই সকল কারণ বশতো মিলন হয় । এবং উত্তমদিগের নারিকেল ফলের ন্যায় অন্তঃকরণ মিষ্ট আর অধম লোকের বদরীফলের ন্যায় বাহ্য কোমল অন্তঃকরণ কঠিন আর সাধু লোকদিগের প্রীতি বিহীন হইলেও গুণ বিকার পুণ্ড্র হয় না যেমত পরমাণু লবণ হইলেও দুই খণ্ডে সূত্র থাকে । অপর শুচিহ ও দানশীলহ ও শূরহ ও সুখদুঃখে সনানতা ও নিপুণতা ও আনুরক্তি ও সত্যতা ইত্যাদি মিত্রের গুণ এই সকল গুণযুক্ত জন তোনা ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে দেখিলা । কিন্তু যের এই সকল অমৃত তুল্য বচনদ্বারা জয়সেন বলিলেন যে আমি তোমার অমৃত তুল্য বাক্যেতে পরমাহ্লাদিত হইলাম । পণ্ডিতেরা ইহা কহিয়াছেন যে সৎলোক সকলের সৎযুক্তিমুক্ত অমৃত স্তম্ভ্যবাক্যদ্বারা যেমত সুখ জন্মে তেমন পিপাসার্ত ব্যক্তি কে অতিসুশীতলজল পুদান ও তদ্বারা যান ও মূক্তানান্য পুদান ও সকল অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিলে ও সুখ হয় না । এবং নিজনে সজ্জনসঙ্গে ব্যবহার করা প্রার্থনীয় আর নৈষ্করতা ও মনের চঞ্চলতা ও ক্রোধ ও মিথ্যা বাক্য ও দ্যুত এই সকল যে মিত্রের দোষ তাহার একদোষও তো মাতে নাই যেহেতু বাক্যটুতা ও সত্যবাদিহ আছে এবং চাঞ্চল্যাদি নাই ইহা বুঝায় । অপর সৎলোকদিগের কোমল অথচ নিম্নলিখিত ও মৈত্র ধর্ম ও অন্তর্যঙ্গ্য বাহ্য ও তদ্রূপ ইত্যাদি । আর অসজ্জনের খলতা ও দুষ্টান্তঃকরণ

ও বাক্যদ্বারা এক কার্যদ্বারা অন্য প্রকার ও চিন্তে অন্য রূপ ইত্যাদি। জয়সেন সন্মত হইয়া বলিলেন যে তোমার অভিনবতনিত্বি হউক পরে পরস্পর মিত্রতা করিয়া উভয়মুখ্য আনিয়া উভয়ে উভয়ের আহ্লাদ ও সন্মানপূর্বক ভোজন হইলে স্বীয় স্থানে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তদবধি উভয়ে আহ্নারপ্রদান ও মজ্জনপ্রশ্ন ও সদালাপে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। একদিবস কিঙ্কর জয়সেনকে কহিল এখানে আহ্নার লাভ অতিক্রেশজনক অতএব এহান পরিত্যাগপূর্বক স্থানান্তরে গমন কর্তব্য তাহাতে জয়সেন কহিলেন যে মিত্র এ স্থানত্যাগ করিয়া কোনস্থানে গমন করিব। পাণ্ডিত্যেরা কহিয়াছেন বিচ্ছিন্নোক একপথগামী একস্থান হারী হইবেন স্বপথ ও স্বস্থান পরিত্যাগ করিবে নন। কিঙ্কর কহিল বিত্তকণস্থান নির্ণীত আছে। জয়সেন জিজ্ঞাসা করিলেন সে কোন স্থান। সে উত্তর করিল দণ্ডকারণ্যে কপূর গৌরনামক এক সরোবর তত্ত্বীরে সালব নামক এক আনার মিত্র আছেন। তিনি যথাশাস্ত্রোক্তমিত্রবর্জ্য যুক্ত অতএব বহুসন্মানপূরণের আহ্নারাদি প্রদান করিবেন। জয়সেন কহিলেন যে তবে আমার এখানে বাস কর্তব্য নহে কারণ যে স্থানে সন্মান ও বৃত্তি ও বাক্য ও বিদ্যা ও লোকের গনমাগমন ও ভয় ও লজ্জা ও নিপুণতা ও দান শীলতা ও ঋণদাতা ও চিকিৎসক ও ব্রাহ্মণ ও মজ্জনদী এই সকল নাই সে স্থানে বসতি কর্তব্য নহে।

অতএব আমি ওতোমার সহিত সেই স্থানে গমন করিব ।
 অনন্তর কিকর সেইমিত্রসহ সদালাপ করতঃ সুখে সেই
 সরোবর সমীপে গমন করিলে সালব দূরহইতে মিত্রসংদ
 শনে অত্যন্ত আশ্লাদিত হইয়া সমাদরপূর্ব্বক আস্থান করিয়া
 স্বস্থানে মিত্র সহ যাইয়া যথোচিত আতিথ্য করিল যেহে
 ত্ত বৃদ্ধ ও বালক ও যুবা ও পাণ্ডিত ও মুখ ও নীচ ও ধনী
 ও বান্ধব ও শত্রু যে হউক আগত হইলে মান্যতা করিতে
 হয় । সালবকে কিকর কহিল মিত্র ইহাকে বিশেষ সম্মা
 ন করহ যেহেতু ইনি দয়ালু ও পরোপকারক ও বিদ্বৎ ও
 মিত্রোপযুক্ত ইহার গুণ সহস্র বদনেও বলা যায় না ।
 অনন্তর ঘণ্টাকর্ণের বৃত্তান্ত কহিল পরে সালব জয়সেনকে
 বহুসনাদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে মহাশয়ের এখানে
 গমনের কারণ কি । তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন কা
 রণকহি শ্রবণ করহ ॥

চম্পকানাম নগরাতে সন্যাসিসমূহ বাস করে
 তাহার মধ্যে একসন্যাসী আমার সকল ধন হরণ
 করিয়াছে তদবধি আমি বল ও বুদ্ধিহীন হইয়া কা
 তরে অর্পণ ভ্রমণ করি আর আমার সকল কন্মই নষ্ট
 হইয়াছে যেমত নদী জলহীন হইলে নষ্ট হয় তাহার ন্যায় ।
 অপর যাহার ধন আছে তাহার সকললোক মিত্র ও বান্ধব
 ও তাহার পুরুষত্ব ও পাণ্ডিত্য আর পুত্র ও মিত্র রহিতের
 গৃহ শূন্য অর্থাৎ মিথ্যা এরূপ মূর্খের সকল দিক শূন্য ও

দরিদ্রের সকলি শূন্য। অপর যে ইন্দ্রিয় অন্যথা করা যায় না সেই ইন্দ্রিয় ও যে বুদ্ধির প্রতিঘাত করা যায় না সেই বুদ্ধি ও যে বাক্যের প্রতিঘাত হয় না সেই বাক্য ও যে লোক ধনমত্ততারহিত সেই পুরুষ। আর সময়েতে অন্য প্রকার হয় তাহা কি কহিব এ কি আশ্চর্য্য ইহাতে বিবেচনা করিলাম যে এখানে থাকা কর্তব্য নহে। আর এই বৃত্তান্ত অনব্যক্তিকে শ্রবণ কারন কর্তব্য নহে যেহেতু ধন নাশ ওমনস্তাপওগৃহের মন্দচরিত্র ও পরকর্তৃক বঞ্চনা ও অপমান ও পরমায়ু ও ধন ও মন্ত্রণা ও প্রভুর অপমান দান এই সকল প্রকাশ করিবেনা। আর পুরুষের চেষ্টাসাধ্য যে কর্ম তাহা ব্যর্থহইলে উচিত তাহার অরণ্যে বাস অপর বিজ্ঞমানুষ মরিলেও কৃপণতা পায় না যেমন অগ্নি নির্মাণতাকে পায় তথাপি শীতলতা পায় না। আর বিজ্ঞের পুষ্পতুল্য দুই বৃত্তি এক সকলের আদৃত অপর বন মধ্যে শুষ্ক হওয়া। বরং অগ্নিতে প্রাণপরিত্যাগও ভাল তথাপি যাচঞাকর্তব্য নহে। এবং দারিদ্র্যতাতে লজ্জা লজ্জাহেতু বলনাশ বলনাশে পরাভব পরাভবে অজ্ঞান অজ্ঞানহেতু শোক শোকহেতু বুদ্ধিনাশ হয় বুদ্ধি নাশ হইলে মিত্রতা নাশ হয় অতএব দেখ দারিদ্র্য বিপত্তির কারণ। অপর বরং ঘোষী হইবে তথাপি মিথ্যাবাক্য কহিবেনা। এবং প্রাণপরিত্যাগও উচিত কিন্তু খেলের সহিত মিত্রতা উত্তম নহে। আর ভিক্ষা ভোজন ও উত্তম কিন্তু

পরপনবারা জীবন রক্ষা কর্তব্য নহে। বনে বাস বরং ভালো। কিন্তু অন্য যিরাজার রাজ্যে ও নীচের নিকটে বাস কর্তব্য নহে। যেমন সেবামান হরণ করে ও জ্যোৎস্না অন্ধকার নষ্ট করে ও বৃদ্ধাবস্থাতে শরীরের কান্তি নষ্ট হয়। তেমত প্রার্থনা গুণসমূহকে নষ্ট করে। অপর পরান্নভোজী ও পরাধীন ও পরগৃহে শয়নকর্তা ও চির প্রবাসী ইহারদিগের যে জীবনসে মরণতুল্য। এই সকল চিন্তাপূর্বক সমস্ত সিন্দীপে ধনগুহণার্থ গমন করিয়া সম্মানিকর্তৃক আশ্বাসিত হওয়াতে ধীরে প্রস্থান করিলাম।

একদা আমার ধন নাই ও বৃদ্ধাবস্থা ও মিত্র ও এস্থান হইতে প্রস্থান করিবেন এই প্রযুক্ত বিবেচনা করিলাম যে এ স্থানে বাস কর্তব্য নহে অতএব শাস্ত্রে ও কহিয়াছেন নদী ও ধনী ও বিবেচক ও রাজা ও মিত্র ও সম্মান ইত্যাদি যে স্থানে নাই সেখানে বাস করিবে না। আরো কহিয়াছেন যে মিত্র মনুষ্যদিগের পরম উপকারক যাহার মিত্র আছে তাহার ধন ও সুখ ইত্যাদি সকলি আছে। এখানে মিত্র অগাধন করিলেন ও মহাশয় ও মিত্র এইদেহ নৃখদ ও উত্তম বাস যোগ্য এবং আপনি নহান্না আপনসমীপে সর্বদা সুখ পাটব আর এখানে আহার যোগ্য দুব স্বচ্ছন্দে মিলিবে অতএব একদা এইস্থানে বসতি কর্তব্য। এবং আরো দেখ মনুষ্যদিগের জীবন সহিত অতিশয় প্রীতি কিন্তু এস্ত্রীসহ চিরকাল সমান প্রীতি থাকেনা সময়বিশেষে

কারণ বশত জ্ঞানতা ও পার মিত্রসহকদাত ঠৈলকণ্য হয়
 না অপর বিশেষত আন্তরিক যে বিষয় তাহার মধ্যে
 পিতৃমাতৃসমীপে কোনও গুণ্ডবিষয় গোপন করিতে হয়
 আর জ্ঞানসমীপে পরামর্শাদি গোপন করিতে হয় ও পুত্র
 নিকটে কোনও কথাগোপন করিতে হয় মিত্র সমীপে
 কিছু গোপন করি নাও বরণ রহস্যকথা প্রকাশ করিলে
 উপকার আছে কেমনা মিত্র তাহার সদসদিবেচনা
 পূর্জক পরামর্শ প্রদান করেন । আর একজনো প্রবৃত্ত
 করান অসৎকার্যো নিবৃত্ত ক হইলেন জয়সেনের ইত্য
 দিবাক্য শ্রবণে মানব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বহু
 সমাদর পুরঃসরে সম্মানপূর্জক আহারাদি প্রদান
 করতঃ সদাস্থে বাস করিতে লাগিল । পরে জয়
 সেন কতগুলি রত্ন বন মধ্যে পাইয়া এই মিত্রদ্বিগকে
 এবং ঘণ্টাকর্ণকে জানাইলেন তাহাতে ঘণ্টাকর্ণ দস্য
 মিত্র নিকটে ধন রাখিতে এবং বাস করিতে বারণ করি
 লেন তথাপি তিনি দস্য মিত্রকে বিশ্বাস করিয়া ধন সম
 পর্ণ করিলেন কিন্তু মিত্রের কখন কোন বিপদ ঘটে এই
 শঙ্কায় সর্ব্বা তন্ন করিতেন একদিবস এই দস্য কিল্লর ধন
 লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া জয়সেনকে প্রহার দ্বারা
 মৃত প্রায় করিয়া বনে নিক্ষেপ পূর্জক আহার সকল ধন
 অপহরণ করিল পরে ঘণ্টাকর্ণ তন্ন করিতে তাহাকে
 বন মধ্যে দেখিতে পাইয়া অমেক যত্নে তাহাকে

রক্ষা করিলেন । অতএব তোমরা অসতের সহিত মিত্রতা করিওনা । এবং অসত সহ সদ্ভাষণ ও সদালাপ ও সদ্দিবেচনা করিওনা । আর অসত মিত্র হইতে অপকারি'কেহ নাই তাহা হইতে ধন ও মান ও সুখ ও জ্ঞান ইত্যাদি সকলি বিনষ্ট হয় ।

স্বাধীনতা বিতরক ।

অন্য ব্যক্তির বশীভূত না থাকার নাম স্বাধীনতা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পরমেশ্বর কর্তৃক যাবতীয় জীব সৃজিত হইয়াছে কিন্তুকেহই সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন নহেন স্বতাবত সকলেই যগদীশ্বরের অধীন ফলত বিবেচনা করিলে কেহ স্বাধীন নহেন জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত মনুষ্যের অধীন থাকিতে হয় দেখ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হওনান্তর প্রায় বৎসরাবধি পক্ষু ও পরাধীন ও ন্যাসপিণ্ডের ন্যায় নিরাশ্রিত অবস্থাতেই থাকিতে হয় মাতাস্তম পান বা কেহ দুগ্ধাদি পান না করাইলে তৎকালীন আমা দিগের ঐ অবস্থাতে এমত সমর্থ থাকে না যে আমাদিগের স্বীয় আহারীয় দ্রব্যাদি আহরণ করি অথবা দণ্ডায় মান হইয়া স্থানান্তরে গমন করি সতত ক্রোড়েতেই থাকি তে হয় তদনন্তর মাতা লালন পালন করিলে পিতা মাতা ও গুরু বশতাপন্ন থাকিয়া বিদ্যাাদি অভ্যাস করিতে হয় তাহা না করিলে বিদ্যাাদি লাভ না হইয়া বরং কুকর্মান্বিত হইতে হয় তৎপরে তরুণতা প্রাপ্তে প্রবলতর

সড়রিপুদিগের বশীভূত পুায় অনেকেই সৰ্ব্বক্ষণ থাকেন
 এবং ক্ষুধা তৃষ্ণাদির অধীন থাকিতে হয় নতুবা নানা প্রা
 কার রোগগুস্ত হইতে হয় সুতরাং স্বাভাবিক স্বাধীন কেহ
 নাই এই প্রকার সাধীনত্ব ব্যতিরিক্ত অন্য ২ বিবিধ
 নর্ত্ত স্বাধীনতা আছে প্রথম স্বাভাবিক যাহা বিস্তারি
 তরূপে পূর্বেই কথিত হইয়াছে দ্বিতীয়ত দৈহিক অর্থাৎ
 রাজকার্য্য নিষ্পাদ্যার্থ যে সকল ব্যবস্থা তদ্দেশীয়
 ভূপতি কর্তৃক সংস্থাপিত হইয়া সেই সকল নিয়মে বদ্ধ
 হইয়া কার্য্যাদি না করিলে ভূপতি কর্তৃক যে উৎকট দণ্ড
 প্রাপ্ত হইতে হয় এবং সহজে রাজকার্য্য নিষ্পন্ন হইলে
 পুজাদিগের সুখে থাকা সুকীর্টন হয় তাহাতে পরস্পর
 বিরোধ অপহরণ ইত্যাদি নানাবিধ অসৎকর্মান্বিত হইয়া
 ক্রোধে পাইতে হয় তদ্বারা সাধারণের সমূহরূপে অমঙ্গল
 স্রষ্টাবনা আর সাংসারিক কার্য্য সম্পন্নার্থে স্বীয় বনিতা
 ও সন্তানাদি স্ববশনা থাকিলে সেই পরিবার মধ্যে কি
 প্রকার অসুখ জন্মে তাহা সাধারণেরই বিলক্ষণ জ্ঞাত আ
 ছেন পরন্তু মনুষ্যজাতি পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে
 নানা বিষয়ে সুখ প্রাপ্ত হইতে পারেননা এই হেতু অধীনত্ব
 স্বীকার করিতেই হয় এতদ্ভিন্ন উভয়ের সংকল্পের দ্বারা
 বাধ্যবাধকতা হয় দেখ এক ব্যক্তির কোন উপকার করিলে
 সেই ব্যক্তি বাধিত হইয়া তাহার প্রত্যাশা করেন এবং
 উভয়ে উভয়ের প্রতি বাধিত হয়েন তাহাতে কেহ কাহা

রো অধীন হয়েন না। আরো দেখ এই ভূমণ্ডলস্থ মানা দেশীয়দিগের সহিত বাণিজ্য দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধ রাখি তে হয় তাহা না রাখিলে সামসারিক কার্য্য নিরূপিত করা সুদুর্কর। এবম্প্রকার বাণিজ্যাদি দ্বারা যে মনুষ্যদিগের পর মোপকার হয় তাহাকে অধীনতা কহা যায় না ॥

কিন্তু ধন বিষয়ে যে অধীনত্ব স্বীকার করা তদপেক্ষা অধিক অন্য কিছুই নাই দেখ আমরাদিগের যেহে অভিজ্ঞতা তাহা পূর্ণ হইবার মূলীভূত ধনই হইয়াছে, এবং ঐ ধনেতে কিপ্রকার এক সম্ভ্রান্ত পদার্থ আছে যে আমরাদিগের অমর্য্যেদা না হইলে আর পরাধীনতা না হইলে কদাচ তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি না অন্য পুকার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলে তাহাতে আমরাদিগের প্রার্থিত প্রাপ্তি হইলে আমরা মানচ্যুত হইনা কিন্তু অর্থ বিষয়ে যাচঞা করিলে সাধীনত্ব তাপ্ত হইয়া দাসত্বই হয় তাহার প্রমাণ স্বর্গী হইবার পূর্বে যেকোন স্বাধীনতা এবং ভরসাপূর্ব্বক আমরা সকলের সহিত কথোপকথন করিতে পারি কিন্তু স্বর্গ গৃহণ করণান্তর আমরা মহাজনের সঙ্গে সেকোন অথবা সমান বাক্যে কথোপকথন করিতে সক্ষম হইনা। সেব্যক্তি কোন বিষয়ে স্বীয় মত প্রদান করিলে তাহার মত অন্যথা করিয়া অঙ্গাদির অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে না পারিয়া বরং তাহার সনীপে আপনা হইতেই লাঘবতা স্বীকার করিয়া তাহার মতই স্থির রাখিতে হয় সুতরাং যে ব্যক্তির সহিত আমরা পূর্বে সমানরূপে কথোপকথন করিতে পারক

হইতাম পরে তাহার অধীনত্ব স্বীকার করিতে হয় কেননা আন্তরিক নীচত্বই স্বাধীনত্বকে ত্যাগ করায় এবং পুঙ্ক্ত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না করিতে পারিলে রাজদণ্ডের অধীন হইয়া কারাবদ্ধ হইতে এবং উত্তমর্ণের নিকট তিরস্কৃত ও তাহার পুতি কোপদৃষ্টি অনায়াসেই করিতে হয়।।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে পরাধীনতা দ্বারা কেবল শরীরকে অধীন করেনা মনকেও পরাধীন করে যেহেতু মনে কোন বিষয় উদ্ভব হইলে কোন পুজা রাজদণ্ড ভয়ে বা পুত্র ভয়ে কিছু না করিতে পারে না বাহ্যে ও অন্তরে উভয় পুকারেই তাহার বশীভূত থাকিতে হয়।।

যদ্যপি ও এই পৃথিবী মণ্ডলে যথার্থরূপে কেহ স্বাধীন নহেন তথাপি দাসত্ব অপেক্ষা হয় কিছু নাই দেখ পরনে স্বর যে কায়িক, ও আন্তরিক শক্তি দিয়াছেন তদনুসারে অস্পন্দন পুয়াসে কোন কর্ম করিতে না পারিয়া মূঢ়ের ন্যায় পশুবৎ হইয়া কালযাপন করিতে হয় তাহাতে যা বজ্রজীবনাবধি অতি অসুখে ও মনঃপীড়াতে পরনায়ু শেষ হয় পরন্তু দেখ অস্বদেশীয়রা পরাধীন হইয়া কিপর্য্যন্ত দুরাবস্থাতে আছেন অতএব যদ্যপি স্বাধীনত্ব রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য হয় তবে আমাদিগের চরিত্র ও মর্যাদা এবং নতের স্বাধীনত্ব রক্ষা করা সর্ব্বাগে উচিত আর অন্যের নিকট ঋণ গুল্ল হওয়া কদাচিত্ত কর্তব্য নহে

কেননা তাহা হইলে এমনত যে পরম পদার্থ স্বাধীনতা ইহা কে হারাইতে হয়। এই ভূমণ্ডলস্থ প্রায় তাবৎ জীবই স্বাধীনতার প্রিয় হয় তাহার প্রমাণ কোন পক্ষিকে বা জন্তুকে শৃঙ্খল বা পিঞ্জর দ্বারা বদ্ধ করিলে তাহার বদ্ধ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা প্রাপ্তির নিমিত্ত কত চেষ্টা করে ॥

যে সকল যুবা ব্যক্তির সাংসারিক কার্য্য নির্বাহ বিষয় অস্পষ্ট জ্ঞাতা এবং আত্মজ্ঞানে ওতপ্রোত তাহারা পূর্বোক্ত হিতউদ্দেশ্যকে সাধারণের অহিত জনক বোধ করিবেন কিন্তু উক্ত উপদেশ সকল যুক্তিসিদ্ধ এবং বহুদর্শী মহাজ্ঞানিদিগের মতের সহিত একা হয় ॥

অভ্যাস বিবরণ।

জগন্মণ্ডলে যত পদার্থ আছে তন্মধ্যে অভ্যাস যেমন আশ্চর্য্য পদার্থ এমত আর অপর কিছুই দেখা যায় না। অভ্যাস পদার্থ নিকৃপণের নিমিত্ত নানাবিধ বলিয়া থাকেন কেহ বলেন নৃথস্থ করিবার নাম অভ্যাস কেহ কহেন আলোচনা করাকে অভ্যাস বলা যায় ইত্যাদি ফলতঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করণের নাম অভ্যাস এই অভ্যাস দ্বারা সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয় অন্যান্য কার্য্যের কথা কি কহিব অতি দুঃসাধ্য যে জ্ঞান ও বিজ্ঞান তাহারও সাধন হয় এবং ইন্দিয় বাক্য ও মনের অগোচর চরাচরব্যাপক যে পরমেশ্বর তাহাকেও পাওয়া যায় কিন্তু বিষয় ভেদে ঐ অভ্যাস কে দুই প্রকার কহা যায় যদি সদিষয়ের অভ্যাস হয় তবে

লোকে তাহাকে সদভ্যাস বলিয়া থাকে আর যদি মন্দবি
 'ষ্মের অভ্যাস করে তবে তাহার নাম কুঅভ্যাস বলে
 এই কুঅভ্যাসকে কেহ ২ মন্দ স্বভাব বলিয়া বর্ণনা করেন
 বাস্তবিক স্বভাব স্বতন্ত্র একপদার্থ অভ্যাসের সহিত তা
 হার অনেক বিভিন্নতা আছে যদিপি তাহা না হইত তবে
 সদভ্যাসকেও স্বভাবরূপে বর্ণনা করিতেন তাহা না করিয়া
 কেবল কুঅভ্যাসকে মন্দ স্বভাববলে ইহার তাত্পর্য্য কুঅ
 ভ্যাস এমন কুৎসিত যে স্বভাবের ন্যায় যেমন স্বভাবের
 কখনই পরিত্যাগ হয় না সেই প্রকার কুঅভ্যাস পরিত্যাগ
 করা অসাধ্য দেখ গজ্ঞা প্রভৃতি কুৎসিত দ্রব্য পানের অ
 ভ্যাস থাকিলে তাহা কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারে না
 তদ্বিরহে স্বাভাবিক যে আহার তাহা পরিত্যাগ করে
 যে আহারাবে প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা দেহ রক্ষার্থ
 পরমেশ্বর সকল জীবের আহার ও স্বাভাবিক আহাৰীয়
 দ্রব্যের নিয়ম ও তাহার শূজন করিয়াছেন এবং অন্যান্য
 পরদ্রব্য ভিলায়ের অভ্যাসে চৌর্য্য দস্যুতাদি ঘটিয়া উঠি
 তেছে কুঅভ্যাসে মনুষ্যগণ কি ২ দুঃখান্না করিতেছে এবং
 তাহাতে কত অপমান ও রাজদণ্ডাদির বহুতর ক্রেশ ভো
 গ হইতেছে যাহা হউক অভ্যাসকে প্রশংসা করিতে হয়
 যেহেতু স্বাভাবিক ভাব যদ্বারা পরিত্যক্ত যাহা যুক্তি এবং
 প্রমাণের বিরুদ্ধ দেখ সকল শাস্ত্রে ও সৰ্ব্বলোকে কহেন স্বা
 ভাবিক গুণও দোষ কখনই পরিত্যক্ত হয় না এই কুঅভ্যাস

সে সকলে অশুদ্ধা করে এবং নান্যতরহানি হয় তাহাতে
 অবশ্য প্রয়োজনীয় কার্যের ব্যাঘাত জন্মে এবং আগন্তুক
 কোন কার্য সিদ্ধ হইতে পারে না আর সদভ্যাস দ্বারা
 অনায়াসে সকল কার্য সিদ্ধ হয় কারণ সদভ্যাস থাকিলে
 সকলে সমাদর করে এবং বিজ্ঞ ধনী ও সাধুগণের সহিত
 বন্ধুতা হয় তাহাতে সকল কৰ্ম সুসম্পন্ন হয় আর অন্য
 কার্যের কথা কি কহিব অতি সুকীৰ্ত্তন শাস্ত্রার্থ কেবল অ-
 ভ্যাসযোগে হয় এবং দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় পদার্থ অভ্যাস
 যোগে দেখিতে পায় দেখ বেদান্ত তন্ত্র পুরাণাদিতে যে
 সকল যোগ কহিয়াছেন রাজযোগ বা হটযোগ হটক
 সেই যোগ দ্বারা অদৃশ্য যে পরমেশ্বর তাহাকে দেখিতে
 পায় তাহার প্রমাণ দেখ এই শরীর মধ্যে যে২ স্থানে
 যে২ পদার্থ আছে তাহা অভ্যাসযোগে দেখিতে পায়
 বাহ্যার যোগে বিমুখ তাহারা অনুভবই করিতে পারেনা
 অতএব সন্মদয় মহৎ বিষয় অভ্যাস করণে যত্ন যুক্ত হও
 য়া উচিত যেতদ্বারা অনায়াসে সকলর্থ সিদ্ধি হইবে ॥

সাক্ষাতকরণ ॥

কাল অবস্থা ওস্থান এবং পাত্র বিবেচনাকরিয়া সাধার-
 ণের সহিত সাক্ষাৎ করা অসম্ভব অতি কঠিন ব্যেহত
 ব্যক্তি ও সন্নয় বিশেষে দর্শন দিবার বা করণের নানা
 বিধ রীতি আছে যথা অনের মন্ডলে বা শুভাদৃষ্টে আচ্ছাদ-
 দ সুচক সাক্ষাৎ অপর কিম্বা আত্মীয় ব্যক্তির দূরাদৃষ্টে

অনুতাপসূচক শিষ্টাচারান্বিত বাক্য কখন বিশেষতঃ ক্রিয়াকলাপকালীন সাক্ষাৎ নৈত্রভাবে বা বৈরির সমীপে সাক্ষাৎ বিষয় কৰ্ম্ম ঘটিত ইত্যাদি । যেনত কোন ব্যক্তি য় কোন বিপদ উপস্থিত হইলে তৎকালীন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তৎকাল যোগ্য বাক্য প্রয়োগ করণ অর্থাৎ যাহাতে সেই ব্যক্তি আপদ মুক্ত হয় এমন উপায় চেষ্টা করণের মানস প্রকাশ করা বা উপদেশ প্রদান করা উচিত বিদ্যা অথবা ভিন্ন প্রকার বিষয়ক আলাপাদি করা যুক্তি সিদ্ধ নহে । ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় ঘটিত ক্রিয়ার সময়ে রাজনীতি বা পরিহাসযোগ্য বক্তব্য নহে । বিষয় কার্য্যোপলক্ষে সাক্ষাৎ কালীন তদ্বিষয় সম্পর্কীয় বাক্য কখনই উচিত যেমন বাণিজ্য করিবার কালীন দুবোর মূল্যাদি নিরূপণকরা ! কোন বন্ধুর সহিত নৈত্রভাবে সাক্ষাৎ সময়ে যুদ্ধ বিলাপ বা অন্যন্যত কোন উল্লেখ না করিয়া কিবল তাঁহার মনঃসন্তোষ যাহাতে জন্মে এবং রহস্যজনক অথ বা এবস্তূত আলাপনকরা ভদ্রের অতি কর্তব্য ॥

কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে আগত হইলে কিম্বা তাঁহার আনয়ে গমন করিয়া সাক্ষাৎ করিতে হইলে সেই ব্যক্তিকে ভক্তি ও শুদ্ধাপূর্ব্বক অভ্যর্থনা এবং যাহাতে তাঁহার মান্যতা প্রকাশ হয় এমন কথোপকথনাদি কর্তব্য অপরাপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকরূপে সম্ভ্রম করণ আর বসিবার স্থান বিবেচনা করিয়া তদুপযুক্ত স্থলে উপবেশন

করা চব্বরের ওজ্ঞানির কার্য্য । কিন্তু কোন বাচাল মদ্য
পায়ী জুয়াখেলক এবং বিরক্তকারী ব্যক্তির সহিত সন্দ
র্শন করিতে হইলে তাহার সহিত অন্য আলাপ না করি
য়া স্বীয় সাবকাশাভাব এবং কন্মের ভরা আর তজ্জন্যে
উৎকণ্ঠা জানাইয়া মুকের ন্যায় বাকরাহিত্য পূর্ব্বক তাহাঁ
কে তৎস্থান হইতে পরিত্যাগ করা ওন জ্ঞানিব্যক্তিরদি
গের মত আছে ॥

যে২ ব্যক্তিদিগের সহিত স্বপ্নপরিচয় থাকে এবং
মনের এক নাথাকে তাহাদিগের সন্মাপে সমুদা সাক্ষাৎ
না করিয়া বৎসরে একবার সাক্ষাৎ করাই যথেষ্ট এবং
কর্তব্য কেননা এমত ব্যক্তির ও সতত সাক্ষাৎ না করিয়া
স্বীয়২ কার্য্য সাধন নিমিত্ত নৌখিক আলাপ প্রকাশহেতু
বহুকালানন্তর সন্দর্শন দেন ॥

সাক্ষাৎ করণ বিষয়ে সময় বিবেচনা করণের কারণ এ
ক্ৰমে কহি যেব্যক্তির সহিত দেখা করিবার অভিলাষ
থাকে তিনি যদ্যপি কোন কার্য্যবশত ব্যস্ত থাকেন তৎ
কালীন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে তাহাকে
তান্ত্রিকরা হয় আর কেহ সাক্ষাৎ করিতে অক্ষমাদির
ভবনে আগমন করিলে তাহাঁর আশ্রয়ে সাক্ষাৎ করিতে
গমন করা অতি কর্তব্য তাহা করিলে তাহার মান্যতা
রক্ষা এবং বিশেষ প্রণয় থাকে ॥

আশা বিষয়ক ॥

যেমন মনুষ্যের মন নিশ্চিন্ত না রাখিয়া সর্বদা অনুধাব
ণীয় পদার্থ প্রতি নিয়োগ করণ জন্যে পরম পরাৎ পর
পরমেশ্বর ঐ মনের এমত শক্তি অর্থাৎ গুণ অর্পণ করি
য়াছেন যে তদ্বারা গত বিষয় অস্মদাদির অনায়াসেই স্মর
ণ হইতে পারে এবং ভবিষ্যৎ বিষয় ও পূর্ব অপেক্ষা করা
যায় তাহা এই । আশা অর্থাৎ কোন বস্তুর অথবা কোন
কর্ম ফলের কামনা এতন্মহী মণ্ডলস্থ সকল মানবের জীব
ন ধারণের মূলীভূত হইয়াছে এই ঋণ দ্বারা ভবিষ্যৎ বিষ
য়ে অগুসর এবং বহুকাল পরে যেহেতু বিষয় সম্পন্ন হইত
তাহা অনায়াসেই বর্তমানকালে আনয়ন করা যায় তাহা
র প্রমাণ সুখদুঃখ উপস্থিত হইবার বহুকাল আগে আনা
দিগের মনোমধ্যে সুখ দুঃখ ভোগ হইতে পারে আর অ
তি অসাধ্য কর্ম কেও অতি সুলভ বোধ হয় ! যদিহে
এই ঋণকে জগৎকর্তা না সৃজন করিতেন তবে নরগণ
নিরানন্দ সাগরে নষ্ট হইয়া সতত অসুখে কাল যাপন
করিতেন ইহা নিবারণার্থ এই আশার সৃজন হইয়াছে
মন যেহেতু সময়ে জড়তা অবস্থায় আর অলসযুক্ত থাকে
ইহা দ্বারা তাহাকে জাগৃত অর্থাৎ জড়তা ত্যাগ করায় ইহা
এক প্রকার প্রাণাশ্রি হইয়াছে যেহেতু আনন্দ জন্মিবার
মূলীভূত ইহাই হইয়াছে ইহা দ্বারা ক্রেশ প্রতি সুসাধ্য জ্ঞান
হয় আর পরিশ্রমে সুখদায়িণী হয়েন । এই ক্ষতি মধ্যে
যে ব্যক্তির মন আশাতে পরিপূর্ণ হইয়াছে তদুপেক্ষা অন্য
কেহ সুখী নহেন । সর্বত্যাগী যোগীগণ সকল অভিনাম

ত্যাগ করিয়াও মোক্ষ কল কাননায় অনুগণ যোগে মগ্ন থাকেন ইহা দ্বারা বিলম্বরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে অন্যান্য তাবত স্বপ্নকে খর্বতা করা যায় কিন্তু একবারে নিরাকাজ্জি কোন ব্যক্তিকে দর্শন করা যায় না। যেমত পরমেশ্বর প্রণীত মনুষ্যজাতি প্রায় এক অবয়ব বিশিষ্ট কদাচ দর্শন হয় না। সেইরূপ ভিন্ন২ ব্যক্তি ভিন্ন প্রকার আশা প্রতি নিভর করিয়া সঙ্গার মধ্যে কার্যসাধন করিতেছেন কেহ বিদ্যালাত কেহ পুণ্যজনক কাম্য প্রতি কেহ যশ অর্থ পরমায় তনয় ইত্যাদি অশেষ পুকার কাননা সম্পূর্ণার্থে প্রয়াস করেন জনক জননী জরগুস্তে পুত্রেরদ্বারা ভরণ পোষণ হইবার অভিলাষে অভিলষিত হইয়া তাহার পুতিপালনার্থ ও বিদ্যালিক্ষা জন্য সতত যত্নবান থাকেন বিদার্থীজন জ্ঞান যশ ও পুরস্কার প্রাপণের উদ্দেশে উত্তমিত হইয়া তদুপাভ্য নহেতু অনুগণ বাসনা করেন বিষয়ী ব্যক্তিগণ বিষয় বিভবের আকাঙ্ক্ষায় কিপর্যন্ত দুঃক্লেশ কার্য না করেন ধনয়াসে অতুল্য অমূল্য রত্নরূপ জীবনকেও প্রদান করিতেছে তাহার প্রমাণ যোদ্ধগণ অর্থ্যভিলাষে স্বীয়২ মস্তক ক্ষেদন করাইতেছেন অশ্বাদির শাসন কর্তারা অর্থ আয়্য সে জন্ম ভূমি ত্যাগ করিয়াও অগম্য মহা২ সমুদ্র পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়া অশ্বক্ষেপে বিরাজমান আছেন এই সকল বিবিধ প্রমাণ দৃষ্টে স্পষ্টপ্রমাণ হইতেছে যে যেমত জুধা তুণ্ডীদি মানুষ্যদেহ ধারণ পর্য্যন্ত কদাচিত্ পরিত্যাগ হয় না

সেই মত নিরাশায়ুক্ত হওয়া মনুষ্যের অসাধ্য এবং বুজা
 পেশ্বর আশাদিগের সুখের কারণ এই আশা শূন্য করিয়া
 ছেন কেননা অম্মদাদির মরণ কাল যদ্যপি অগ্রে জ্ঞাত
 হওন কৃতসাধ্য হইত তনৈ জন্মাবধি অস্তিমকাল পর্যন্ত
 সর্বক্ষণ দুঃখার্ণবে মগ্ন থাকিতে হইত । সর্বভোগী যোগী
 গণ নকলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়াও যোগ্য পুণ্যার্থে শরীর
 কে কষ্ট পুদান করিতেছেন এই সকল দ্বারা বিলক্ষণরূপে
 উপলব্ধি হইতেছে যে অন্যান্য সকল পুণ্য থক্কতা এবং
 পুণ্য প্রায় হয় কিন্তু আকাঙ্ক্ষা বর্জিত হইতে কেহ সক্ষম
 হয়েন না । মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য নরপতি এই
 আশাকে নদীকূপ বর্ণন করিয়াছেন যথা “আশা বৈতরণী
 নদী” অর্থাৎ যেমত বৈতরণী নদীর পার নাই সেইরূপ
 আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই যেহেতু অস্তিমা সময় উপস্থিত হইলে
 ও এমত বাস্তব হয় যে উত্তম ভেষজ সেবন দ্বারা ব্যাধি
 মুক্ত হয় ইত্যাদি । পুরুষোক্ত উপদেশ দ্বারা এমত প্রমাণ
 হইতেছে যে বাসনার সন্মূলোৎপাটন করা কদাচ সাধ্য
 নহে তত্রাপি তাহা পরিমিতাচার আর থক্ককরা অতি
 কষ্টব্য কারণ অসম্ভব আশা করা মূঢ়ের ধর্ম তদ্বারা নানা
 রূপে বিপদগুস্ত ও সাধু সমীপে হাস্যাম্পদ হইতে হয়
 যেমত কুক্কের চিত হইয়া শয়নেচ্ছা ইত্যাদি ॥

ইহার উদাহরণ । ক্ষেত্রপাল নামক এক বণিক মন্দন
 স্বীয় পিতামাতার জীবদশাতে স্বজাতীর ব্যবসার প্রতি
 একেবারে অনন্যোযোগী থাকিতেন এবং সতত ক্রীড়াও

সজ্জিত বিদ্যাতে নন্তথাকিতেন পরন্তু তৎপিতার মরণা
 স্তর কিঞ্চিৎ তাম্রমুদ্রা তৎকর্তৃক প্রাপ্ত হইয়া মনেঃ বি
 চার করিয়া বাণিজ্য করণাশয়ে স্চাক্ষু মৃণময় পাত্রাদি ক্রয়
 করিয়া মনেঃ এই স্থির করিলেন যে ঐ সকল দ্রব্যাদি বি
 ক্রয় করিলে যে লাভ হইবে তদ্বারা সৃষ্টান্ন ক্রয় করিব
 তাহাতে যে লাভ হইবে তাহাতে বস্ত্রাদি ক্রয় করিলে
 তদ্বারা চতুঃশৃংগ লাভ হইবে এইকণ নানাবিধ সান্নিগী
 ব্যবসা দ্বারা প্রচুর অর্থ সংগ্ৰহ হইলে এক রাজবার্টীতুল্য
 উত্তম অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ করিব তৎপরে বহুদাস দাসী ও
 সৈন্য সংগ্ৰহ করিব ও নানাবিধ রত্ন মণি যথা চন্দ্রকান্ত
 মণি নিলকান্তমণি ক্রয় করিব পরে ধন দান দ্বারা প্রতি
 বাসিগণকে বশীভূত করণপূর্ব্বক তদেদেশীয় ভূপতিকে সিং
 হাসনূত করিয়া আনি সিংহাননোপবিষ্ট হইব অনন্তর
 প্রধান সচীবের কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রার্থনা করিব
 কারণ তাঁহার পুত্রী স্বর্গবিদ্যাধরী উষ্মসী তিলোত্তমা পে
 কায় সহস্র গুণে রূপবতী ও সর্বগুণে গুণালঙ্কৃত বিবা
 হানন্তর আমাকে মান্য করণ জনে তাহাকে উপদেশাদি
 নীতিশিক্ষা করাইব এই নিমিত্ত বহুকালানন্তর তাঁহার
 অহিত সাক্ষাৎ করিব তাহার পর তিনি আমার জন্যে
 কাতরা হইয়া আমার পাদপঙ্কজে দণ্ডবৎ করিতে আসি
 লে তাঁহাকে পদাঘাত করিব এইকণ ক্ষেত্রপাল বৃথা কল্পি
 ত চিন্তাতে মগ্ন হওন পূর্ব্বক উন্মত্ত প্রায় হইয়া সম্মুখস্থ
 ত মৃণময় পাত্রাদি পাদ নিক্ষেপ মাত্রই সেন্সকস ভগ্ন হই

লে সকল আশার এক দণ্ড মধ্যে শেষ হইল। অতএব হে
বুধগণ অসম্ভব আশা করিলে সকল নষ্ট হয়॥

এক্য বিনয়ক।

মনের এক মিলহুওনের নাম একা এই এক্যদ্বারা মনুষ্য
গণ সকল কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে পারেন। জন্মাবধি মরণ
পর্য্যন্ত কেহ একাকী থাকিতে সম্মত নহে এবং তাহাও
অসাধ্য এক শিশুকে অন্য শিশুর সম্মুখে উপস্থিত করি
লে উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আন
ন্দিত হয় কিন্তু ঐ শিশুদিগের তৎকালীন কিছুমাত্র জ্ঞা
নোদয় হয় না ইহারারা প্রত্যক্ষ হইতেছে যে অম্মদাদির
অজ্ঞানাবস্থাবধি আত্মরূপ জীবের সহিত সহবাস করি
তে স্বভাবতই বাধ্য হয়। পশুদিগের মধ্যেও ঐক্যের প্র
থা আছে তাহার স্বজাতীয়দিগের সহিত সতত একত্রে
থাকে একাকী থাকিতে তাহারাও বাঞ্ছিত নহে। গাভি
অশ্ব বা মেঘকে পৃথক করিয়া ভিন্ন স্থানে রাখিলে চিৎ
কারধ্বনি শু ক্রন্দন করে একত্র হইবামাত্র নিস্তব্ধ হইয়া
সুখে আহ্বাদি করে॥

এই পৃথিবীস্থ যাবতীয় মনুষ্য দ্বিভাগে বিভক্ত আছেন
তন্মধ্যে অধিকাংশই জনসমূহের সহিত অবস্থিতি করিতে
অনুক্ষণ প্রিয় হয়েন আর অত্যম্পব্যাক্ত বিরলে থাকিতে
বাঞ্ছিত কিনিষিত তাহারা নিভৃত স্থানে অবস্থিতি করি
তে চাহেন তাহার কারণ এই ব্যয়কুণ্ঠ কুকর্ম্মশালী পর
শ্রমে কাতর আর দ্বৈধ ইত্যাদি ব্যক্তিগণ নিজজনস্থল

উভয় কহেন কেননা কৃপণ ব্যক্তি বহুজন সঙ্গে সহবাস করিলে অর্থব্যয় আর পরোপকার করণে তাঁহারা পরামর্শ প্রদান করিবেন এই আশঙ্কায় তাঁহারা পুকাশ্য সভাকে উৎকৃষ্ট কহেন না। লুক্কায়িত ব্যক্তির লজ্জাভয়ে লোকলয়ে সমাগমন না করিয়া গোপন স্থানে থাকেন আর অনভিচ্ছেরা সভামধ্যে কিরূপ কথোপকথন ও সদালাপ উচিত তাহাতে অক্ষম এনিমিত্ত তাহাতে বিরূপ হইলেন। সত্যক্ৰিয়গণ স্বীয় গুণ পুকাশ্য অন্যের উপকার জন্যে সমাজ মধ্যে আগত হইয়া বক্তৃতা শক্তি দ্বারা সভ্যগণের মনোব্রঞ্জন করেন গণিগণ গুণ শিক্ষা করিয়া স্বগৃহ মধ্যে গম্ভীরভাবে থাকিলে কি ফলদায়ক হইতে পারে ॥

এক্ষণে একেবারে কি গুণ তাহার কিঞ্চিৎ কহি ভূপতি কহুক দেশের অতিতজনক কোন ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইলে তাহার সংশোধনার্থে বহুজনে একত্র হইয়া উপাখ্যানেষণ করিলে তদ্বিষয়ে সুসিদ্ধ হওয়া যায় না। সাধারণের সহিত পুণ্য থাকিলে বিদ্যা বুদ্ধি দেশের দূরবস্থা মোচন সভ্যতার উন্নতি উদ্ভূত কার্যের অনুষ্ঠান ইত্যাদি অশেষ উপকার হয়। রাজ্যের পূজাগণের পরস্পর মিল না থাকিলে সে রাজ্যনিবাসিরা এক নৃতর্কের নিমিত্ত ও সখী নহেন। বিশেষত কোন ব্যক্তির পরিবার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব নৈক্য হইলে সে পরিবারগণের পরস্পর মনো ভঙ্গ আত্মনিরোধ পুতি হিংসা তৎপরে পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টা তদ্বারা অর্থনাশ মনস্তাপ পুণ্য নাশ অবধি ঘটে। আ

রো দেখে এই ভারতবর্ষের পুণ্ডিত এবং অনেকানেক বহু
মান হিন্দু মহাপানদিগের পরম্পর এক্য বিরহে তাহারা
নানামতে বিপদগুস্ত হইয়াছেন এবং ভিন্ন দেশীয় সন্না
টের অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে। যবনাক্রান্ত হও
নাবধি বর্তমান কাল পর্যন্ত কি উপায়ে দৈন্যবস্থা এবং মনঃ
পীড়াতে আছেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন অতএব
হে স্বদেশস্বগণ যাহাতে সকলের সহিত মিল থাকে এম
ত উপায়ে চেষ্টাতে অহরহ যত্নবান হও তাহা হইলে সর্ব
পুকারে সুখী হইয়া কালযাপন করিতে পারিবে।।

সুখ্যাতি প্রাপ্ত হওনের আবশ্যকতা।।

বাক্যপটুতা এবং উত্তম বুদ্ধি যেমত মনুষ্যের ভূষণ ও
প্রয়োজনীয় ধন বা মনোভিনাষাদিগের পাশ্বে সুখ্যাতি
যুক্তি হওয়া ততোধিক নোভাজনক ও প্রয়োজনহীন হই
য়াছে দেখা বিদ্যার্থী ব্যক্তি অব্যাপকের সুখ্যাতির প্রতি
নিশেষঃ দৃষ্টি করিয়া শিষ্য স্বীকার করিবেন কেননা তাঁ
হার যেমত চরিত্র শিষ্যের সমস্ত মতবান করাতে তদ্রূ
প প্রাই হইয়া অর্থাৎ তাঁহার যেমত পরীতি নীতি ছাত্রেরো
সেই মত শিক্ষা হইয়া যাবজ্জীবন তদনুসারেই থাকে যদ্য
পি তাঁহার কোন কুচরিত্র থাকে শিষ্য তাহা দোষ বোধ
না করিয়া বরং উত্তম জ্ঞানে তন্মতাচরণ করিয়া থাকেন।
রাজসম্মিথানে বিত্ত বা কোন পদ প্রাপণের কালীন ভূপ
তি প্রার্থকের অন্য অন্য গুণ বিচারের পূর্বে তাঁহার
চরিত্র ও প্রশংসা পত্র অগ্রে দৃষ্টি করিয়া প্রার্থিত

পদে নিয়োগ করণে । যে চিকিৎসক সাধারণ সর্গীপে
 যশস্বী হয়েন তাঁহার হস্তেই অম্বাদির পিড়া আরোগ্য
 কারণ জীবন সমর্পণকরা যুক্তি যুক্ত । ধন বিষয় ধনাঢ্য হই
 লেই বিশ্বাস পাত্র হয়না অল্প সম্পদ বিশিষ্ট হইয়া সুখ্যা
 তি থাকিলে তাহাকে সকলেই বিশ্বাস করিয়া তাহার নি
 কট ধন গচ্ছিত রাখে । বাণিজ্য কালীন বিক্রেতার সুখ্যা
 তি বিষয়ে সর্বাপেক্ষে বিচার্য উচিত যেহেতু তিনি প্রবঞ্চক
 রূপে খ্যাত থাকিলে তাঁহার স্থানে নানাবিধ সুদৃশ্য
 দ্রব্যাদি থাকিলেও অত্যল্প ক্রেতা সর্গাগমন করে ।
 আর দেখ পরিচারকর বিষয়েও যশস্বী হওয়া অতি কৰ্ত্তব্য
 কেননা নিযুক্তকারী ভৃত্যের সুখ্যাতি থাকিলেই শীঘ্র তা
 হাকে তৎকন্ম নিযুক্ত করেন এবং নিযুক্তকারী ও সুখ্যা
 তি যুক্ত না হইলে তাঁহার সতত ভৃত্যান্তাবহ হয় । কোন
 পদ শূন্য হইলে আমরা সম্মাদ পত্রে সন্দর্ভ দৃষ্টি করিয়া
 থাকি যে সুখ্যাতিযুক্ত ব্যক্তিই তাহা প্রাপ্ত হয়েন কারণ বি
 জ্ঞাপন প্রকাশ হইলে পুশংসাপত্র পুষ্প বা বিখ্যাত ব্যক্তি
 রাই তাহা প্রাপণে সুসিদ্ধ হইয়া থাকেন । রাজা বিক্রমাদি
 ত্য নরপতির যশে জগৎ পরিপূর্ণ হওয়াতে সাধারণের
 তন্মাম সংকীৰ্ত্তন যোগ্য হইয়াছে অতএব বৃদ্ধগণের অগ্রে
 সুখ্যাতি সঞ্চয় করা অতি কৰ্ত্তব্য তাহা হইলে অনায়াসেই
 অভিলষিত লভ্য হইবে ॥

সমাপ্তেয়ং গৃহ ॥

